উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,২৯৪.৬৬ (+৪৭৯.৯৫)
নিফটি : ২৫,৭১৩.০০ (+১৪১.৭৫)

রাহুলে ভরসা নেই ডিএমকে নেতৃত্বের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩১°	১৪°
জলপাইগুড়ি	৩২°	১৩°
কোচবিহার	৩১°	১৪°
আলিপুরদুয়ার	২৭°	১৫°

অন্তর্বর্তী সরকার অবৈধ : রাষ্ট্রপতি ৭

প্রয়াত মুকুল রায়
শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর ৫

শিলিগুড়ি ১১ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 24 February 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 276

কথায় কথায়

ফাইজলামি! এত সহজে বাঙালি হওয়া যায় নাকি!

আশিস ঘোষ

ফাইজলামি! আমার এক জ্যাঠার ওটাই ছিল সর্বোচ্চ গালাগাল। কোনওকিছু খারাপ লাগলে একটু চড়া গলায় বলতেন, ফাইজলামি! এখন বেঁচে থাকলে নির্ঘাত বেশ কয়েকবার তাঁকে একথা বলতে হতই। কে বলল, কী বলল, নিক্তি মেপে বলার বান্দা তিনি ছিলেন না। ওটা ছিল তাঁর রাগ আর বিরক্তির চূড়ান্ত ককটেল।

যেকথা বলতে গিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের 'ফাইজলামি' মনে পড়ল, তার পিছনে রয়েছেন দিল্লির শাসকদলের বাঘা বাঘা সব নেতারা। প্রতিবার যখন ভোট আসে, তখনই দলে দলে বঙ্গভূমে পদার্পণ হয় পদ্ম নেতাদের। তাঁরা এসে দলের জোর বাড়াবেন, 'কারিয়াকর্তা'দের চাঙ্গা করবেন, গরম গরম বক্তৃতায় বাজার গরম করবেন- এটাই স্বাভাবিক।

ব্যাপারটা সেখানে থেমে থাকলে হত। কিন্তু শুরু হয়েছে নতুন উপদ্রব। দিল্লির হিন্দিভাষী ছোট-বড় নেতারা এখন প্রাণপণে বাঙালি হওয়ার কসরতে ব্যস্ত। তা করতে গিয়ে তাঁরা যেসব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন, তাতে হাস্যরসের চেয়ে বিরক্তির উদ্রেক হচ্ছে বেশি। প্রধানমন্ত্রীর দলে বাঙালি আছেন একগাদা। তাঁদের দিল্লিওয়ালাদের নিত্য বাংলা, বাঙালিকে নিয়ে বচনের ঠেলা সামলাতে হয়।

কিন্তু কে বলেছে, বহু কষ্টে বাংলার বিকৃত উচ্চারণে এরাজ্যে ভোট বাড়বে! তাতে যে ফল উলটো হবে- এটা কি তাঁরা বোঝেন না? ভোটের আগে হঠাৎ এসে দাড়ি

এরপর দশের পাতায়

সেলুলয়েডের অ্যাম্বুল্যান্স দাদা

করিমুল হকের বায়োপিকের শুটিংয়ে দেব। সোমবার মেটেলিতে।

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

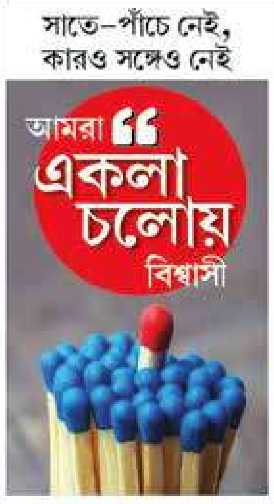

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

দুই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন

বেধড়ক মার তিন সিটি অটোচালককে

সিটি অটোচালকের জামা ধরে টানাটানি, মারধর। মাটিগাড়ায় সোমবার।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় সোমবার সকালে পৃথক দুটি ঘটনায় তিন সিটি অটোচালককে মারধরের ঘটনা ঘটল। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একইদিনে তিনজন চালক আক্রান্ত হওয়ায় শ্রমিক সংগঠনগুলি আতঙ্কিত। দার্জিলিং জেলা ফুলবাড়ি-এনজেপি অপারেটরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বলকান্তি ঘোষ বলেন, 'শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা খুবই আশঙ্কায় রয়েছি। পৃথক দুই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই কিছুটা আমরা সাহস পেয়েছি। নইলে কোনও সিটি অটোচালকই গাড়ি চালানোর মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না।' সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে বলে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে।

এদিনের ঘটনাগুলির মধ্যে কোর্ট মোড় এলাকায় ট্রাফিক পুলিশকর্মীর সামনেই এক সিটি অটোচালককে মারধরের ঘটনা রীতিমতো শোরগোল ফেলেছে। কোর্ট মোড়ের সেই ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে ট্রাফিককর্মীর উপস্থিতিতেই এক তরুণ রাজীব গোলদার নামে এক চালককে বেধড়ক মারধর করছেন। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনি সংলগ্ন এলাকায় দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে। সেখানে যাত্রী নামানোর সময় সিটি অটোচালক পরিমল বসাকের সঙ্গে এক ব্যক্তির তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ উঠেছে যে, ওই ব্যক্তি রাগের মাথায় পরিমলের গাড়ির কাচ ভেঙে দেন। পরিমল এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকানোর চেষ্টা করলে রাস্তার উলটো দিক থেকে একদল মানুষ এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময় পেছন দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বর্মন সিটি অটো চালিয়ে আসছিলেন। তিনি সহকর্মী পরিমলকে বাঁচাতে গেলে আততায়ীরা তাঁকেও প্রচণ্ড মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়।

কোর্ট মোড়ের ঘটনায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আক্রান্ত চালক রাজীব গোলদারের অভিযোগ, 'প্রকাশ্যে আমাকে মারধর করা হলেও ওই ট্রাফিককর্মী আমাকে বাঁচাতে আসেননি। ওই তরুণের হাত থেকে কোনওভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে সিটি অটোতে উঠে একেবারে বাগরাকোটের বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে কালিম্পং

ক্ষোভে সিকিমে জোড়ার ইচ্ছে

ভোটের অঙ্ক

রণজিৎ ঘোষ

কালিম্পং, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দু'হাতে দুটো বড় জেরিক্যান। দুটিই জলভর্তি। দু'হাতে দুই জেরিক্যান হাতে পাহাড়ের চড়াই উতরাই ভাঙছেন প্রমীলা থাপা। কালিম্পংয়ের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডিবি গিরি রোডে বাড়ি। বয়স ৭০ পেরিয়েছে। দু'বেলা তাঁকে বাগধারা থেকে ঝরনার জল সংগ্রহ করতে হয়।

এই বয়সে এত কষ্ট! জল ভরার ফাঁকে আক্ষেপ ঝরে পড়ছিল তাঁর, 'জীবনটা ঝোরা থেকে জল টানতে টানতেই কেটে যাবে। বাড়িতে ইচ্ছেমতো জল খরচ করা হয়তো এ জীবনে দেখে যেতে পারব না।' একা প্রমীলা নন, জলসমস্যায় জেরবার কালিম্পং শহর।

জল সংগ্রহের লাইন। কালিম্পংয়ের বাগধারায়।

প্রমীলাকে দু'হাতে জলের জেরিক্যান নিয়ে মেলা ময়দানের পাশের রাস্তা দিয়ে ডম্বরচকে ওঠার সময় আরেক স্থানীয় বাসিন্দা চটজলদি বললেন, 'এবার ভোটের সময় নেতারা বাড়িতে এলে বলে দেবেন, আগে জল দিন, তারপর ভোট দেব।' শুধু কালিম্পং শহর নয়, আশপাশের গ্রামের সবাইকে প্রতিদিন দেড়-দুই কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা ডিঙিয়ে ঝোরা থেকে জল আনতে হয়।

সেই জলেরই বা নিশ্চয়তা কোথায়! শীত বিদায় নিতে ঝোরায় জল কমতে শুরু করেছে। শুধু কী আর জলের সমস্যা? না আছে যাতায়াতের ভালো রাস্তাঘাট, না আছে দৈনিক রুজিরুটির সংস্থান। ভালো চিকিৎসার দরকার হলে গন্তব্য সেই প্রায় ৭০ কিলোমিটার নীচে শিলিগুড়ি। অথচ স্বাধীনতার ৭৮ বছর পার, কালিম্পং জেলা গঠনের ১০ বছর হয়ে গেল। এই আবহে দাবি উঠছে, কালিম্পংকে হয় সিকিমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক নতুবা পূর্ণাঙ্গ জেলা পরিষদ গঠন করা হোক।

এই দাবির পক্ষে সওয়াল করছে কালিম্পং সিটিজেন্স ফোরাম। যে সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক হরকাবাহাদুর ছেত্রী।

এরপর দশের পাতায়

শংকরের প্রার্থীপদ রুখতে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

নকশালবাড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে শংকর মালাকারের প্রার্থীপদ আটকাতে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড় অংশ আগে থেকেই ময়দানে নেমেছিল। সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতার সই করা একটি চিঠি ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা সেই চিঠিতে বলা হয়েছে, শংকর তপশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) নন, তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত (ওবিসি)। জাল শংসাপত্র দেখিয়ে তিনি নিজেকে এসসি বলে দাবি করছেন। তাই তাঁকে প্রার্থী না করে এই আসনে কোনও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্তকে প্রার্থী করা হোক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শংকরের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতাদের এই চিঠি পাঠানোর মূলে এক বিজেপি নেতার নাম উঠে এসেছে। তাঁর নেতৃত্বেই এই চিঠি লেখা এবং প্রত্যেকের সই সংগ্রহ করে ডাক মারফত পাঠানো হয়েছে বলে নেতারাই জানিয়েছেন।

শংকর অবশ্য এই চিঠিকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই কে কী বললেন, কিছু যায় আসে না।'

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'আমাদের দলে এমন কোনও বিরোধ নেই। দলীয় নেতৃত্ব যাঁকে প্রার্থী করবেন তাঁকে জেতাতে আমরা সবাই একজোট হয়ে লড়ব। দলের কে বা কারা এমন চিঠি দিয়েছে জানা নেই।'

সোমবার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা ১৬ জন নেতার সই করা একটি চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। এই চিঠিটি এদিনই মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। নকশালবাড়ি ব্লকের গোঁসাইপুর অঞ্চলের ফৈরানিজোতের তৃণমূলের

এরপর দশের পাতায়

পার্টি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা

পিষে মারায় অবশেষে গ্রেপ্তার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির ব্যস্ততম পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকায় গত বুধবার রাতে এক তরুণকে গাড়ি দিয়ে পিষে দেওয়ার ঘটনায় পুলিশ অবশেষে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করল। দেবাংশু পাল চৌধুরী নামে ওই তরুণ শহরের এক পেট্রোল পাম্প মালিকের ছেলে। সেই রাতে তিনি মদ্যপ অবস্থায় পার্টি থেকে ফিরছিলেন এবং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলেন বলে গ্রেপ্তারির পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দেবাংশু স্বীকার করেছেন। এমনকি অপরাধ ঢাকতে তিনি তড়িঘড়ি গাড়িটি সেবক রোডের একটি সার্ভিসিং সেন্টারে মেরামতির জন্য পাঠান। সার্ভিসিং সেন্টারে দেবাংশু মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন বলেও তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে।

গাড়িটি পানিট্যাঙ্কি মোড়ের একটি ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি সেখানে দাবি করেন। এমনকি সেই অজুহাতে তিনি ইনসুরেন্স ক্লেইম করার চেষ্টাও করেছিলেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের এক কর্মীর তীক্ষ্ণ নজরে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি ধরা পড়ে যায়। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজে গাড়ির মডেল ও রং চেনা গেলেও নম্বর প্লেট অস্পষ্ট ছিল। তবে গাড়ির সামনের দিকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখে পুলিশ নিশ্চিত ছিল যে সেটি কোনও গ্যারাজ বা সার্ভিসিং সেন্টারে আসবেই। সেই সূত্র ধরেই তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির হদিস মেলে এবং মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধছে। অভিযোগ উঠছে, ঘটনার রাতে দেবাংশু প্রথমে শংকর ছেত্রী ও তাঁর বান্ধবীকে এবং পরবর্তীতে একটি অটোকে ধাক্কা দিয়ে সেবক মোড় হয়ে নিজের বাড়িতে চলে যান। শংকর ও তাঁর বান্ধবী গুরুতরভাবে জখম হন। শংকর পরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মারা যান। তাঁর বান্ধবী বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ধৃত দেবাংশু পাল চৌধুরী (বাঁদিকে)। থানায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের বিক্ষোভ।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটি কোন বাড়িতে ঢুকেছে, তা খুঁজে বের করা পুলিশের জন্য কঠিন কাজ ছিল না। তা সত্ত্বেও শুক্রবার রাত পর্যন্ত পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিল, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। শহরের একাংশের প্রশ্ন, দেবাংশুর এক আত্মীয় মেয়র পারিষদ হওয়ার কারণেই কি পুলিশ প্রভাবশালী এই পরিবারকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল? বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর কারণে ধৃত তরুণের বিরুদ্ধে এর আগেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক আইন ভাঙার কারণে পুলিশ এর আগে ২০২৫ সালের ২৭ মার্চ তাঁকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছিল। ফুটপাথে গাড়ি রাখায় গত ২৪ জানুয়ারি ওই তরুণের বিরুদ্ধে ফের ৫০০ টাকার জরিমানা করা হয়। ধৃত দেবাংশু অবশ্য দুটি জরিমানার কোনওটারই টাকা মেটাননি।

এবারের ঘটনায় তাঁকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে। ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ সরব হয়েছে। প্রভাবশালী যোগসূত্রের কারণে পুলিশি তদন্তে কোনও গাফিলতি দেখা দিলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল শিলিগুড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নিহত তরুণের স্মরণে সোমবার খড়িবাড়িতে একটি মৌনমিছিল বের হয়।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এদিন রাতের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবিতে পানিট্যাংকি ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান।

এরপর দশের পাতায়

মানিকচকে জঙ্গি-যোগ

আজাদ

মানিকচক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সাধারণ এক পরিযায়ী শ্রমিক, নাকি আন্তর্জাতিক জঙ্গি নেটওয়ার্কের এক সক্রিয় সদস্য? কলকাতার নিউটাউন থেকে মানিকচকের তরুণ উমর ফারুকের গ্রেপ্তারি ঘিরে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে মালদার সীমান্তঘেঁষা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আশিনটোলা গ্রামে। গত রবিবার দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল উমরকে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

এই তরুণের সঙ্গে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা ও বাংলাদেশের জামায়াতের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের। শুধু তাই নয়, দিল্লির বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে দেশবিরোধী পোস্টার লাগানো এবং বাংলাদেশি জঙ্গিদের এই দেশে আশ্রয় দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে। তল্লাশিতে উমরের কাছ থেকে ৭-৮টি মোবাইলের সিম কার্ড এবং প্রচুর দেশবিরোধী লিফলেট ও পোস্টার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে অভিযুক্তের পরিবার ও গ্রামবাসীদের একাংশ পুলিশের এই গুরুতর অভিযোগ মানতে নারাজ। প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না মামলায় নাম জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। তামিলনাড়ু থেকে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল। পুলিশের দাবি, ধৃত সেই ৬ জনই বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই উঠে আসে উমর ফারুক ও রবিউল ইসলামের নাম। এরপরই গত রবিবার কলকাতায় অভিযান চালিয়ে নিউটাউন থেকে উমর ও রবিউলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারী সূত্রে খবর, ফারুকের সঙ্গে ধৃত রবিউল ইসলাম বাংলাদেশের নাগরিক। পুলিশের দাবি, ধৃত ফারুকের ফোন রেকর্ড থেকে স্পষ্ট যে, তামিলনাড়ুতে ধৃত ৬ জনের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

কিন্তু সোমবার সেই তরুণের গ্রামে গিয়ে দেখা গেল অন্য দৃশ্য। পরিবারের লোকজন তো বটেই,

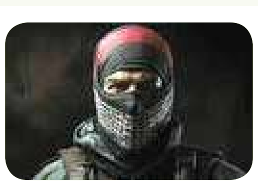

- তামিলনাড়ু থেকে ধৃত ৬ বাংলাদেশি জঙ্গিকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিউটাউন থেকে গ্রেপ্তার উমর ফারুক
- পাক ও বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং দিল্লির মেট্রো স্টেশনে দেশবিরোধী পোস্টার লাগানোর অভিযোগ
- পরিবারের দাবি, উমর ফারুক একজন সাধারণ পরিযায়ী শ্রমিক, তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে

এমনকি প্রতিবেশীরাও উমরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ বিশ্বাস করছেন না। উমরের স্ত্রী সিমি খাতুনের দাবি, 'আমার স্বামী কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়। মিথ্যা মামলায় আমার স্বামীকে ফাঁসানো হচ্ছে।' তিনি জানান, গত রবিবারই স্বামীর সঙ্গে তাঁর ফোনে শেষ কথা হয়েছিল এবং ইদের আগেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল উমরের। সিমি আরও বলেন,

এরপর দশের পাতায়

পরস্পরকে পথ চেনানোয় ছড়াচ্ছে শিক্ষার আলো

১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন শিক্ষক সঞ্জয় মোদক। বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত পড়ুয়াদের কেউ স্যারের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে, কেউ হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। একজন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকের সঙ্গে পড়ুয়াদের এই সম্পর্কের রসায়ন অনায়াসে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৩ ফেব্রুয়ারি : গত শনিবারই একটা ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, এক ছাত্রী শিক্ষককে চড় মারছে। শিক্ষক-পড়ুয়ার এমন অসুস্থ সম্পর্কের ছবি যখন অহরহ সামনে আসছে তখন হৃদয় জুড়ানো অন্যরকম দৃষ্টান্ত দেখা গেল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন হয়েও ১৩ বছর ধরে এই স্কুলে স্বাভাবিকভাবেই পড়িয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক সঞ্জয় মোদক। রোজ হেঁটেই স্কুলে যাতায়াত করেন। একেবারে সঠিক সময়ে ঢুকে যান কর্মক্ষেত্রে। বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত পড়ুয়াদের কেউ স্যারের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে, কেউ হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। একজন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকের সঙ্গে পড়ুয়াদের এই সম্পর্কের রসায়ন অনায়াসে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

মন ভালো করা

তুফানগঞ্জ-২ সার্কেলের ১০০টি স্কুলের মধ্যে সঞ্জয় মোদক একমাত্র ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকতা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই স্কুল পরিদর্শক মহম্মদ মনিমে আলমের। উপরন্তু, ওই শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে দারুণ সন্তুষ্ট অস্মিতা দাস, বৃষ্টি দাস, তুলিকা বর্মন, বুলটি রায়ের মতো পড়ুয়ারা। অভিভাবক ও অন্য শিক্ষকদের মুখেও সঞ্জয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা। সঞ্জয় জানালেন, ২০১২ সালে আগে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ানোর দায়িত্বে ছিলেন। এখন প্রথম শ্রেণিতেও তিনি পড়াচ্ছেন। মুচকি হেসে তাঁর সংযোজন, তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের থেকে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ারা বেশি চঞ্চল হওয়ায় তাদের পড়ানো কঠিন। সঞ্জয়বাবু ব্রেইলের সাহায্য নিয়েই ছাত্রছাত্রীদের পড়ান।

শালডাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের পড়ুয়াদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছেন সঞ্জয়।

মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে সংসার শালডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় মোদকের। বাড়ির সকলেই তাঁকে কাজে উৎসাহ জোগান। সঞ্জয় বলেন, 'বাবা অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতেন।

এরপর দশের পাতায়

ক্যানসারজয়ীর মাদকবিরোধী লড়াই

ক্রমাগত গুটখা খেয়ে ওরাল ক্যানসার বাধিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। ভালোবাসেন ক্রিকেট খেলতে। জীবনের মাঠে যুবরাজ সিং তাঁর লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। তাঁর মতোই মারণরোগ জয় করেছেন বিশ্বজিৎ। মনের অদম্য জোরকে সঙ্গী করে ফিরেছেন খেলার মাঠে। চালাচ্ছেন তামাকজাত দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ২০১১ সাল। ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সেই বিশ্বকাপে 'প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট' হয়েছিলেন যুবরাজ সিং। তখনও বুঝতে পারেননি, তাঁর শরীরে বাসা বাঁধছে মারণরোগ ক্যানসার। এরপর রোগ ধরা পড়ে। একবছর কঠিন লড়াইয়ের পর রোগমুক্ত হন তিনি।

কোচবিহারের টাকাগাছ এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাসের কাছে যুবরাজ অনুপ্রেরণা। যুবরাজের মতোই ক্যানসারের ইয়র্করকে ছক্কা মেরেছেন তিনি। ক্রমাগত গুটখা খেয়ে শরীরে ক্যানসার বাধিয়েছিলেন। বছরখানেক চিকিৎসার পর বর্তমানে সেই রোগ থেকে মুক্ত। ক্যানসারকে জয় করে এবার তামাকজাত দ্রব্য সহ মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন তিনি।

পেশায় একটি হার্ডওয়্যার দোকানের কর্মচারী হলেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ভালো ক্রিকেট খেলায় বেশ পরিচিতি রয়েছে বিশ্বজিতের। ক্যানসারকে হারিয়ে ক্রিকেটের মাঠেও ফিরেছেন। হাতে ব্যাট আর মনে অদম্য সাহস জুগিয়ে নিয়েছেন ৩৩ বছরের এই তরুণ।

বিশ্বজিৎ দাস।

বাবা, মা, স্ত্রী ও আড়াই বছরের এক পুত্রসন্তান নিয়ে ভরা সংসার বিশ্বজিতের। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও গতবছর মার্চে প্রথম তাঁর সমস্যা ধরা পড়ে। নিয়মিত গুটখা খেতেন। গালে ক্ষত তৈরি হওয়ায় কোচবিহারে বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এরপর বেঙ্গালুরুতে গিয়ে পরীক্ষা করাতেই বিষয়টি ধরা পড়ে। দেখা যায়, ওরাল ক্যানসার হয়েছে। বাড়তে থাকে অসুস্থতা। সেইসঙ্গে বাড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করার চিন্তা।

এরপর মুম্বইয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। টানা ৯ মাস তিনি কাজকর্ম থেকে দূরে থাকেন। প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ করে চিকিৎসার পর বর্তমানে তিনি এই রোগ থেকে মুক্ত।

বিশ্বজিৎ বলছিলেন, 'অতিরিক্ত গুটখা খাওয়াই আমার কাল হয়েছিল। প্রথম অবস্থাতেই ক্যানসার ধরা পড়ায় এখন সুস্থ হতে পেরেছি। আমার প্রথম লক্ষ্য, যারা গুটখা খায় তাদের সচেতন করা। যাতে তারা দ্রুত গুটখা ছেড়ে দেয়।' বিশ্বজিতের আরও সংযোজন, 'আমি ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসি। যখন ক্যানসার আক্রান্ত হলাম তখন ভেবেছিলাম আর হয়তো ক্রিকেট খেলতে পারব না। যুবরাজ সিং আমার অনুপ্রেরণা। তিনি ক্যানসার জয় করে খেলার মাঠে ফিরে এসেছেন। তার থেকেই মনে জোর পেয়েছিলাম। আবার খেলার মাঠে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে।'

দু'দিন আগেই টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব ও ব্যায়ামাগার আয়োজিত একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ। তাঁকে আয়োজকদের তরফে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। তাঁর এই উদাহরণ দেখে অনেকেই মনে জোর পাবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দা পার্থচন্দ্র রায়। তাঁর কথায়, 'বিশ্বজিতের অদম্য মনের জোর রয়েছে। ও আবার খেলার মাঠে ফিরে এসেছে। পাশাপাশি গুটখা সহ মাদকের বিরুদ্ধেও সব জায়গায় প্রচার করছে। তাতে অনেকেই সচেতন হবে।'

মালদা শহরের হ্যান্টা কালী মন্দির। (ডানে) বিগ্রহ।

হ্যান্টা কালীর প্রচারে ব্লগাররা

মোদির মুখে প্রণামের কথায় জনপ্রিয়তার সূত্রপাত

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : এতদিন পর্যন্ত মন্দিরটি ছিল স্থানীয়দের পরম শ্রদ্ধার জায়গা। কিন্তু গত মাসখানেকের মধ্যে যেন আরও বেশি করে চর্চায় উঠে এসেছে মালদা শহরের হ্যান্টা কালী মন্দির। এখন সেখানে ভক্তদের সমাগম তো হচ্ছেই। সেইসঙ্গে মন্দির চত্বরে সকাল থেকে শুরু হচ্ছে ভিডিও তৈরির হিড়িক। সৌজন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ১৭ জানুয়ারি মালদা সফরে এসে তিনি জনসভার শুরুতে মা হ্যান্টা কালীকে প্রণাম জানান। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় জোর চর্চা। প্রথমদিকে তো এই নামের মন্দিরের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল নেটিজেনদের একটা বড় অংশ। সেসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এখন মন্দিরে ভিড় জমাচ্ছেন ইউটিউবার ও ব্লগাররা।

মালদা মেডিকেল কলেজের গা ঘেঁষেই রাজ্য সড়কের ধারে এই হ্যান্টা কালী মন্দির। এই মন্দিরের নামেই এলাকার নাম হয়েছে হ্যান্টা কালী মোড়। মন্দির কমিটির সদস্য শিবু দাস বলেন, 'ভক্তের সমাগম প্রতিদিনই হয়। তবে এখন একটু বেশি লোকজন আসছেন। ইউটিউবার থেকে ব্লগাররা আসছেন। ভিডিও করছেন। আমাদের কাছ থেকে মন্দির সম্পর্কে জানছেন। প্রধানমন্ত্রী হ্যান্টা কালী মাকে প্রণাম জানান। তারপর শোরগোল পড়ে যায়। অনেকেই উৎসাহ নিয়ে আসছেন।'

এই মন্দিরের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় স্থানীয়দের উদ্যোগে একটি ছোট কাঁচা ঘরে তার পথ চলা শুরু। এক সময় এখানে সন্ন্যাসীরা থাকতেন। মন্দির কমিটির সদস্য সুবল পোদ্দার বলেন, '১৯৪৭ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে চাটাই দেওয়া ঘর ছিল মন্দিরের। ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে আজ মন্দির এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমরাই এই মন্দিরে দেখাশোনা করি। বহু ভক্ত আসেন এখানে। প্রতিবছর বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। কয়েক হাজার ভক্ত আসেন সেই দিন। গত মাসখানেক ধরে এই মন্দিরে মানুষের আনাগোনা আরও বেড়েছে।'

বর্তমানে এই মন্দিরকে ঘিরে নেট দুনিয়ায় যেমন আলোচনা চলছে, তেমনই বাড়ছে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা। মন্দির নিয়ে হঠাৎ তৈরি হওয়া এই আগ্রহের প্রেক্ষিতে সেবায়েত দেবরাজ চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী মালদায় এসে মা হ্যান্টা কালীর নাম উচ্চারণ করেছেন। মাকে প্রণাম জানিয়েছেন। অনেকেই অনেক মন্তব্য করেছেন। সবার উদ্দেশ্যে আমার একটাই বলার- আপনারা এখানে আসুন, মন্দির দর্শন করুন।'

চোদ্দো ফেরি-তে ট্রেকিংয়ে জোর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : জঙ্গল ও পাহাড়ঘেরা মেঘের বাড়ি চেনেন! নিস্তব্ধতা আর প্রকৃতি সেখানে এক সুতোয় মিশেছে। পর্যটকদের তেমনই এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী করতে নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের চোদ্দো ফেরি ভিউপয়েন্টকে এবার প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে চাইছে বন দপ্তর। গোরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ভিতর রাচেলা পিক ভিউপয়েন্ট আপাতত বন্ধ থাকলেও চোদ্দো ফেরি-তে ট্রেকিংকে জনপ্রিয় করতে নেওড়ায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শনকেও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। নেওড়ায় ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকদিন পরই ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় এবার বাঘ শুমারি শুরু হবে। গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, চোদ্দো ফেরি ভিউপয়েন্টে যেতে পর্যটকদের কোনও এন্ট্রি ফি দিতে হবে না। রাচেলা ভিউপয়েন্ট আপাতত বন্ধ রয়েছে।

গরুবাথানের লাভার কাছেই নেওড়া ভ্যালির জঙ্গলে যাওয়ার প্রধান রাস্তা। গেটের কাছে ফরেস্ট ইনস্পেকশন বাংলোর সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে রাচেলা পিক ও চোদ্দো ফেরি যেতে হয়। মূল গেট থেকে রিসিট বিটের কাছে চোদ্দো ফেরির দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। পাহাড়ি পথে চার চাকা গাড়িতে রিসিট বিট অফিস পর্যন্ত এবং তারপর হেঁটে ভিউপয়েন্টে পৌঁছোনো যায়। এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেই হবে। সামনেই লাভা শহর, সিকিম ও কালিম্পং পাহাড়। কপালে জুটতে পারে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনও। এন্ট্রি ফি মকুব হওয়ায় নেওড়ার প্রধান গেটে নিজেদের আধার কার্ডের ফোটোকপি জমা করে চোদ্দো ফেরি যেতে পারবেন পর্যটকরা। শুধু গাইডের খরচ ৩৫০ টাকা এবং গাড়ির ভাড়া স্ট্যান্ডে জমা করে রিসিট ফরেস্ট বিট পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপর পায়ে হেঁটে ভিউপয়েন্ট অবধি যেতে পারবেন পর্যটকরা।

E-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat, Jalpaiguri
Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide BANARHAT/EO/NIT-009/2025-26, 18.02.2026 Last date of online bid submission 26-02-2026 upto 15:00 Hrs. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Banarhat Development Block

KENDRIYA VIDYALAYA BSF RANINAGAR
P.O.: Patkata, Distt.: Jalpaiguri, WB, PIN- 735 133

WALK-IN-INTERVIEW FOR PANEL OF CONTRACTUAL TEACHERS

Vidyalaya is going to conduct walk-in Interview for part-time teachers purely on contractual basis for preparing panel for the session 2026-27 as per following details :-

S/N	Post	Date Of Interview	Place
1.	PGT (Geo., Eco. & C.S)	10.03.2026	K.V. BSF Raninagar premises
2.	TGT (Eng. Sans., Maths.,)		
3.	TGT and PRT (C.I.)		
4.	PRT, Art & craft coach, Game coach, Dance coach, Special Educator (Primary) & Counsellor	11.03.2026	

Interested and eligible candidates may visit vidyalaya for Walk-In-Interview from 08.00 am onwards with filled Bio-data available at school Website and supporting academic certificates with self-attested copies.
For detailed information please visit the school website *https://bsfraninagar.kvs.ac.in/*
PRINCIPAL
Mobile No. 8967758009

TENDER
"NIT No. 01/2025-26 (2nd Call)"
Sealed Tender are hereby invited by the undersigned from bonafide, experienced, reputed & resourceful Contractor for the following works.
a) Name of the work : Filling of Earth at Dalimpur Campus under WBCADC, Falakata Project, Dist.- Alipurduar
b) Last date for downloading & submission : 06/03/2026
For details visit the website : **www.wbtenders.gov.in**
Officer-In-Charge
WBCADC, Falakata Project

ARMY PUBLIC SCHOOL BINNAGURI
SELECTION OF TEACHERS & STAFF
(LOCAL SCREENING BOARD)
(LSB-1)

Army Public School Binnaguri requires **PGT (Political Science), TGT (Computer Science English & SST), PRTS, PRT(PET), Coordinato, Pre-Primary wing(North & South) (Female only), PPRT(Pre-Primary Wing) (Female only), Special Educator, Music Teacher (Instrumentalist), Skill Development Teacher (Cert in AI/Coding/ Robotics & Electrical & Electronics), Foreign language Teacher (French, Spanish, German and Chinese), Dance Teacher (Indian Classical), Karate (Part time) & activity teacher(Art & Craft & Dance) (Female only), UDC, Asst Adm Supervisor, Asst IT Supervisor, Storekeeper cum Technician cum Manager (Integrated Sport Complex -Ex-servicemen/Dependent), Receptionist, MTS(Driver/Electrician Plumber will be preferred), House Keeper & Ayah (Female)** on contractual and Adhoc basis.

Candidates must send filled-up Application Form alongwith a non-refundable DD (in favour of Army Public School Binnaguri, payable at SBI Binnaguri Cantt) for Rs. 250/- (DD from SBI only) is required to be submitted to the Principal, APS Binnaguri P.O. Binnaguri Cantt, Dist Jalpaiguri -735232 by 05 Mar 2025. Application Form available on the School Website. For Requisite Qualification & other details candidates are requested to visit our school website **www.apshinnaguri.org**. Shortlisted candidates will be called for interview. No TA/DA is admissible.

Likely date of Interview 19 & 20 March 2026.

For further details please Contact 03563-2594460/8967897616
E-mail: apsing vacancy@gmail.com.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 40-এর মধ্যে পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No : 9046081533.
(C/120911)

কর্মখালি

Application are invited for the D.El.Ed. post of Asst. Prof. in Science and Music in Manoranjan Saha Memorial B.Ed. College. Email Id- msmbedcollege@gmail.com President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Zahir Ahmed (Old Name), F/o Zeba Parveen, ঠিকানা গ্রাম- উকিলপাড়া, পোস্ট- ইসলামপুর, থানা- ইসলামপুর, থানা- উত্তর দিনাজপুর (পঃব) ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ইসলামপুর কোর্ট-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Md Jahir Ahamed (New Name) নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট SL. No. 72, Dated 12.12.2025 Md Zahir Ahmed (Old Name) ও Md Jahir Ahamed (New Name) একই ব্যক্তি। (C/120476)

•

আমি, Mustafa Alam, Purbasultan Tola, P.O.- Panchanandapur, P.S. Mothabari, Dist- Malda, Pin- 732207, আমার মাধ্যমিকের সমস্ত কাগজপত্রে (Reg No-1181-093649, Roll- 20614IN, No-0033) আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত, 17/02/2026-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে, ভুল সংশোধন করে আমার বাবার নাম "Bablu SK" থেকে " Manirul Sekh" করা হল। (C/120912)

অ্যাফিডেভিট

আমার সন্তানের জন্ম শংসাপত্রে Regn. No. B-2020:19-00788-003247 আমার নাম ভুল থাকায় গত 15.12.25 তারিখে J.M 1st কোর্ট চাঁচল, মালদা হইতে অ্যাফিডেভিট (নং 1140) বলে Ismotara Bibi এবং Ismotara Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। সং- ইসলামপুর, মালদা। (S/T)

•

আমি Mahamuda Khatun আধার নং 954724846918 DOB 01/12/2002 W/O Manirul Islam Vil+ P.O. রাইচেঙ্গা P.S. ফালাকাটা জেলা-আলিপুরদুয়ার পিন- 735211 আমার আধার কার্ডে ভুল থাকায় গত 20/02/26 তারিখে আলিপুরদুয়ারে নটারীর অ্যাফিডেভিট করে Mahamuda Khatun W/O Manirul Islam DOB 01/12/2002 এবং Mamuda Khatun W/O Monirul Islam DOB 12/07/2004 একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমি Jahiruddin (Old Name), F/O Amir Hussain, ঠিকানা গ্রাম- উকিলপাড়া, পোস্ট-ইসলামপুর, থানা-ইসলামপুর, থানা- উত্তর দিনাজপুর (পঃবঃ) ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ইসলামপুর কোর্ট-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Md Jahir Ahamed (New Name) নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট SL. No. 73, Dated 12.12.2025 Jahiruddin (Old Name) ও Md Jahir Ahamed (New Name) একই ব্যক্তি। (C/120476)

•

আমি Md Saban Ali, C/o Md Anesh Momin গ্রাম+পো- উত্তর দরিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পিন - 732201, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং 15434, Dt. 20/12/2010) আমার ও মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 02/08/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Saban Ali থেকে Md Saban Ali ও মেয়ে Mst Sutlana Khatun থেকে Sultana Khatun করা হইল। (C/120913)

Notice Inviting e-Tender
Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for (1) NIT No. : WBJALZRMC/14-SEC/JAL/2025-26, Dated : 20/02/2026. Tender ID-2026_WBSMB_1012516_1. The Period of Downloading of Bidding document From 23.02.2026, 10-00 Hours (1st) and last date of submission of BID is 06.03.2026, 16-00 Hours (1st). Details may be seen from the website **www.wbtenders.gov.in** from 23/02/2026. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.
Sd/- Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সন্তান যখন শত্রু, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, সন্ধে ৭.১৫ প্রেমী, রাত ১০.৪৫ মহাকাল
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শপথ নিলাম, বেলা ১১.০০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.০০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ অভাগিনী, রাত ৮.০০ জীবন যুদ্ধ, ১০.০০ আশা ও ভালোবাসা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ রাখী পূর্ণিমা, দুপুর ১.১৫ শাপমোচন, বিকেল ৪.১৫ কী করে তোকে বলব, সন্ধে ৭.১৫ গুরু, রাত ১০.১৫ অলৌকিক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ডাকাতের হাতে বুলু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজমহল
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ পেয়ার তো হোনা হি থা, দুপুর ১২.২০ রাবণ বধ, বিকেল ৩.৫০ হিম্মতওয়ালা সন্ধে ৬.৫০ জয় মা বৈষ্ণো দেবী, রাত ১০.০০ দিওয়ার
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.১০ হর দিল যো পেয়ার করেগা, দুপুর ১.৫০ রাজ, বিকেল ৪.২৫ ক্ষত্রিয়, রাত ১০.৩০ বীরাসত
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১২.১০ ম্যাড্রাস কাফে, ২.২৪ ওয়ান্স অপন আ টাইম ইন মুম্বই দোবারা, বিকেল ৪.৫৬ ময়দান, সন্ধে ৭.৫৭ মহারাজ, রাত ১০.১৩ মেড ইন চায়না

ডাকাতের হাতে বুলু দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

চপ কাটলেট স্পেশাল পর্বে মেঘা চক্রবর্তী শেখাবেন **পোহা কাটলেট এবং পনির পপকর্ন। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

আমি শুধু চেয়েছি তোমায় বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধু মহলে আপনার জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। ব্যক্তিগত কোনও কাজে আত্মীয়স্বজনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বৃষ : দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিলে সাফল্য নিশ্চিত। পারিবারিক অনুষ্ঠানে নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। মিথুন : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কর্কট : দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন আজ সফল হবে। সিংহ : অধ্যাত্মবাদে আগ্রহ বাড়বে। কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ হাতেনাতে পাবেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কন্যা : সৃজনমূলক কোনও কাজের জন্য আজ সম্মানিত হতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। তুলা : বকেয়া টাকা ফেরতে স্বস্তি পাবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ ফল এবং ভালো চাকরিপ্রাপ্তির খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : প্রশাসনিক কাজে দায়িত্ব বাড়বে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। বাড়িতে অতিথিসমাগম। ধনু : বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। মকর : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে অনুশোচনা করতে হবে। কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় আর্থিক স্বস্তি। কুম্ভ : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা। ঘরে বাইরে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। মীন : সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। অর্থ সঞ্চয়ে নতুন দিক খুঁজে পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৫ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১ ফাগুন, সংবৎ ৭/৮ ফাল্গুন সুদি, ৬ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৯, অঃ ৫।৩৩। মঙ্গলবার, সপ্তমী দিবা ৭।৩২ পরে অষ্টমী শেষরাত্রি ৫।১০। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৩।৪৮। ইন্দ্রোযোগ দিবা ৮।১৮ পর বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।১১। বণিজকরণ দিবা ৭।৩২ গতে বৃষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৬।২১ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।১০ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৪৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ৭।৩২ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ৩।৪৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৭।৩২ গতে ঈশানে, শেষরাত্রি ৫।১০ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৭।৩৪ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৪২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৮ গতে ১০।৩১ মধ্যে ও ১২।৫৫ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩১ মধ্যে ও ৮।৫৫ গতে ১১।১৯ মধ্যে ও ১।৪৩ গতে ৩।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারিতেই বাগডোগরায় বাঘ শুমারি

বাগডোগরা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসের শেষে বাগডোগরা বনাঞ্চলে বাঘ শুমারি শুরু হবে। প্রথমবার সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে বাঘ শুমারি করা হবে। পুরো বিষয়টির জন্য বন বিভাগের তরফে 'এম স্টাইপ' নামে একটি অ্যাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই অ্যাপেই ভিডিও, ছবি আপলোড, বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সারা দেশজুড়ে বাঘ শুমারির কাজ শুরু হয়েছে। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) সঙ্গে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে এই শুমারি করেছে।'

তিনি জানান, দেশে প্রথম বাঘ শুমারি শুরু হয় ২০০৬ সালে। তারপর থেকে চার বছর অন্তর শুমারির কাজ করা হয়। চলতি বছরের শুমারির জন্য গত বছরের নভেম্বর মাসে অসমের নামেরি টাইগার রিজার্ভে বন বিভাগের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর বন বিভাগের বিভিন্ন ডিভিশনের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানে এবং উত্তরবঙ্গের বক্সা টাইগার রিজার্ভে শুমারি শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় গণনা হচ্ছে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। তবে অন্য জায়গায় হবে তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে 'এম স্টাইপ' অ্যাপের মাধ্যমে বনের মধ্যে পায়ে হেঁটে। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে স্যাটেলাইট এবং ল্যাবরেটরির সাহায্যে। তৃতীয় পর্যায়ে হবে ট্র্যাপ ক্যামেরায়।

কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা, নকশালবাড়ি পানিঘাটা, বামনপুখরি, সেবক, ডাওহিল, বাগোড়া, কার্সিয়াং, লাটপাঞ্চার, সুকনা পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই এই শুমারি করা হবে বলে বন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে।

পাম্প চুরি

চোপড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : পানীয় জলের সাবমার্সিবল পাম্প চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মাঝিয়ালিতে। সোমবার বিষয়টি জানাজানি হয়। মাঝিয়ালি হাইস্কুলের অদূরে রাজ্য সড়কে সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সুবিধার জন্য একটি সোলার সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হয়েছিল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা পাম্পসেট খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'বিষয়টি ইতিমধ্যেই পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

বৈঠক

চোপড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালবাড়ি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কোর কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল সোমবার। দলীয় সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে মূলত নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। চোপড়া বিধানসভায় দলের নির্বাচনি কনভেনারের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহের আহমেদকে।

নুরির ক্ষমতা কাড়তে আন্দোলনে তৃণমূল

ইসলামপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ইসলামপুরে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদ থেকে নুরি বেগমের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার দাবি। তাঁর অনুপস্থিতিতে এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত বলে অভিযোগ তুলে এবার দলেরই দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে তৃণমূলের একাংশ। দল থেকে বহিষ্কৃত নুরির বিরুদ্ধেই মঙ্গলবার বিডিওর দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূলের একটা অংশ। যার প্রস্তুতি বৈঠক সোমবার হয় দলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তারের বাড়িতে। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সহ সভাপতি কামালউদ্দিন সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, বুথ সভাপতি ও ২২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য।

'২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনায়াসে গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে তৃণমূল। কিন্তু নুরি প্রধান হতেই দলের মধ্যে গোষ্ঠী বিরোধ মারাত্মক আকার নেয়। নুরি বিরোধীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ। প্রধান নুরির অনুপস্থিতির জেরে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এমন অভিযোগকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ১৪ দিনের ধর্না কর্মসূচিও পালন হয়েছে। কিন্তু দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের আশ্বাসের পরও সমস্যার সমাধান হয়নি। সাত্তারের বক্তব্য, 'প্রধান অফিসে না আসায় উপপ্রধান লতিফুর রহমানকে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলেও, আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে থমকে উন্নয়নমূলক কাজ এবং তার মাশুল গুনছেন সাধারণ মানুষ।' এর জন্য তাঁরা বিডিওর দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানান তিনি। অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে টেলিফোনে নুরি বলেন, 'নিরাপত্তার অভাবেই আমি অফিস যেতে পারি না। যাঁরা এসব করছেন, সবটাই তাঁদের চক্রান্ত।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও শিবমন্দির নিয়ে পরিকল্পনা

২ নতুন পুরসভার প্রস্তাব বিজেপির

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোট সামনেই। আর তাই শিবমন্দির ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ফের চর্চায়।

উন্নত নাগরিক পরিষেবার লক্ষ্যে এই দুই এলাকাকে দুটি পৃথক পুরসভা করার দাবি দীর্ঘদিনের। গত কয়েকটি ভোটের আগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিল। অন্যদিকে, ক্ষমতায় এলে এই দাবি পূরণ করবে বলে বিজেপিও সমান্তরালভাবে দাবি জানিয়েছিল। তবে বাস্তবে তার প্রতিফলন এখনও দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন ভোটে শহরঘেঁষা ওই দুটি এলাকাকে আলাদা পুরসভা করার বিষয়টিকে বিজেপি ফের নিজেদের ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে। রাজ্য স্তরের ইস্তাহারে এর উল্লেখ না থাকলেও, স্থানীয় স্তরের ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতি রাখা হবে বলে পদ্ম নেতারা জানাচ্ছেন। তবে ওই এলাকার সাধারণ মানুষের মতে, গোটা বিষয়টিই আসলে ভোট রাজনীতি।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের দাবি, তিনি ইতিপূর্বে বিধানসভাতেও শিবমন্দিরকে আলাদা পুরসভা করার দাবি তুলেছিলেন। তবে তাঁর আক্ষেপ, তাঁরা রাজ্যে ক্ষমতায় নেই বলে মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে জিতেও এই দাবি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বিধায়ক স্পষ্ট বলেন, 'বিষয়টি আমরা ইস্তাহারে রাখব। ক্ষমতায় এসে প্রথম কাজ হবে বাগডোগরা, মাটিগাড়াকে নিয়ে শিবমন্দিরকে একটি আলাদা পুরসভা গঠন করা।' এদিকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এই বিষয়ে বলেন, 'বিজেপি কী বলে সেটা তাদের ব্যাপার। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা বলেছি।'

রাজনৈতিক সমীকরণে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটি তৃণমূল এখনও দখল করতে পারেনি, যদিও গত মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে শাসকদল বিপুল জয় পেয়েছিল। তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, বিধানসভায় জিততে না পারায় দলীয় নেতৃত্ব এই দাবি নিয়ে বিশেষ সদিচ্ছা দেখায়নি। তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি

■ শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় পৃথক দুটি পুরসভা গঠনের দীর্ঘদিনের দাবি আবারও জোরালো

■ বিজেপি স্থানীয় ইস্তাহারে পুরসভার প্রতিশ্রুতি দিলেও তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিচ্ছে

■ এই দাবিকে কেন্দ্র করে নিছক ভোট রাজনীতির আশঙ্কায় স্থানীয়রা

শংকর মালাকার জানান, তিনিও এই এলাকা থেকে যখন কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন, তখন বিধানসভায় পুরসভার দাবি রেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'বিধানসভায় পুরসভার দাবি রেখেছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায় না থাকায় হয়নি। এবারও নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাব।'

শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে মাটিগাড়া ও বাগডোগরার দিকে বসতি ক্রমাগত বাড়ছে, এর মূল কেন্দ্রবিন্দু হল শিবমন্দির। প্রশাসনের একাংশের দাবি, এখানে পুরসভা হওয়ার প্রয়োজনীয় সব পরিকাঠামোই রয়েছে। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন উন্নত পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাসিন্দারা পানীয় জলসংকট, নিকাশিনালা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যায় ভুগছেন। স্থানীয়দের একাংশের আশঙ্কা, রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরলেও যদি তারা এই বিধানসভায় না জেতে, তবে পুরসভার দাবি পূরণ হওয়া অনিশ্চিত। একইভাবে বিজেপি জিতলেও যদি তারা রাজ্যের ক্ষমতায় না আসে, তবে এই দাবি অধরাই থেকে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, পুরসভা গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকাই প্রধান। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সংযোজিত ১৪টি ওয়ার্ড এবং চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই এলাকাটি বেশ জনবহুল। নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলসংকট এখানে প্রকট। বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল কখনোই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভা করতে চায় না। আমরা ইস্তাহারে রাখব। ক্ষমতায় এলে তার বাস্তবায়ন হবে।' যদিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, 'পুরসভার দাবি ইস্তাহারে রাখতে নেতৃত্বকে জানিয়েছি। রাজ্যের তরফে প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে।'

এদিকে বাসিন্দারা স্বপ্ন দেখছেন। শিবমন্দিরের বাসিন্দা তেজস রায়ের মতে, 'পুর পরিষেবা দরকার। না হলে নানা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে।' ডাবগ্রামের বাসিন্দা অখিল দাস বললেন, 'এলাকার সমস্যার সমাধানই আসল লক্ষ্য, তবে আলাদা পুরসভার দাবির সঙ্গে মানুষের আবেগ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।'

সবে মিলে করি কাজ। গাজোলে ধান রোপণের ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

রাজনীতির অন্দরে

স্বামীর মৃত্যুতে শেষ নারীর জন্য লড়াই

সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের টেনে এনেছিলেন রাজনীতিতে। শিখিয়েছিলেন অধিকার রক্ষার লড়াই। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু বাদ সাধল বিবি মেহেরজানের সেই লড়াইয়ে।

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে একসময় পরিচিত মুখ ছিলেন বিবি মেহেরজান। সমাজের শত বাধা উপেক্ষা করে বাম জমানায় এই অঞ্চলের মহিলাদের টেনে এনেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে। জন্মভিটা ঝাড়বাড়ি গ্রাম থেকে তাঁর শুরু হয় মহিলাদের অধিকার রক্ষার লড়াই। ছোটবেলা থেকেই তিনি বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন। যদিও বিয়ের পর ২০০৩ সালে স্বামীর প্রভাবে সিপিএমে যোগ তাঁর। স্বামী মুক্তার আলম ছিলেন সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মী। স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রী মেহেরজান দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। যদিও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামীণ স্তরে। এর মূলে ছিল গ্রামীণ মহিলাদের অধিকার এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। কিন্তু তিনিই এখন রাজনীতির পর্দার আড়ালে। বর্তমান রাজনীতিতে তাঁর বড় অভাব উপলব্ধি করছে সিপিএম থেকে সাধারণ মানুষ।

২০১৩ সালে নিজামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঙরটুলি এলাকায় সিপিএমের টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন বিবি মেহেরজান। এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের একটি মাইলফলক। কিন্তু নির্বাচনের কিছুদিন পরই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। সভাপতির পদ রক্ষা করার তাগিদে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। যা মেনে নিতে পারেননি তাঁর পুরোনো সহযোদ্ধারা। কিন্তু তিনি পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেন। এই সময়কালে তিনি রাস্তা নির্মাণ, জল সরবরাহ এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মতো একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। মেয়াদ শেষে অবশ্য ফিরে যান সিপিএমে।

বিবি মেহেরজান বলেন, 'আমি বামপন্থী আদর্শে বড় হয়েছি। নিজের পদ বাঁচাতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমার মন ছিল সিপিএমে। পদ চলে গেলেও সেসময় তৃণমূলে যাওয়া আমার মোটেই ঠিক হয়নি। এখন বুঝতে পারি ওই সিদ্ধান্ত আমার ঐতিহাসিক ভুল ছিল। পরে সিপিএমে ফিরলেও মর্যাদা আগের অবস্থায় ফেরেনি।' স্বামীর মৃত্যুর জন্য তিনি যে আর সক্রিয় রাজনীতি করতে পারেননি, বলছেন বিবি মেহেরজান। বলছেন, 'সক্রিয়ভাবে সিপিএমে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ২০১৮ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর সক্রিয় রাজনীতিতে আর থাকতে পারিনি। যিনি আমার পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন, সেই প্রিয় মানুষটা আমার পাশে নেই, কী করে আর দলের কাজ করি।' এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটে তাঁর।

চাকুলিয়া এলাকার এরিয়া কমিটির সদস্য আবদুল মান্নান বলেন, সিপিএম আদর্শ ও নীতির উপর চলে। দিন যত যাচ্ছে লড়াকু মানসিকতার লোক পাওয়া মুশকিল হচ্ছে। মানুষের চাহিদার কাছে নীতি আদর্শ হারিয়ে যাচ্ছে। এক সময় মেহেরজান তৃণমূলে গিয়ে সেই ভুলটা করেছিলেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার। স্বামীর মৃত্যুর পর ফিরতে পারেননি তিনি।' স্থানীয়দের বক্তব্য, তাঁর মতো নেত্রীর অভাব অনুভূত হচ্ছে। বিবি মেহেরজানের লড়াই শেরশাবাদিয়া সমাজের মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

দুরন্ত শৈশব

সোমবার ময়নাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার ফেরিওয়ালা

বাগডোগরা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : এক আদিবাসী নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সোমবার বাগডোগরার কাছে একটি চা বাগান এলাকা থেকে এক ফেরিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

নাবালিকার বাবার অভিযোগ, সোমবার দুপুরে সাইকেল নিয়ে ফেরি করতে আসে অভিযুক্ত। চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় গিয়ে ওই নাবালিকাকে বলে মাথার চুল দিলে তার বদলে বাসনপত্র

বাগডোগরা

দেওয়া হবে। সে সময় বাড়িতে নাবালিকা একাই ছিল। চুল খোঁজার নাম করে বাড়িতে ঢুকে ঘরের ছিটকিনি আটকে দিয়ে জোর করে নাবালিকার শরীরে বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়। নাবালিকা চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। যদিও শেষপর্যন্ত প্রতিবেশীদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

এর পরেই বাগডোগরা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে, এই ঘটনার পর চা বাগানের একদল মহিলা ও পুরুষ বাগডোগরা থানার সামনে জড়ো হয়ে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি মুর্শিদাবাদে। তবে এখন বাগডোগরা এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকে ফেরি করতেন তিনি।

জামিন অমিল, রাজুহীন বৈঠক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে পোড়াঝাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর দু'পক্ষকে এক করতে উদ্যোগী হয়েছে ঘাসফুল শিবির। কেননা নির্বাচনের প্রাক্কালে গোষ্ঠী সংঘর্ষের বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছে না। সেকারণে সোমবার সন্ধ্যায় দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে করার কথা ছিল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়ের। সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড় ১০৬ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডলের এদিন জামিন পাওয়ার কথা ছিল। রাজুর অনুগামীরাও ভেবেছিলেন, জামিন হয়ে গেলে তাঁকে নিয়ে সরাসরি বৈঠক স্থলে পৌঁছে যাবেন। যদিও এদিন তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক আরও সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ফলে রাজুকে ছাড়াই বৈঠক করতে হয় ব্লক সভাপতিকে।

দিলীপের কথায়, 'রাত ৮টা পর্যন্ত রাজুর জন্য অপেক্ষা করেছি। তবে তাঁর জামিন হয়নি বলে জানতে পেরেছি। ভোটের আগে সকলকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। তাই দু'পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছি। রাজু ফিরে এলে আবার বৈঠক করব।'

এলাকায় বালি-পাথর সরবরাহ নিয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে কাওয়াখালিতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যার মধ্যে রাজুও ছিলেন। পাঁচজনকে এদিন ফের আদালতে তোলা হলে বিচারক একজনের জামিন মঞ্জুর করেন। বাকিদের আরও সাতদিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়।

> **ভোটের আগে সকলকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। তাই দু'পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছি।**
>
> **দিলীপ রায়**

মারামারির ঘটনার পর রাজুর বিরুদ্ধে দলেরই নেতারা একাধিক অনৈতিক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন। কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পরই রাজু বাড়ি, গাড়ি করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেন রাজু। এদিকে, বিজেপির অভিযোগ ছিল তৃণমূল দুষ্কৃতীদের মদত দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি রাহুল মণ্ডলের বক্তব্য, 'রাজু মণ্ডল দোকানে গুরুতর অপরাধ করার পরও তৃণমূল তাঁকে বহিষ্কার করেনি। উলটে বৈঠক করতে চায়। তৃণমূলের বৈঠক আসলে 'আইওয়াশ'। নির্বাচনে এলাকার মানুষ এর জবাব দেবে।'

শোকজে জল্পনা

চোপড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে চোপড়ায় তৃণমূলের দলীয় ব্লক কমিটির সহ সভাপতিকে শোকজের ঘটনায় দলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে।

ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের বক্তব্য, 'বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সময় বৈঠকে বা দলীয় কর্মসূচিতে জাকির আবেদিনের অংশ না নেওয়ার কারণ জানতে চিঠি দেওয়া হয়েছে।' এদিকে শোকজ সংক্রান্ত চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জাকির আবেদিন। তিনি বলেন, 'রবিবার চিঠি পেয়েছি, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জবাব দেব।' তিনি আরও জানান, এক বছর ধরে দলীয় কোনও মিটিংয়ে ডাক পাননি। দলে এখন কোন পদে রয়েছেন সেটাও জানার পরিস্থিতি নেই।

ক্যানাল রোডের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ফুলবাড়ি ক্যানাল মোড় থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ক্যানাল মোড় থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত যাওয়ার ক্যানাল রোডকে স্পর্শ না করে তার পাশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন ফোর লেন রাস্তা। ফুলবাড়ির গঠমাবাড়ি এলাকায় অধিগৃহীত জমিতে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, যদি ক্যানাল রোডের পাশ হয়ে ফোর লেনের রাস্তা তৈরি হয়, তাহলে ক্যানাল রোডের ভবিষ্যৎ কী হবে? নতুন ফোর লেন রাস্তা চালু হয়ে গেলে পুরোনো রাস্তাটি তাহলে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে?

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি ইউনিটের প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভু বলছেন, 'জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত ফোর লেনের রাস্তা তৈরির কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। এবার ক্যানাল মোড় থেকে ব্যারেজ পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ক্যানাল রোডের পিছন দিয়ে একটি 'গ্রিন ফিল্ড' রাস্তা রয়েছে। সেখান দিয়ে নতুন ফোর লেনের রাস্তা তৈরি হবে। গোটা কাজ শেষ করতে দু'বছর সময় লাগবে।'

বর্তমানে ক্যানাল রোডটি দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর (এসজেডিএ) ওপর। এসজেডিএ'র তরফে ক্যানাল রোডে টোল প্লাজা করে নিয়মিত টাকা তোলা হচ্ছে। যদিও তারপরেও প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। এসজেডিএ'র তরফে রাস্তাটি সংস্কার করার কথা জানানো হয়েছিল। এরই মধ্যে নতুন ফোর লেনের রাস্তা চালু হয়ে গেলে পুরোনো রাস্তাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। এসজেডিএ পুরোনো ক্যানাল রোডটি নতুন করে আর সংস্কার করবে? নাকি ক্যানাল রোড যেমন রয়েছে, তেমনটি পড়ে থাকবে? কেননা ভাঙা ক্যানাল রোডে ধুলোর জেরে আশপাশের বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এদিকে, পুরো বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এসজেডিএ বৈঠকে বসতে চলেছে বলে খবর।

বিষয়টি নিয়ে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের বক্তব্য, 'চলতি সপ্তাহের মধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসব। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কী চাইছে সেটা জানার পরই আমরা পদক্ষেপ করব।'

সলসলাবাড়ি থেকে ঘোষপুকুর পর্যন্ত ১৫৪ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। ২০১৭ সাল থেকে চলা জমিজটের কারণে ফুলবাড়ি ব্যারেজ ও জটিয়াকালী মোড়ের মধ্যে পাঁচ কিলোমিটার ফোর লেনের রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে ছিল। প্রথম পর্যায়ে গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি আমাইদিঘি পর্যন্ত ফোর লেনের কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে পুরোনো ক্যানাল রোডের ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রোগ সারাতে ওঝার কাছে, মিলছে না সংক্রমণের তথ্য

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটাগড়া, কাওয়ারবাড়ি, বড়ুয়াপাড়ায় হেপাটাইটিস উপসর্গ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের চিন্তা বাড়ছে এলাকার মানুষের বিশ্বাস নিয়ে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অনেক রোগী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না গিয়ে রোগ সারাতে যাচ্ছেন ওঝার কাছে। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েতে কতজন আক্রান্ত তার সামগ্রিক তথ্যও আসছে না। অন্যদিকে, ওঝার কাছে যাওয়ায় সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ছে। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ওঝার কাছে গিয়ে অনেকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পর বাধ্য হয়ে তাঁরা হাসপাতালে আসছেন। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সমস্যা বাড়ছে। গ্রামের মানুষের ওঝার কাছে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন পাটাগড়ার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাটাগড়া গ্রামের বাসিন্দা নৃপেন রায় বলেন, 'আমার ছেলে অমিতের সাতদিন থেকে জ্বর পেটে ব্যথা বমি বমি ভাব। তার চোখ হলদে হয়ে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারি ছেলের জন্ডিস হয়েছে। এরপর গত শনিবার স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যাই ঝাড়ফুঁক করানোর জন্য।' হাসপাতালে না নিয়ে কেন ওঝার কাছে এই প্রশ্নে তাঁর জবাব, 'আমার বিশ্বাস, জন্ডিস হলে হাসপাতালে চিকিৎসার থেকে ওঝার চিকিৎসা অনেক ভালো এবং দ্রুত কাজ দেয়। তাই ছেলেকে ওঝার কাছে নিয়ে গিয়েছি।' পাটাগড়া গ্রামের আরেক বাসিন্দা জুলি রায় বলেন, 'আমার মেয়ে ও ছেলের কয়েকদিন ধরে জ্বর। সেইসঙ্গে পেটে ব্যথা এবং বমি বমি ভাব, হলদে প্রস্রাব করে। আমি শনিবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামের ওঝার কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক করিয়ে এনেছি। শুধু আমি না গ্রামের আরও ১০-১২ জন ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়ে এসেছে।' হাসপাতালে কেন নিয়ে যান না? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার স্বামী রোজ কাজে যায়। কাজ না করলে আমাদের সংসার চলে না। হাসপাতাল বেশ খানিকটা দূরে, তাই নিয়ে যাওয়া হয় না।'

সোমবারও জ্বর নিয়ে অনেক রোগী রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে আসেন।

জন্ডিসের ওঝা বিষেণ রায়ের বাড়ি ঠকপাড়া গ্রামে। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, তিনি কোনও গাছের শিকড় কাটছেন। ঝাড়ফুঁক প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'আজও দুজন এসেছিলেন সকালে ঝাড়ফুঁক করাতে।' তাঁর কথায়, 'রাতে জল এবং সর্ষের তেল মন্ত্র পড়ে রাখতে হয়। সকালবেলায় বাসিমুখে সেই জল এবং তেল দিয়ে ঝাড়া দিলেই জন্ডিস অনেকটা কমে যায়।' যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের রোগ কমেছে? বিষেণ বলেন, 'তিনদিন ঝাড়া দেওয়ার পর তো তাঁরা চলে যান। রোগ কমেছে কি না, সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন।'

রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'ঝাড়ফুঁকের বিষয়টি জানা ছিল না। বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।' স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবার নতুন করে ছয়জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এলএফটি (লিভার ফাংশন টেস্ট) করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের রক্তে বিলিরুবিন অনেক বেশি ধরা পড়ায় আগামীকাল তাঁদের রক্তের নমুনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।

চোপড়ার মাঝিয়ালিতে আটক তিন প্রতিবেশী

মহিলার রক্তাক্ত দেহ বাড়িতে

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নিজের বাড়িতেই এক মহিলা চা শ্রমিকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। সোমবার সকালে চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের লোছুগছ এলাকায় জীবন্তি ওরাওঁ (৪২) নামে ওই বিধবা চা শ্রমিকের দেহ পাওয়া যায়। এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর এক ছেলে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন প্রতিবেশীকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে ঢুকে ওই মহিলাকে খুন করা হতে পারে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার ঘরে আলমারি ও জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় ছিল।

জীবন্তি ওরাওঁ লোছুগছ এলাকার ৮ নম্বর শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা ছিলেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, জীবন্তির স্বামী মারা গিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। এদিন বিকালে জীবন্তির এক ছেলে প্রমোদ কেরকেট্টা সিকিম থেকে ফিরে চোপড়া থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রমোদ বলছেন, 'আমি সিকিমে ছিলাম। আরেক ভাই বেঙ্গালুরুতে থাকেন। মাকে খুন করা হয়েছে। এ নিয়ে আজ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

খবর পেয়ে সোমবার সকালেই চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ডগ স্কোয়াড। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে ঢুকে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু সূত্র মিলেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

- প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃতার মুখের চোয়াল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল
- ঘরের আলমারি খোলা এবং জামাকাপড় ও আসবাবপত্র অগোছাল অবস্থায় পড়ে ছিল
- স্থানীয়দের অনুমান, বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে কেউ ঢুকে ওই মহিলাকে খুন করেছে

পুলিশ। এ বিষয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলছেন, 'খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে।' ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জীবন্তি স্থানীয় মাতৃ চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। ওই বাগানের কর্মী তথা প্রতিবেশী বুধারু ওরাওঁ বলছেন, 'সকালে দীর্ঘক্ষণ তাঁর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমার বৌমা তাঁকে ডাকতে যায়। বাইরে থেকে দরজা আটকানো ছিল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখে, গায়ের ওপর কম্বল জড়িয়ে বিছানায় তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার মুখে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা ছিল। ধৃতদের জেরা করে তাঁদের কথায় বেশকিছু অসংগতি ধরা পড়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই শ্রমিক মহল্লায় হইচই পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃতার মুখের চোয়াল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। ঘরের আলমারি খোলা এবং জামাকাপড় ও আসবাবপত্র অগোছাল অবস্থায় পড়ে ছিল। এই পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে কেউ ঢুকেছিল। হয়তো বাধা দিতে গিয়েই প্রাণ হারিয়েছেন ওই মহিলা।

প্রতিবেশী আরেক মহিলা শ্রমিক আলিশা বড়াইক বলছেন, কারও সঙ্গে কোনও ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। রবিবার বিকালেই আমরা কয়েকজন কারখানায় গিয়েছিলাম। তারপর যে যার ঘরে চলে যায়। সকালে এই ঘটনা শুনে মেনে নিতে পারছি না।'

এ নিয়ে উপপ্রধান নরেশচন্দ্র সিংহ বলছেন, 'স্থানীয় দু-তিনজন রাতে ওই বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলেন। চিনে ফেলাতে সম্ভবত মহিলাকে মেরে ফেলা হয়।'

নয়া দল গোর্খাল্যান্ড রাষ্ট্রীয় মঞ্চ

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পৃথক রাজ্যের দাবিতে পাহাড়ে ফের নয়া সংগঠনের আত্মপ্রকাশ। শিলিগুড়িতে দু'দিনের সম্মেলন শেষে সোমবার গোর্খাল্যান্ড রাষ্ট্রীয় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক কিশোর প্রধানের বক্তব্য, 'একমাত্র লক্ষ্য পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য। সংগঠনের অন্য কোনও দাবিই থাকছে না। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এই দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন শুরু করা হবে।' পাহাড়ের শাসক, বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলই অবশ্য এই নয়া সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না।

গোর্খাল্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট বলে একটি সংগঠন বেশ কয়েক বছর ধরে পাহাড়ে রয়েছে। মূলত সিপিআরএমের সভাপতি রত্নবাহাদুর রাই-ঘনিষ্ঠ নেতা কিশোর প্রধান কয়েক বছর আগে দল ছেড়ে গোর্খাল্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এত বছরেও সংগঠন সেভাবে ডানা মেলতে পারেনি। বলা ভালো, রাজনৈতিক দলগুলির দাপটের কাছে কিশোরের গোর্খাল্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি। তাই বিধানসভা ভোটের মুখে নাম বদল করে নয়া পথে আন্দোলনের ঘোষণা করা হল। যদিও কিশোরের দাবি, বিধানসভা ভোটের সঙ্গে সংগঠন তৈরির কোনও সম্পর্ক নেই। ভোট পরবর্তীতেই সংগঠনের সমস্ত কর্মসূচি শুরু হবে।

তিনি বলেছেন, 'দু'দিনের এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গোর্খা জনজাতির মানুষ এবং পৃথক রাজ্যের দাবিদার সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন। সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই গোর্খাল্যান্ড রাষ্ট্রীয় মঞ্চ তৈরি হয়েছে।' পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'এসব মঞ্চের কোনও মূল্য নেই। কেউ কেউ নেতা হওয়ার জন্য এসব তৈরি করেন। আমরা এঁদের গুরুত্ব দিচ্ছি না।' বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামার সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এসব গুরুত্বহীন।'

গ্রেপ্তার ১

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নদী থেকে অবৈধভাবে বেডমিশালি পাচারের সময় একটি ট্র্যাক্টর আটক করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সুভাষ শা বিহারের বাসিন্দা। চোপড়ার দিকে যাওয়ার সময় সোমবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ট্র্যাক্টরটি আটক করে পুলিশ। চালকের কাছে বৈধ নথি না থাকায় বেডমিশালিবোঝাই ট্র্যাক্টর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। চালক অবৈধভাবে নদী থেকে বেডমিশালি পাচারের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এরপরই পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে। পাচারে ব্যবহৃত ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
প্রকৃতির আহ্বানে।। তুড়িবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।

বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যয়বহুল

সিন্থেটিক ট্র্যাক চায় শিলিগুড়িও

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার পর এবার জলপাইগুড়ি শহরের বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের সাই সেন্টারে রাজ্যের দ্বিতীয় সিন্থেটিক ট্র্যাক গড়ে তোলার কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। এই বিষয়টি সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের ক্রীড়ামোদীদের জন্য খুবই গর্বের। তবে জলপাইগুড়িতে এই পরিকাঠামো তৈরি হলেও শিলিগুড়িতেও একই ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে এখানকার কৃতী ক্রীড়াবিদদের দাবি।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ ক্রীড়াবিদদের দীর্ঘদিনের সমস্যার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'অনুশীলনের প্রয়োজনে এখানকার অ্যাথলিটদের কলকাতা ও গুয়াহাটিতে ছুটতে হয়। কিন্তু এতে তাঁদের অনেকটাই সমস্যা হয়। জলপাইগুড়িতে সিন্থেটিক ট্র্যাক গড়ে উঠলে কিছুটা সুরাহা হবে।' তবে শিলিগুড়ির বুকে পৃথক সিন্থেটিক ট্র্যাক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেছেন।

শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টেকনিকাল কিছু কারণে সিন্থেটিক ট্র্যাক বসানো সম্ভব নয়। ক্রিকেটার রিচা ঘোষের নামে একটি নতুন স্টেডিয়াম হতে চলেছে। বিশেষ কিছু কারণে সেখানেও এই ট্র্যাক বসানো কঠিন। এই পরিস্থিতিতে করণীয় কী বলে প্রশ্ন করা হলে মেয়র গৌতম দেবের আশ্বাস, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। সিন্থেটিক ট্র্যাক গড়ে তোলার জন্য মাঠ বাছাই করতে হবে। আগামীতে আমরা সেটা করবও।'

বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে

> জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সিন্থেটিক ট্র্যাক ব্যবহার করা হয়। তাই আগে থেকে অনুশীলন প্রয়োজন। শিলিগুড়িতে ট্র্যাক তাই খুব দরকারি। অনুশীলনের জন্য আমি নিজে বারদশেক কলকাতা ও গুয়াহাটিতে গিয়েছিলাম। এটা সত্যিই আমাদের জন্য খুবই ব্যয়বহুল।
>
> **মহম্মদ আসরাফ আলি**
> *অ্যাথলিট*

অ্যাথলিটদের নিয়মিত অনুশীলন চলে। এর পাশাপাশি আরও দু'একটি জায়গায় অ্যাথলিটরা আলাদাভাবে ঘাম ঝরান। কিন্তু কোনও মাঠই অ্যাথলেটিক্সের জন্য পুরোপুরি আদর্শ নয়। বর্ষার সময় মাঠ কর্দমাক্ত হয়ে পড়ায় অনুশীলন প্রায়শই অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আবার দুর্গাপুজোর মরশুমেও মাঠের অভাবে অনুশীলনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সিন্থেটিক ট্র্যাক না থাকায় অ্যাথলিটদের প্রতিকূলতা যেন শেষ হতেই চায় না। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের অ্যাথলিটদের অনুশীলনের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁদের কলকাতা কিংবা গুয়াহাটিতে পাড়ি দিতে হয়। তবে তা ব্যয়বহুল ও অনেকটাই সময় নেয়।

শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরের বাসিন্দা মহম্মদ আসরাফ আলির ঝুলিতে প্রায় ১৫টি পদক রয়েছে। হাই জাম্পে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্য পাওয়া এই খেলোয়াড় বলেন, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সিন্থেটিক ট্র্যাক ব্যবহার করা হয়। তাই আগে থেকে অনুশীলন প্রয়োজন। শিলিগুড়িতে ট্র্যাক তাই খুব দরকারি। অনুশীলনের জন্য আমি নিজে বারদশেক কলকাতা ও গুয়াহাটিতে গিয়েছিলাম। এটা সত্যিই আমাদের জন্য খুবই ব্যয়বহুল।'

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বাগতা নিয়োগীও একই সমস্যার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে অনুশীলন করি। তবে ওই মাঠ খুব একটা আদর্শ নয়। বিভিন্ন সময় নানা কারণে অনুশীলন বন্ধ হয়ে যায়। সর্বোপরি আমাদের এখানে সিন্থেটিক ট্র্যাক নেই। ফলত যে কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে আমাদের নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়। পারফরমেন্সে প্রভাব পড়ে।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবিতে স্বাগতারা সরব হয়েছেন।

স্ত্রীকে খুন করে গ্রেপ্তার বিএলও

কোচবিহার, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারে স্ত্রীকে ছুরি মারার অভিযোগ উঠল এক বিএলও'র বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাপ্রসাদপল্লিতে এ খবর জানাজানি হতেই সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। স্থানীয়রা এরপর ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশবাহিনীও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক ঝামেলার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। ওই ব্যক্তিকে হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

অভিযুক্ত রাজদীপ বড়ুয়া (৪৫) শ্যামাপ্রসাদপল্লি এলাকায় ১৭৭ নম্বর বুথের বিএলও। তিনি লাইব্রেরিয়ানের পদে চাকরি করেন। ১৩-১৪ বছর আগে শহরের কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা অম্বালিকা সরকারের সঙ্গে প্রেম করে তাঁর বিয়ে হয়। ১০-১২ বছর বয়সের তাঁদের একটি ছেলেও রয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, রাজদীপ প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে আসতেন। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সংসারে অশান্তি ছিল। সোমবার দুপুরেও তিনি মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে আসেন। বাড়ির সামনে রাস্তার মধ্যে তিনি পড়ে যান। স্ত্রী তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে যান। এরপর বিকালের দিকে বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা বাধে। এরপরই আচমকা তিনি স্ত্রীর বুকের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, 'রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে তিনি বেশ কিছুক্ষণ পড়ে ছিলেন। এরপর খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন অভিযুক্ত রাজদীপও পেছন পেছন হাসপাতালে যান। এরপর পুলিশ হাসপাতাল চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

মৃতার কাকা রাজীব সরকার বলেন, 'ভাইঝির স্বামী প্রায়ই মদ্যপান করে বাড়ি যেত। এতে স্বামী-আজও মদ্যপান করে ও বাড়ি যায়। বাড়িতে ঝামেলা হয়। তখন ভাইঝির বুকে ও চাকু ঢুকিয়ে দেয়।'

সেনাকর্মীর বাড়িতে চুরি

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ফাঁসিদেওয়ার কোকরাজোত এলাকায় সেনাকর্মীর বাড়িতে হানা দিল চোরেরা। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গেট ভেঙে দুষ্কৃতীদের একটি দল ঢোকে বলে অভিযোগ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনাকর্মী ধীরু প্রধান বর্তমানে সিকিমে কর্মরত। তাঁর বাড়ি থেকে টাকা এবং সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ধীরুর স্ত্রী পূর্ণিমা প্রধান বলছেন, 'আমি দোকান থেকে বাড়ি ফিরে দেখি গেটের তালা ভাঙা এবং ঘরের সমস্ত আসবাব এবং জিনিসপত্র লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে। আলমারি থেকে খোয়া গেছে বিয়ের আংটি, চেন ও সোনার চুড়ি সহ প্রচুর গয়না।' খবর পেয়ে রাতেই ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

মাদক সহ ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার রাতে সাবানের কৌটোয় লুকিয়ে মাদক পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের গান্ধি মোড় এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশের বিশেষ অভিযানে সুরজিৎ সরকার নামে বিধাননগরের ওই ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হন। ধৃত বিধাননগরের সহদরগছ এলাকার বাসিন্দা। তাঁর হেপাজত থেকে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

অন্যদিকে, রবিবার মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট থেকে ৩ কেজি ৩৪৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার হওয়া কাটিহারের বাসিন্দা অলোককুমার রবিকরকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতের ৪ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

২২ লাখের মদ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সামনেই হোলি। আর এই উৎসবের মরশুমকে কাজে লাগিয়ে সিকিম থেকে বিহারে মদ পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। কিন্তু সেই ছক বানচাল করে দিল আবগারি দপ্তর। গত তিনদিনে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করলেন আবগারি কর্তারা। স্পেশাল এক্সাইজ কমিশনার সুজিত দাস জানিয়েছেন, মদের বেআইনি কারবার রুখতে ফ্লাইং স্কোয়াড অভিযান চালাচ্ছে ও জোরদার নাকা চেকিং চলছে।

সুজিত বলেন, 'আমরা ডুয়ার্সে নজর রাখার পাশাপাশি পাহাড়েও নজর রাখছি। কোথাও কোনওভাবে যাতে অবৈধ মদ পাচার না হয়, তার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' গত তিনদিনে সবমিলিয়ে মোট ২২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০০ টাকার মদ আটক করা হয়েছে। শনিবার রাতে খাপরাইল এলাকায় একটি গাড়ি আটকে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার মদ আটক করা হয়। বাগডোগরা রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে বাগডোগরা ও নকশালবাড়ি সার্কেলের কর্মীরা এই নাকা চেকিং চালিয়েছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁরা ওই গাড়িটিকে ধরে ফেলেন।

অন্যদিকে, শনিবার সকালে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় দশটি ফ্লাইং স্কোয়াড। পেশক মানেদাড়া ও লোপচু স্কুলদাড়া সহ দার্জিলিং-কালিম্পং সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৫০০ টাকার মদ উদ্ধার হয়। এছাড়া দার্জিলিং সদর সার্কেলের পক্ষ থেকে সুখিয়াপোখড়ির চা বাগান এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে কাঠের তৈরি কয়েকটি গোপন গোডাউনের হদিস পান আধিকারিকরা। সেই আস্তানা থেকে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০০ টাকার মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

তরুণের দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ফাঁসিদেওয়ার রাখালগছের স্থানীয় কবরস্থানে একটি গাছে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গেল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুনীল মুন্ডা (২৮)। তিনি পেশায় শ্রমিক ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, সুনীলের বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। দুই ভাই ও এক বোনের সংসারে মা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে থাকতেন তিনি। রবিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন সুনীল। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা কবরস্থানের একটি গাছে সোয়েটার দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহটি ঝুলতে দেখেন। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। মৃতের দাদা লক্ষ্মণ মুন্ডা বলছেন, 'কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, বুঝতে পারছি না।'

আরবে যাচ্ছে ডল্লে খুরসানি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ভৌগোলিক স্বীকৃতি তথা জিআই ট্যাগ পাওয়া কালিম্পংয়ের বিখ্যাত ডল্লে খুরসানি ফের একবার বিদেশের বাজার দখল করতে মরিয়া। এবার এই পাহাড়ি লংকা সরাসরি পাড়ি দিচ্ছে আরবের বাজারে। কালিম্পং জেলা উদ্যানপালন দপ্তর এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি বছরের জুন মাস নাগাদ প্রথম ধাপে কালিম্পং থেকে সরাসরি আরবে যাবে এই লংকা। এই রপ্তানি

প্রক্রিয়াকে সফল করতে ইতিমধ্যেই দপ্তরের আধিকারিকরা 'অ্যাপেডা' অর্থাৎ অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা সারছেন। দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, পাহাড়ি এলাকা থেকে বিদেশের বাজারে ডল্লে খুরসানির রপ্তানি গতি পেলে স্থানীয় কৃষকেরা আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই লাভবান হবেন।

তবে এই উদ্যোগ প্রথম নয়, অতীতেও কালিম্পং থেকে আরবে ডল্লে খুরসানি রপ্তানি করা হত। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২-'২৩ এবং ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষ মিলিয়ে আনুমানিক ২ হাজার কেজি ডল্লে খুরসানি বিদেশের বাজারে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত সহযোগিতার অভাবে এক সময় রপ্তানি বন্ধ করে দিতে হয়। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সেসময় কালিম্পং থেকে লংকা বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে কলকাতা যেত না। বদলে সড়কপথে কলকাতা পাঠাতে হত। কারণ বাগডোগরায় হিমঘরে লংকা সংরক্ষণের সুবিধা ছিল না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে লংকার গুণমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে এখন বাগডোগরা বিমানবন্দরে হিমঘরে লংকা সংরক্ষণ করা যায়। তাই রপ্তানি প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

কালিম্পং জেলার চারটি ব্লকেই কমবেশি ডল্লে খুরসানি চাষ হয়। তবে কালিম্পং-১ ব্লকে সবথেকে বেশি ফসল উৎপাদিত হয়। এবার লক্ষ্য রাখা হয়েছে কমপক্ষে ১৫ হাজার কেজি উৎপাদনের, যার মধ্যে ৪ হাজার কেজি লংকা বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। কৃষকদের উৎসাহ দিতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে পলি হাউস তৈরির সরঞ্জামও দেওয়া হচ্ছে।

এই নতুন উদ্যোগ নিয়ে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'প্রথম ধাপে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা না পাওয়ায় রপ্তানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে, এবার আমরা ফের রপ্তানির উদ্যোগ নিতে শুরু করেছি। এবার আমরা সরাসরি কৃষকদের থেকে ডল্লে খুরসানি সংগ্রহ করে বাগডোগরা বিমানবন্দর মারফত বিদেশের বাজারে পাঠাব। আশা করছি তাতে ভালো সাড়া মিলবে।'

সরকারি এই সহযোগিতায় খুশি পাহাড়ের কৃষকরা। পেডং-এর কৃষক রূপা গিরি বলেন, 'পলি হাউস ব্যবহার করে বছর কয়েক ধরে ডল্লে খুরসানি চাষ করছি। এবছর পৃথক দুটি পলি হাউসে চারা লাগানো হয়েছে। আশা করছি ফলন ভালো হবে। যদি আমরা রপ্তানির সুযোগ পাই তবে ভালো হয়।'

মাছের খোঁজে। সোমবার ফুলবাড়িতে। ছবি : সূত্রধর

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস

বাগডোগরা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : একদিকে বালাসন নদী, অন্যদিকে রক্তি- দুই নদীর মাঝখানে কার্যত বিচ্ছিন্ন শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ব্লকের পুটিনবাড়ি চা বাগান ও জনপদ। কেউ অসুস্থ হলে প্রায় ১৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মাটিগাড়া ব্লক হাসপাতালে পৌঁছানো ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। সোমবার সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ক্রেশের শিলান্যাস করা হয়।

রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের কনস্ট্রাকশন বোর্ডের প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে এই পরিকাঠামো। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ৫টি করে মোট ১০টি বেডের ব্যবস্থা থাকছে। মিলবে বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও। যা ২৪ ঘণ্টা চলবে।

'কিরান্তি' থেকে চৌধুরানির বিপ্লব-যোগ

বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার নবীনতম ব্লক হিসেবে পরিচিত ক্রান্তি। তবে জনপদ হিসেবে এর ইতিহাস কয়েক শতাব্দী পুরোনো। কীভাবে হয়েছে এই 'ক্রান্তি' নামকরণ? নানা মুনির নানা মত। আজকের প্রতিবেদনে জানা যাক সেকথাই।

কাঁ নামে ডেকে

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে অন্যতম ক্রান্তি। সময়ের সঙ্গে এলাকার অনেক পরিবর্তন হলেও, নামের উৎস নিয়ে কৌতূহল আজও রয়ে গিয়েছে মানুষের মধ্যে। তবে ইতিহাসের নথি, ভাষাগত ব্যাখ্যা ও লোককথা- এই তিনটি দিক মিলিয়েই যে ক্রান্তির নামকরণ, তা একরকম পরিষ্কার।

রাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দীপককুমার রায় জানাচ্ছেন, বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি চিঠিতেও এই এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেসময় এই জায়গার নাম ছিল 'কিরান্তি'। বুকানন হ্যামিল্টনের রিপোর্টেও একই নামের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর মতে, ইংরেজদের উচ্চারণে অসুবিধা হওয়ায় 'কিরান্তি' ধীরে ধীরে বদলে 'ক্রান্তি' হয়ে যায়।

তিনি এও বলেন, 'কিরান্তি' একসময় একটি জনগোষ্ঠীর নাম ছিল এবং 'তি' শব্দের অর্থ জল। তিস্তা ও ধরলা নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী সেই জনগোষ্ঠীর নাম থেকেও 'ক্রান্তি' নামটি আসতে পারে।

অন্যদিকে, লোকমুখে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ক্রান্তির বাসিন্দা তথা দেবীঝোরা হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সম্বল সরকার জানালেন, প্রাক্তন শিক্ষক স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ লস্কর ও স্বর্গীয় নীলু মল্লিকের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন- একসময় দেবী চৌধুরানির একটি ঘাঁটি ছিল ধনতলার পাশের এলাকা। সেখানে একটি থানাও ছিল।

ক্রান্তির চেকেন্দা ভাণ্ডারী মন্দির। -সংবাদচিত্র

ধনতলা এলাকায় ইংরেজদের একটি ডাকবাংলোও ছিল, যা পরে ভুটানিদের ট্যাক্স সংগ্রহকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত—এমন কথাও শোনা যায়। তখন এই এলাকা 'খয়রান্তি' নামে পরিচিত ছিল। অনেকের মতে, 'খয়রান্তি' শব্দটাই পরে বদলে 'ক্রান্তি' হয়েছে।

নামের উৎস নিয়ে আরেকটি মত দেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা স্বাধীন সাহা। তাঁর বক্তব্য, দেবী চৌধুরানি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব করেছিলেন, তার পরিকল্পনা নাকি এই এলাকাতেই হয়েছিল। 'বিপ্লব' শব্দের আরেক অর্থ 'ক্রান্তি', তাই সেই কারণেও এলাকার নাম 'ক্রান্তি' হয়ে থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

আজকের দিনে ক্রান্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবসতিপূর্ণ এলাকা হলেও, তার অতীতের এই তথ্যভিত্তিক গল্পগুলো এলাকাকে আলাদা মর্যাদা দেয়। স্থানীয়দের মতে, এই ইতিহাস সংরক্ষণ করে তুলে ধরা গেলে ভবিষ্যতে ক্রান্তি পর্যটনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মও নিজেদের শিকড়, আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

পদ্মর চার্জশিট

স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কদের দুর্নীতি এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের তথ্য দিয়ে সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 'চার্জশিট' পেশ করল বিজেপি। এদিন রাজ্যের ৬ জায়গায় চার্জশিট পেশ করেন দলীয় নেতারা।

জামিন খারিজ

আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ পাঁচ অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শমীকের ডাক

আবাসনের ভোটারদের ভয় কাটিয়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালেন শমীক ভট্টাচার্য। প্রতিটি আবাসনে বুথ হোক চায় বিজেপি। এপর্যন্ত রাজ্যের ৭৭টি আবাসনে বুথের অনুমোদন চেয়ে দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠিয়েছে সিইও দপ্তর।

জয়েন্টে গৌতম

দীর্ঘ জট কাটিয়ে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল।

রাঙা হাসি, রাশি রাশি... সোমবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

লগ-ইন বিভ্রাটে নিষ্পত্তি থমকে

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিতর্কিত নামের তালিকা সময়মতো না পাঠানোয় সোমবার জুডিশিয়াল অফিসারদের নথি পরীক্ষার কাজ অধিকাংশ জায়গায় শুরু করা গেল না। তার জন্য প্রাথমিকভাবে কমিশনের সফটওয়্যার এবং অনলাইন পোর্টালকেই দায়ী করেছে সিইও দপ্তর। যদিও সূত্রের খবর, এদিন পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ বিতর্কিত নথির তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বহু শুনানির নথি ফের পরীক্ষা করার জন্য 'বিতর্কিত তালিকায়' এখনও যোগ করে চলেছে কমিশন।

২০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল, বিতর্কিত নথির সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। রবিবার সন্ধ্যায় সেটাই বেড়ে হয়েছিল প্রায় ৮০ লক্ষ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসারদের দিয়ে নথি পরীক্ষার জন্য ২৯৪টি বিধানসভার জন্য ২৫০ জন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ঠিক ছিল, রবিবার রাতে দিল্লি থেকে কমিশনের পাঠানো বিধানসভাওয়াড়ি বিতর্কিতের তালিকা পাঠানো হলেই সোমবার সকাল থেকে নথি নিষ্পত্তির কাজ শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবে বহু জায়গাতেই তা হল না। নথি পরীক্ষার জন্য জুডিশিয়াল অফিসারদের লগ-ইন আইডি তৈরি করে দেওয়ার কথা ছিল কমিশনের। সোমবার সকালেও তা হয়ে না ওঠায় কাজ শুরুই করতে পারেননি অধিকাংশ অফিসার। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন অতিরিক্ত জেলা জজরা। জুডিশিয়াল অফিসারদের সমস্যা নিয়ে প্রধান

> লগ-ইন আইডি'র সমস্যার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে। আপাতত ২০০ লগ-ইন আইডি দেওয়া হয়েছে
>
> -সুব্রত গুপ্ত

বিচারপতির উপস্থিতিতে কমিশনের সঙ্গে হাইকোর্টে বৈঠকের পর রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত তা স্বীকার করেন।

তিনি বলেন, 'লগ-ইন আইডির সমস্যার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে। আপাতত ২০০ লগ-ইন আইডি দেওয়া হয়েছে।' সিইও বলেন, প্রযুক্তিগত কারণে কিছু সমস্যা হয়েছে। আশা করছি, মঙ্গলবার সকাল থেকে ওঁরা কাজ করতে পারবেন। কিন্তু বিতর্কিত নথির সংখ্যা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি তিনি।

বিতর্কিত তালিকায় নথির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শেষ মুহূর্তে ইআরওদের দুষে সিইও বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর জেলা শাসকদের বলেছিলাম, আর ছেলেখেলা না করে দ্রুত বাকি শুনানির নথি নিষ্পত্তি করুন। তার ফলেই শেষদিনে লক্ষ লক্ষ নথি আপলোড করা হয়েছে। এখন তা খতিয়ে দেখছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু রবিবার রাতে যে তালিকা পাঠানোর কথা কমিশনের, সোমবার পর্যন্ত তা কেন পাঠানো গেল না সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে যেসব নথি নিয়ে ইআরও, এইআরওদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে রোল অবজার্ভার, মাইক্রো অবজার্ভাররা একমত হতে পারেননি সেগুলি জুডিশিয়াল অফিসারদের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু কমিশন এখন মনে করছে ইতিমধ্যে ইআরওদের চূড়ান্ত করা তালিকা থেকেও প্রয়োজনে কিছু নথি জুডিশিয়াল অফিসারদের মাধ্যমে তা পুনরায় যাচাই করা হোক। সম্ভবত সেই কারণেই বিতর্কিত নথির সংখ্যা এখনও চূড়ান্ত নয়।

পরিবর্তন যাত্রায় ১ মার্চ রায়দিঘিতে শা

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : একুশের বিধানসভার সেই চেনা কৌশল ছাব্বিশেও। ফের একবার রাজ্যজুড়ে 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করতে চলেছে বিজেপি। আগামী ১ মার্চ এই মেগা প্রচার কর্মসূচির সূচনা করতে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ওইদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থেকে যাত্রার সূচনা ও একটি জনসভা করবেন তিনি। রায়দিঘি ছাড়াও রাজ্যের আরও চারটি জায়গা থেকে একযোগে শুরু হবে এই রথযাত্রা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আগামী মার্চের শেষে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে গেরুয়া শিবির। দলের লক্ষ্য, এই মেগা সমাবেশের আগে গোটা রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া তোলা। সেই সূত্রেই ১ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে এই ৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পরিবর্তন যাত্রা, যা রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রই ছুঁয়ে যাবে।

ইতিমধ্যেই স্থির হয়েছে, কলকাতা বাদে বিজেপির বাকি ৯টি সাংগঠনিক বিভাগ থেকে এই পরিবর্তন যাত্রা বেরোবে। ১ মার্চ কোচবিহার দক্ষিণ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, কুলটি, গড়বেতা এবং রায়দিঘি থেকে যাত্রা শুরু হবে। পরের দিন অর্থাৎ ২ মার্চ ইসলামপুর, সন্দেশখালি, হাসন এবং আমতা থেকেও একই

দু'দিনে কেন্দ্রীয় নেতাদের মেলা

ধরনের যাত্রা বেরোবে। রায়দিঘিতে অমিত শার পাশাপাশি কোচবিহার দক্ষিণে যাত্রার সূচনা করবেন দলের নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। ওইদিনেই কৃষ্ণনগর দক্ষিণে যাত্রা ও সভার দায়িত্বে থাকবেন প্রাক্তন সভাপতি জেপি নাড্ডা। কুলটিতে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী ও গড়বেতায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ২ মার্চ ইসলামপুরের পরিবর্তন যাত্রায় উদ্বোধনে থাকবেন নীতিন নবীন। হাওড়ায় আমতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বীরভূমের হাসনে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং সন্দেশখালি থেকে যাত্রার উদ্বোধন করবেন কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরে নীতিন নবীন এবং দক্ষিণে খোদ অমিত শাকে দিয়ে প্রচার শুরু করে তৃণমূলকে তাদের খাসতালুকেই কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছে বিজেপি। এই পরিবর্তন যাত্রার রেশ ধরেই মার্চের শেষে মোদির উপস্থিতিতে ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করাই এখন বঙ্গ বিজেপির মূল লক্ষ্য।

মতুয়া ভোটে চিন্তা পদ্মের

নাম বাদ যাওয়া ঠেকাতে উদ্যোগী তৃণমূলের শিবির

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের মতুয়া এলাকায় বহু ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। সিএএ-তে আবেদন করেও অনেকে নাগরিকত্ব পাননি বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। আগামী দিনে যাতে ভোটারদের নাম বাদ না যায়, তার জন্য এলাকায় এলাকায় শিবির করার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব। গত কয়েকটি নির্বাচনে মতুয়া ভোট গেরুয়া শিবিরের পক্ষে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় হারানো জমি ফিরে পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন বা সিএএ কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি এই বিশাল ভোটব্যাংক নিজেদের দখলে রেখেছিল।

কিন্তু নাগরিকত্ব পাওয়া দূরের কথা, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার মানে তাঁদের বর্তমান পরিচয়ও সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে। রাজ্যের অন্তত ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে মতুয়াদের সমর্থন হারালে এই এলাকাগুলিতে পদ্মশিবিরকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হতে পারে। এটা যথেষ্ট চিন্তায় রেখেছে বিজেপি নেতৃত্বকে।

তৃণমূল কংগ্রেস এই ইস্যুটি অত্যন্ত সুকৌশলে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বলে আসছেন, 'এনআরসি বা ভোটার তালিকায় এই রদবদল আসলে মতুয়াদের উদ্বাস্তু প্রমাণ করার একটি ষড়যন্ত্র।' তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার এজেন্সির মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিচ্ছে। বিজেপি মতুয়াদের শুধু ভোটের সময়ই ব্যবহার করে কিন্তু অধিকার দেয় না। বরং তৃণমূলই মতুয়াদের পাশে আছে। এই প্রেক্ষিতে ভোটার তালিকায় নাম বিভ্রাট যদি দ্রুত সংশোধন না হয়, তাহলে তা সরাসরি ইভিএমে প্রতিফলিত হবে। যদিও হাল

- রাজ্যের ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়ারা নির্ণায়ক ভূমিকা নেন
- এসআইআর-এ বহু মতুয়ার নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা চিন্তায় রেখেছে বিজেপিকে
- মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপির প্রতিশ্রুতি যে ভাঁওতা ছিল, তা প্রচারে এলাকায় শিবির করছে তৃণমূল

ছাড়তে রাজি নয় বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা এবং হিন্দুত্বের আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে তৃণমূলও পালটা চাল হিসেবে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ভয় ও উন্নয়নকে সামনে রাখছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের শিবিরগুলি থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটারদের পাশে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপিবিরোধী প্রচারও জোরদার করা হয়েছে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'মতুয়াদের বরাবরই ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছে বিজেপি। তারা টাকা নিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মতুয়ারা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের বোকা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একমাত্র তৃণমূলই মতুয়াদের পাশে আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। কারও নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য আমাদের শিবিরগুলি থেকে নজর রাখা হচ্ছে।' যদিও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে। মতুয়াদের অনেকেই আবেদন করে নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তৃণমূল বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।'

প্রয়াত মুকুল রায়

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তৃণমূল রাজনীতিতে 'চাণক্য' বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য সুপরিচিত এই নেতা গত কয়েক মাস ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। কয়েকদিন আগে তাঁকে কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ সেখানেই তিনি মারা যান। দলে একদা তাঁর 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' মুকুলের প্রয়াণে যে তিনি 'বিচলিত', তা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে তাঁর বিজেপিতে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি শোকবার্তায় লিখেছেন, 'দলে সর্বস্তরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। পরে তিনি ভিন্ন পথে যান। আবার ফিরেও আসেন। বাংলার রাজনীতিতে তাঁর অবদান ও সাংগঠনিক দক্ষতার কথা ভোলার নয়।' বস্তুতপক্ষে বিজেপি থেকে ফেরার পরেই মুকুল কার্যত রাজনীতি থেকে হারিয়ে যান।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

বিধানসভায় মুকুলকে শেষশ্রদ্ধা অভিষেকের। সোমবার। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রমুখ। এদিন বেলা ১২টায় তাঁর মরদেহ বিধানসভায় নিয়ে আসা হয়। এরপর মুকুলের মৃতদেহ কাঁচরাপাড়ায় তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুগামীরা সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর হালিশহর মহাশ্মশানে এদিন বিকালেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

একদা বঙ্গ রাজনীতির আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন মুকুল। ১৯৯৭ সালে তৃণমূল দল গঠনের সময় মুকুল প্রথম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কোনওদিনই ভালো বক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তৃণমূলের সংগঠন হাতের তালুর মতো চিনতেন। ১৯৯৫ সাল থেকেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কার্যত মমতার ছায়াসঙ্গী হয়ে যান মুকুল। রাজনীতির বাইরে তাঁর শখ ছিল ক্রিকেট খেলা।

২০১২ সালে মুকুলকে রেলমন্ত্রী করেছিলেন মমতা। ২০১৭ সালের নভেম্বরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর (উত্তর) কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হন। কিন্তু তারপর থেকেই বিজেপির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়।

কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে পুলিশকর্তারা

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্র ও রাজ্য পুলিশকর্তাদের সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র ও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের বাহিনীকে যৌথভাবে কাজে লাগানোর কথা ভাবছে কমিশন। তবে বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় না হলে তা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সেই লক্ষ্যেই সোমবার কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে আগাম বৈঠক করলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, অতিরিক্ত ডিজি (আইনশৃঙ্খলা), কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার, সিআরপিএফের আইজি সঞ্জয় যাদব এবং রাজ্য সিএপিএফের কোঅর্ডিনেটর গৌরব শর্মা।

সোমবার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে বৈঠকের আগে বিকাল ৫টায় কলকাতা হাইকোর্টে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কমিশনের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মূলত রাজ্যের স্পর্শকাতর বুথগুলির নিরাপত্তা ও ভোটগ্রহণের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা নিয়েই আদালত-রাজ্য প্রশাসন-কমিশনের সমন্বয় বৈঠক করেন। প্রসঙ্গত, বুথ ও ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের করা মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন। এই আবহেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে ১ মার্চ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে রাজ্যে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এদিকে সোমবারই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ বাহিনী মোতায়েন শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। সিইও দপ্তরে বৈঠকের পর রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার বৈঠক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, বাহিনী মোতায়েন নিয়ে আজ কোনও আলোচনা হয়নি। ভোটের আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন এবং তাদের কাজকর্মের দিকে নজর রাখবে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এবং ডিজিপিও। সিআরপিএফ-এর আইজি সঞ্জয় যাদব বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা যাবে না। রাজ্যের প্রয়োজনেই এঁদের আনা হচ্ছে।'

এসআইআর-এর শুনানি পর্বে বেশ কিছু জেলায় যেভাবে অশান্তি হয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন কমিশন। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। কোনও সমস্যা হলে প্রাথমিকভাবে তা রাজ্যকেই দেখতে হবে। তবে রাজ্য যদি মনে করে অতিরিক্ত বাহিনীর দরকার, তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী অবশ্যই রাজ্যের বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবেই সেই দায়িত্ব পালন করবে।

এসআইআরকে ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য রাজনীতির আবহে পারদ চড়ছে ক্রমশ। বিতর্কিত তালিকায় নিষ্পত্তি না হওয়ার শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দুই জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েই উদ্বেগে রয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকার আগে মন্ত্রীসভার বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। তারপরই যে কোনওদিন রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেকথা মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ বৈঠক ডেকেছিলেন এমাসের ১৭ তারিখ। এবার ফের মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকার পিছনে রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটই মূল কারণ বলে নবান্নের প্রশাসনিক মহল মনে করছে। ভোটের আগে সম্ভবত এটাই হবে মন্ত্রীসভার শেষ বৈঠক। সেই দিক থেকে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জানা গিয়েছে, ভোটের আগে নিয়োগ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ওই বৈঠকে। একাধিক সরকারি দপ্তরে শূন্যপদ পূরণ ও শূন্যপদ তৈরির ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা সেরে মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন দিতে পারেন। মন্ত্রীদের নিজ নিজ দপ্তরের এই সংক্রান্ত চাহিদা থাকলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্তও নিতে পারে।।

নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ে বিরোধী বিজেপি সহ অন্যরা প্রায়ই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে থাকে। ভোটের আগে তার মোকাবিলা করতে ওইদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে কিছু ইতিবাচক বার্তা নিয়ে আলোচনা করে তা ঘোষণাও করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়া শিল্পে বিনিয়োগ টানতে নতুন প্রস্তাব থাকলে মন্ত্রীসভার বৈঠকে তার অনুমোদনও দেওয়া হতে পারে বলে এদিন শিল্প দপ্তর সূত্রে খবর। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কয়েকটি প্রকল্পে আর্থিক অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও সরকারি মহলে বিশেষ চিন্তাভাবনা চলছে দীর্ঘদিন। মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনার পর সেই ব্যাপারেও সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

দোল খেলা নিষেধ সোনাঝুরি হাটে

শান্তিনিকেতন, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটে এই বারও নিষিদ্ধ হল দোল খেলা। আগামী ৩ এবং ৪ মার্চ হাট বন্ধ থাকবে। খোয়াই হাট কমিটির এই সিদ্ধান্তে নিরাশ হচ্ছেন পর্যটকরা।

এবার পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরাই। সম্প্রতি বন দপ্তরকে ডেপুটেশন দিয়ে তাঁরা দাবি করেন, দোলের দু'দিন তাঁরা ব্যবসা বন্ধ রাখবেন। বন সুরক্ষা আইন ভেঙে আবির-রঙ খেলার ঢল যাতে সোনাঝুরিতে না নামে, সে জন্য আগেই বীরভূমের জেলাশাসক ও জেলা বন আধিকারিককে চিঠি দিয়েছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন চিঠিতে। এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দোল ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে ওই দু'দিন হাট সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কমিটি। খোয়াই হাট কমিটির মহম্মদ আবুল ফজল ও কাউসার শেখ বলেন, 'সোনাঝুরিতে আমরা দোল উৎসব করছি না। কারণ, দোলের দিন প্রচুর মানুষ এখানে আবির খেলায় পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই আমরা চাই, ব্যবসার ক্ষতি হলেও পরিবেশ বেঁচে থাকুক।'

২০১৯ সালের পর থেকে বিশ্বভারতীতে দোলের দিন উন্মুক্ত বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ। তাই সোনাঝুরিতেই ওই সময় থেকে ভিড় জমাতে শুরু করেন পর্যটকরা। তবে ভিড় এবং পরিবেশ দূষণ এড়াতে গত বছরই সোনাঝুরি হাটে দোল খেলা নিষিদ্ধ করে দেয় বন দপ্তর।

শূন্যপদের ভিত্তিতে কম তলব

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : একাধিক জট কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না এই নিয়োগ ঘিরে। স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশিত বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা বিচার করে দেখা যাচ্ছে, যতগুলি শূন্যপদ রয়েছে, তার তুলনায় কিছু কিছু বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ে কম চাকরিপ্রার্থীদের তলব করা হয়েছে। এই অভিযোগে সরব হয়েছেন নতুন, পুরোনো চাকরিপ্রার্থীরা। বেশ কিছু শিক্ষক সংগঠনের তরফে স্বচ্ছ ও নিয়মমাফিক কাউন্সেলিং পরিচালনার জন্য চিঠিও দেওয়া হয়েছে এসএসসিকে। কমিশনের আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন।

অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ে সব মাধ্যম এবং লিঙ্গ মিলিয়ে শূন্যপদ রয়েছে ১৭৮টির কাছাকাছি। সেখানে কাউন্সেলিংয়ে ডাক পেয়েছেন ৮৭ জন চাকরিপ্রার্থী। একইভাবে শারীরবিদ্যায় ১৬টি শূন্যপদের জন্য ডাক পেয়েছেন ১০ জন। সংগীতে ৩২টি শূন্যপদের জন্য ডাকা হয়েছে ২০ জনকে। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের প্রশ্ন, তথ্য যাচাইয়ের সময় এত জনের নাম বাদ যাওয়া কি আদৌ সম্ভব? চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহা বলেন, '২০১৬ সালের তুলনায় কম্পিউটার সায়েন্সের মতো বিষয়ে ৯টি শূন্যপদ কমানো হয়েছে। এই বিষয় নিয়েও বিবেচনা করতে হবে এসএসসিকে।' যদিও অভিযোগকে সরাসরি অস্বীকার করেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তিনি বলেন, 'যে ক'জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করেই তো

এসএসসি'র নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক

কাউন্সেলিংয়ের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কোনও বিষয়ে যদি কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী আবেদন করে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে কমিশনের কোনও ভূমিকা নেই।'

এসএসসির আধিকারিকদের কথায়, অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ে ভেরিফিকেশনে ডাকই পেয়েছিলেন প্রায় ৯৪ জন প্রার্থী। এইসব বিষয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা যথেষ্ট কম। তার ওপর তথ্য যাচাইয়ের সময় যোগ্যতা বিচার করে প্রার্থীদের ঝাড়াইবাছাই করতে হয়েছে। এর ভিত্তিতে শিক্ষকমহলের একাংশের ক্ষোভ, স্কুলে স্কুলে শূন্যপদ থাকলেও শিক্ষক ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। সেটাকে অবিলম্বে মেটানোর দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এসএসসি জানিয়েছে, শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষায় আবেদনে কোনও ভুল থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে সকাল ১০টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

পাঠ্যবইয়ের শব্দে আপত্তি

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বহু বছর ধরেই অষ্টম শ্রেণিতে বাংলা পাঠক্রমে পড়ানো হয়ে চলেছে লেখক সমরেশ বসু রচিত 'আদাব' গল্পটি। এই পাঠ্য গদ্যটি নিয়ে নতুন বিতর্ক দানা বাঁধল। অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ, গল্পটিতে অশালীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা পড়ুয়াদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে। নির্দিষ্ট দু'টি কু-শব্দ সম্পাদনার দাবি তুলেছেন তাঁরা। এমন শব্দ ব্যবহার অনভিপ্রেত বলে মত সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদেরও। যদিও প্রধান শিক্ষকদের একাংশের কথায়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস নির্বাচনে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যেহেতু বছর বছর ধরে এই গল্প পড়ুয়াদের ওপর প্রভাব ফেলছে বলে কোনও অভিযোগ নেই, সেহেতু গল্প বাতিলের দাবি ভিত্তিহীন।

সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণিতে 'সাহিত্য মেলা' শীর্ষক বই পড়ানো হয়। সেখানেই রয়েছে 'আদাব' গল্পটি, যার বার্তাও বেশ সুদূরপ্রসারী। অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ, ওই নির্দিষ্ট গল্পে ব্যবহৃত কুরুচিকর শব্দগুলি শিখে পড়ুয়ারা সর্বসমক্ষে তা ব্যবহার করছে। অভিভাবক গোপাল দাসের দাবি, 'গল্পে উল্লিখিত শব্দগুলি আমরা প্রচলিত অর্থে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, বিষয়টিকে

বিতর্ক সমরেশের 'আদাব' গল্পে

খতিয়ে দেখে অবিলম্বে গল্পটি পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া হোক।' শব্দগুলির ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুলছে প্রধান শিক্ষক মহলও। মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'অষ্টম শ্রেণির মান অনুযায়ী এই শব্দগুলি অবশ্যই যথাযথ নয়। কিন্তু বর্তমানে শব্দচয়ন এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, যে পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যে এই ধরনের শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করে। ফলে পাঠ্যবইয়ে থাকা গল্প যে শুধু তাদের ওপর প্রভাব ফেলছে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। পর্ষদের বিবেচনার ওপর আমরা আস্থা রাখছি।'

প্রাক স্বাধীনতা লগ্নে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতে যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপটে কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু 'আদাব' গল্পটি লিখেছিলেন। সেখানে চরম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ফুটে উঠেছে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই গল্প যথেষ্ট বার্তা বহন করছে বলে দাবি করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তবে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শব্দগুলির সঠিক বিচার করলে তা খুব একটা অশ্লীল বলে গণ্য করা যায় না। তবে অভিভাবকরা চাইলে এই গল্প বাতিল করা উচিত।' শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকে এই শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে যদি পর্ষদ মনে করে গল্পটি মূল্যবোধ বাড়াচ্ছে, সেক্ষেত্রে উঁচু ক্লাসের পাঠ্যবইতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।'

কত টাকা নিয়েছে কমিশন?

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : প্রশ্ন ভুল চ্যালেঞ্জের আবেদন করলেই ১০০ টাকা। প্রশ্ন পিছু ১০০ টাকা করে আদায় করছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বহু পরীক্ষার্থী। এই বিষয়ে কমিশনের থেকে রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, কত টাকা এখনও পর্যন্ত তুলেছে এসএসসি, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে কত জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন, কত জন অভিযোগ করেছিলেন, ভুল প্রমাণিত হলে শর্ত অনুযায়ী প্রার্থীদের কত টাকা ফেরত দিতে হয়েছে, কত প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে, আবেদন জানানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনও বাধা আছে কি? এসব রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে আদালতে। চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে কমিশনকে।

আবেদনকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতে সওয়াল করেন, বেশ কিছু বিষয়ে প্রাথমিক মডেল আনসার কি-তে বেশ কিছু

রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

প্রশ্নের উত্তর ভুল আছে। ২০২৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নবম-দশম ও ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা হয়েছে। তার কিছুদিনের মধ্যে মডেল আনসার কি প্রকাশিত হয়। রুল অমান্য করে প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ করলেই টাকা নিচ্ছে এসএসসি। এঁরা এখনও নিয়োগপ্রাপ্ত নন। তাই কীসের ভিত্তিতে এই টাকা নেওয়া হচ্ছে?

বিচারপতি কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, কোন রুলে আপনারা টাকা সংগ্রহ করছেন? কীসের ভিত্তিতে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে? কতগুলি প্রশ্নের ক্ষেত্রে আবেদন করলে কোনও বাধা নেই, উত্তর আছে এসএসসির কাছে? কমিশন জানায়, প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার প্রার্থী চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু মামলা দায়েরের আগে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেননি। তারপরই বিচারপতি জানিয়ে দেন, কমিশনকে অবস্থান স্পষ্ট করে সমগ্র বিষয়টি জানাতে হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন ১৪৩২

দায় সিপিএমেরও

এর মধ্যে এখন আর লুকোছাপা নেই যে, সিপিএমের রাজ্য কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ইস্তফাপত্র দেওয়ার পিছনে প্রতীক উর রহমানের পূর্ব সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। তিনি দলের কাছে তাঁর অভিযোগের উত্তর চাননি মোটেই বা আলোচনা চাননি। যে কারণে বিমান বসুর মতো বর্ষীয়ান নেতার ফোনে ডাক সত্ত্বেও প্রতীক সাড়া দেননি। তৃণমূলে যাবেন বলে আনুষ্ঠানিকভাবেই সিপিএম ছেড়েছিলেন তিনি। মাঝে শুধু নীতি নৈতিকতার কিছু ফাঁপা বুলি আউড়েছেন নিজেকে আদর্শবাদী প্রমাণ করতে।

বাস্তবে তিনি দলীয় মতাদর্শচ্যুত হয়েছিলেন। সিপিএমে ইস্তফাপত্র দেওয়ার পর এক সপ্তাহ ঘুরতে ঘুরতে তাঁর তৃণমূলে অবলীলায় যোগদান তার স্পষ্ট প্রমাণ। দলের আদর্শবাদী সৈনিক সাজতে গিয়ে আসলে তিনি খলনায়কে পরিণত হয়েছেন। সিপিএমের মধ্যে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীলদের আস্থা, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন প্রতীক। তরুণটির সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার থাকে না। কিন্তু সিপিএমের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশকিছু প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

প্রথমত, প্রতীকের আদর্শগত স্খলন আটকাতে পারল না কেন সিপিএম? রাজ্য কমিটি স্তরের একজন নেতার এই ১৮০ ডিগ্রি মতাদর্শ বদলে কি সিপিএমের কোনও দায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। যাঁকে পার্টির সম্পদ মনে করা হচ্ছিল, তাঁকে সযত্নে আগলে মতাদর্শগতভাবে পরিপক্ক করে তোলা দলের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মনে রাখা দরকার, প্রতীক উর যখন রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়েছিলেন, তখন সিপিএম শাসনক্ষমতায় নেই। ফলে দলে সাংগঠনিক পদ ছাড়া তাঁর প্রাপ্তির কিছু ছিল না।

চাকরি, লাইসেন্স কিংবা অন্য কোনও সুবিধা দেওয়ার পরিস্থিতিতে তখন আর সিপিএম নেই। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, দলের মতাদর্শে আস্থা রেখে তিনি নিজেকে সিপিএমের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। যেভাবে গত এক দশকে সিপিএমে এসেছেন মীনাক্ষী, সৃজন, কলতান, দীপ্সিতা, ঐশীরা। পদ যে প্রতীক পাননি, তা-ও নয়। তিনি সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বে সর্বোচ্চ পদাধিকারী হয়েছিলেন। খুব কম বয়সে রাজ্য কমিটির সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন।

সেইরকম অবস্থানে থাকা একজন নেতার এই ভোল বদলের দায় তাই সিপিএম কি এড়াতে পারে? এর আগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত ঘোষ, তন্ময় ভট্টাচার্য, বংশগোপাল চৌধুরী প্রমুখকে সিপিএম ঝেড়ে ফেলেছিল। তাঁরা কিন্তু দলের বিরুদ্ধে বা মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। নিছকই নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। প্রকৃত বাম দলে কোনও সদস্যের নৈতিক স্খলনের দায়ও সংশ্লিষ্ট দল এড়াতে পারে না।

নৈতিক ত্রুটি যে দলীয় মতাদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, সেসম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে সিপিএম ব্যর্থ হয়েছে বলেই না ওই নেতাদের স্খলন ঘটেছিল। তেমনই প্রতীক উরের ক্ষেত্রে। যাঁকে সম্ভাবনাময় মনে করে রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস, দায়বদ্ধতায় চিড় ধরে থাকলে আঙুল দলের বিরুদ্ধেও উঠবে। এই কারণে যে, তাঁকে প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে সিপিএম।

সেই ব্যর্থতা কিন্তু স্বীকার করেনি সিপিএম নেতৃত্ব। বরং সব দোষ নন্দ ঘোষ প্রতীকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। একইভাবে চারিত্রিক স্খলনজনিত কারণে ইতিপূর্বে বহিষ্কৃত নেতাদের ক্ষেত্রেও নিজেদের ব্যর্থতা আয়নায় দেখার চেষ্টা করেনি সিপিএম নেতৃত্ব। পাহাড়সমান ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন দলকে আগেই জনবিচ্ছিন্ন করেছে। দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নেতৃত্বের আত্মিক সম্পর্কে একই কারণে চিড় ধরেছে।

মতাদর্শগত চেতনা ও দলীয় রাজনীতি বা সংগঠনের প্রতি দৃঢ় আস্থা সদস্যদের মনে চাগিয়ে তোলা দলের অবশ্য কর্তব্য। সিপিএম সেই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। দলীয় নেতৃত্ব শুধু যে কোনও মূল্যে সংসদীয় রাজনীতিতে শূন্যের গেরো কাটাতে মরিয়া। তাতে কর্মীবাহিনীর মতাদর্শগত মনোভাব শক্ত করার কাজটি উপেক্ষিত হচ্ছে। এই ব্যর্থতায় ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রতীক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকছে।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

বাংলা আজ শুধুই ‘বান্ধবী’ আর ‘বিলাসিতা’

বাংলার রাজনীতি এখন দুর্নীতি আর ‘সেটিং’-এর এক অদ্ভুত ককটেল, যেখানে নোটের পাহাড় গুনে মেশিন হাঁফিয়ে যায়, কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে তদন্তের চাকা আর গড়ায় না।

পল্লব বসু

-এআই

বাংলার মাটি এখন আর দুর্জয় ঘাঁটি নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে দুর্নীতি আর নৈতিক অবক্ষয়ের এক অবাধ চারণভূমি। এখানকার বিচার ব্যবস্থা যেন ব্যস্ত রাস্তার ট্রাফিক জ্যামে আটকে, আর অপরাধীরা পায় ভিআইপি ট্রিটমেন্ট, সাইরেন বাজিয়ে বেরিয়ে যায় আইনের ফাঁক গলে। গত কয়েক বছর ধরে টেলিভিশনের পর্দায় বা খবরের কাগজের পাতায় আমরা যা দেখছি, তা কোনও টানটান ক্রাইম থ্রিলার সিনেমাকেও হার মানায়। পার্থক্য শুধু একটাই—সিনেমায় শেষে ভিলেনের শাস্তি হয়, সত্যের জয় হয়। আর আমাদের এই পোড়া রাজ্যে? ভিলেনরা জামিন পেয়ে গলায় রজনীগন্ধার মালা পরে বিজয়োল্লাস করেন, যেন জেল থেকে ফেরাটাই এখনকার রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় যোগ্যতা।

টানা তিন মেয়াদে তৃণমূল সরকারের আমলে দুর্নীতির যে পাহাড়প্রমাণ আবর্জনা জমেছে, তাতে মনে হয় এ বাংলা আর রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-নেতাজির বাংলা নেই; এ এখন ‘দাদা-দিদি আর ভাইপো’র প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ‘ঘনিষ্ঠ’ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকার পাহাড় উদ্ধার হওয়ার সেই দৃশ্য বাংলার মানুষ কোনওদিন ভুলবে না। নোটের বান্ডিল গুনতে গিয়ে মেশিনের দম ফুরিয়ে যাচ্ছিল, ইডি’র অফিসারদের ঘাম ছুটে যাচ্ছিল, অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল—তদন্তকারী সংস্থাগুলোর দম যেন মাঝপথেই ফুরিয়ে গেল! যে ক্ষিপ্রতা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়েছিল, সেই ক্ষিপ্রতা এখন উধাও।

নারদ কাণ্ডে মন্ত্রীদের তোয়ালে মুড়িয়ে টাকা নেওয়ার ফুটেজ তো ছিল ‘ওপেন অ্যান্ড শাট’ কেস। ফরেন্সিক ল্যাবে সব প্রমাণিত, অথচ সেই ফাইল আজও হিমঘরে ধুলো খাচ্ছে। সাধারণ মানুষের চোখে যাঁরা কবেই দোষী সাব্যস্ত, তাঁরা দিব্যি রাজনীতির ময়দান দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রশ্ন জাগে, এত অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন এঁদের শাস্তি হচ্ছে না? সিবিআই বা ইডি’র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বোকামি হবে। তারা যথেষ্ট দক্ষ, কিন্তু সমস্যা দক্ষতার নয়, সমস্যা ‘ইচ্ছাশক্তি’র—বা আরও স্পষ্ট করে বললে, সমস্যা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের রিমোট কন্ট্রোলের।

আজকের রাজনীতির অলিন্দে কান পাতলে শোনা যায়, দিল্লির কেন্দ্র সরকার এই দুর্নীতিবাজদের আদৌ জেলে ভরতে আগ্রহী নন। বরং তারা এঁদের ব্যবহার করছেন ‘বারগেনিং চিপ’ বা দাবার বোড়ে হিসেবে। রাজনীতির এই সমীকরণে বিজেপি খুব ভালো করেই জানে, মমতা বা অভিষেককে চাপে রাখলে লাভ তাদেরই। মমতার বিকল্প হিসেবে যদি অন্য কোনও রাজনৈতিক শক্তি আবার মাথাচাড়া দেয়, তবে তা বিজেপির কাছে বেশি মাথাব্যথার কারণ হবে। তার চেয়ে বরং দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বল তৃণমূল ক্ষমতায় থাকুক, যাদের ঘাড়ে দুর্নীতির খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখে যখন খুশি ব্ল্যাকমেল করা যাবে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে মমতা-অভিষেক যে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে বিরোধীদের চেয়ে বিজেপির সঙ্গেই সমঝোতা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন—এই অঙ্কটা চাণক্য শা’র অজানা নয়।

এই অশুভ আঁতাত-এর ফলেই আজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা জামিনে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ান। শুধু তাই নয়, সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহান বা শিক্ষা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত মনোজিৎ মিশ্র, কুন্তল ঘোষদের মতো নেতারা এতদিন কী দাপটটাই না দেখিয়েছেন! অথচ এঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পাহাড় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, মামলার গতি শ্লথ। র‍্যাশন দুর্নীতিতে গরিবের চাল চুরির অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে, তাঁরাই আবার বড় বড় ভাষণ দেন। আর এই সুযোগে চলছে নির্লজ্জ দলবদলের খেলা। তৃণমূলের তথাকথিত ‘ওয়াশিং মেশিন’-এ ঢুকে বিজেপিতে নাম লেখালেই সাত খুন মাফ! শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে অর্জুন সিং—তালিকায় নামের শেষ নেই। যারা গতকাল চোর ছিল, বিজেপির পতাকাতলে আজ তারাই সাধু। আর যাঁরা দল বদলাচ্ছেন না, তাঁরাও জানেন—‘দিল্লি আছে পাশে, ভয় কি আর আসে?’

পার্থর ফ্ল্যাটে নোটের পাহাড় গুনতে গিয়ে মেশিনের দম ফুরিয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সির দম ফুরোল কেন? সমস্যা দক্ষতার নয়, সমস্যা ‘ইচ্ছাশক্তি’র, সমস্যা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের রিমোট কন্ট্রোলের। দুর্নীতিবাজদের জেলে না ভরে জিইয়ে রাখাটাই এখন দিল্লির স্ট্র্যাটেজি, যাতে সময়মতো চেপে ধরা যায়। চাকরিপ্রার্থীদের চোখের জল আর নেতাদের বিলাসবহুল জীবন—এই দুইয়ের মাঝে পিষে মরছে সেই বাঙালি ‘ভদ্রলোক’ সত্তা। বাংলা আজ তাই চোর, চিটিংবাজ আর দলবদলুদের নিরাপদ আস্তানা।

সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য হল, একদিকে যখন যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ১০০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে ধর্নায় বসে আছেন, তখন অন্যদিকে নেতাদের বান্ধবীদের ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। চাকরিপ্রার্থীদের চোখের জল আর নেতাদের বিলাসবহুল জীবন—এই বৈপরীত্যই আজকের বাংলার ট্র্যাজেডি। যে বাংলা একসময় মাস্টারদা সূর্য সেন, নেতাজি সুভাষ, বাঘা যতীনের মতো অগ্নিশলাকা জন্মে গর্বিত হত, সেই বাংলা আজ পরিচিতি পাচ্ছে ‘চোর’ আর ‘চিটিংবাজ’দের আস্তানা হিসেবে।

বাস্তব এটাই যে, সেই বিখ্যাত বাঙালি ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণি আজ রাজনীতি থেকে বিলুপ্তপ্রায়। তার জায়গা নিয়েছে উদ্ধত, দুর্নীতিপরায়ণ এবং নীতিহীন এক নতুন শ্রেণি। যারা মুখে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের নাম জপে, কিন্তু কাজে ধূলিকণা পরিমাণ আদর্শও মানে না। পার্থ বা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েট নেতারা প্রকাশ্যেই তাঁদের ‘বান্ধবী’দের নিয়ে যে তামাশা দেখিয়েছেন, তা কয়েক দশক আগেও মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে অকল্পনীয় ছিল। ক্ষমতা আর টাকার গরমে এঁরা ভুলে গিয়েছেন, জনসেবা আর বিলাসিতা এক জিনিস নয়। সাদা পাঞ্জাবি আর হাওয়াই চটি পরা সেই অনাড়ম্বর রাজনীতিকরা আজ ইতিহাসের জাদুঘরে, আজকের নেতারা এসইউভি ছাড়া মাটিতে পা রাখেন না।

অবশ্য আঙুল তুললেই শাসকদল পালটা সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্য বা কংগ্রেসের নেতাদের পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার—‘Two wrongs do not make a right.’। অন্যের গায়ে কাদা ছিটিয়ে নিজেদের নোংরা জামা পরিষ্কার করা যায় না। বিরোধীদের স্খলন নিশ্চয়ই নিন্দনীয়, কিন্তু যাঁরা রাজ্যের শাসনভার সামলাচ্ছেন, তাঁদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। দুর্নীতির টাকা উদ্ধার হয়, কিন্তু তা কোষাগারে ফেরে না। নেতারা জেলে যান, আবার জামিনে বেরিয়ে এসে হিরোর মতো ঘোরেন। আর আমরা, আমজনতা, বোকার মতো সেই তামাশা দেখি।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৩১

অভিনেতা তরুণ কুমারের জন্ম আজকের দিনে।

২০১৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী শ্রীদেবী।

আলোচিত

ভারতীয় বাজারের প্রায় সব সোনাই আমদানি করা হয়। চাহিদা মেটাতে যা পর্যাপ্ত নয়। সব পরিবারেই সোনা একটি পছন্দের বিনিয়োগ। দেশীয় বাজারে এখন মরশুমি উচ্চ চাহিদা। তবে, সোনার মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠেনি। আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রেখেছি।

- নির্মলা সীতারামন

ভাইরাল/১

বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। বাজনার আওয়াজে ৯ বছরের এক শিশু বাড়ির ছাদে যায়। শোভাযাত্রায় নাচতে নাচতে একজন পিস্তল থেকে গুলি ছুড়লে সেটি ছাদে দাঁড়ানো শিশুটির গায়ে লাগে। বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ওই শিশুটি।

ভাইরাল/২

ছোট্ট বাঁদর পাঞ্চ-এর একাকিত্ব ইদানীং টক অফ দ্য টাউন। জাপানের ইচিকাওয়া চিড়িয়াখানায় পাঞ্চকে দলের কেউ নেয়নি। তার সঙ্গী ছিল পুতুল। সম্প্রতি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একটি বড় বাঁদর পাঞ্চকে পরম মমতায় আগলে রেখেছে।

জনমন

জনমত

নতুন শিক্ষানীতি : সাফল্য নাকি সংকটপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা?

ভারতের নতুন শিক্ষানীতি উচ্চশিক্ষায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বহুমুখী শিক্ষা, গবেষণার প্রসার, আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম- সবমিলিয়ে এক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে চার বছরের স্নাতক সিমেস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ায় বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অভিজ্ঞতা সামনে আসছে, তা আশার থেকে সকলকেই নিরাশ করে তুলছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়ছে অনিশ্চয়তা, চাপ এবং হতাশা।

দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী নিম্নমধ্যবিত্ত বা গ্রামীণ পরিবার থেকে আসে, যেখানে তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর পড়াশোনা মানে অতিরিক্ত ফি, বাসস্থান, বইপত্র ও দৈনন্দিন খরচের বোঝা। এখানে ডিগ্রি অর্জন করতে করতেই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ।

সিমেস্টারভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ওপর একটানা চাপ ফেলছে। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, প্রেজেন্টেশন, প্রোজেক্ট, প্র্যাকটিকাল ও লিখিত পরীক্ষা- প্রায় সারাবছর ধরে চলা এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার গভীরতার চেয়ে দ্রুত প্রস্তুতি ও নম্বরের প্রতিযোগিতাই মুখ্য হয়ে উঠছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যদি জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশ হয়, তবে এই অবিরাম পরীক্ষানির্ভর কাঠামো সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করার পরিবর্তে ফাঁপা করে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুরু হয়েছে সার্টিফিকেট নির্ভর প্রতিযোগিতা।

নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহু কলেজে এখনও পর্যাপ্ত অধ্যাপক নেই, নতুন পাঠ্যক্রমে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট সিস্টেম বা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাকাডেমিক পরিকাঠামোও অপর্যাপ্ত। দেশের বাস্তবতায় উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ইতিমধ্যে উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগছে, ডিগ্রির মেয়াদ বাড়লেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কি সেই অনুপাতে প্রসারিত হচ্ছে? বা নিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে? যদি না হয়, বয়স ব্যয়ের প্রশ্নে অনেকেই প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে কোনওরকমে সার্টিফিকেট সংগ্রহের পক্ষপাতী। বর্তমান অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলছে।

শিক্ষানীতির সফলতা নির্ভর করে বাস্তবায়নের ওপর। উন্নত পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থীবান্ধব পরিকল্পনা ছাড়া কোনও নীতি কার্যকর হতে পারে না। কোনও একটা বৈদেশিক নীতিকে ধার করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের সামাজিক কাঠামোকে ধার করা যেতে পারে না। ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে ব্রহ্মচর্যের পরে গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলা হলেও এখানে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তরুণ সমাজ হতাশ। পরবর্তীতে কী করবে? তাই কেবল কাগুজে কাঠামোগত পরিবর্তন শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করতে পারে না - প্রয়োজন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার প্রয়োগ। অন্যথায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর অনীহা সমাজে ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া ফেলবে।

শিক্ষা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। নীতি যদি তরুণ সমাজের মনে আস্থা জাগাতে না পারে, তাহলে সেই নীতির সাফল্য কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে সমাজ ও দেশকে পিছনের সারিতে ঠেলে দিতে প্রস্তুত।

ডঃ রঞ্জিত বর্মন, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন

অ্যানালগ অতীত ও ডিজিটাল বর্তমানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নব্বই দশকের সন্তানদের আত্মিক সংকট ও নৈতিক বিবর্তন।

মলয় চক্রবর্তী

-এআই

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধের মধ্যে যাঁদের জন্ম, তাঁরা এক অদ্ভুত রূপান্তরের সাক্ষী। এই প্রজন্মের শৈশব কেটেছে ধুলোমাখা মাঠে মার্বেল আর লাটিম নিয়ে, অথচ আজ তাঁদের হাতের তালুতে গোটা বিশ্ব আর পকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এরাই সেই ‘স্যান্ডউইচ প্রজন্ম’, যারা অ্যানালগ ও ডিজিটাল- এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ খাবি খাচ্ছে। প্রশ্ন জাগে, এই গতির নেশায় কি আমরা অজান্তেই আমাদের শিকড়টাকে বিষিয়ে দিচ্ছি? আমাদের অভিজ্ঞতায় মিশে আছে ইন্টারনেটের সেই আদিম ‘টুঁ-টুঁ’ শব্দ থেকে আজকের উচ্চগতির সাইবার দুনিয়ার বিবর্তন।

যান্ত্রিক শিক্ষা বনাম অন্তর্হিত নৈতিক মূল্যবোধ

স্মার্ট ক্লাসরুমের চাকচিক্যে আজ শিক্ষার সেই আদিম পবিত্রতা যেন ম্লান হয়ে আসছে। একদা মা-বাবার শাসন আর শিক্ষকের বেতের বাড়িতেই গড়ে উঠত আগামীর বনিয়াদ। বইয়ের ভারী বোঝা পিঠে থাকলেও মনের ভেতর ছিল প্রকৃত মানুষ হওয়ার আলো। অথচ আজ শিক্ষক-ছাত্রের সেই চিরাচরিত আত্মিক বন্ধন ক্রমশ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এখন কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ‘লাইক’ আর ‘কমেন্টের’ বেড়াজালে সীমাবদ্ধ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর দাপটে ছাত্রছাত্রীদের মগজ আজ শ্রমবিমুখ ও আলসে হয়ে পড়ছে। গুগলের সার্চ রেজাল্টে যান্ত্রিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চরিত্র গঠনের মৌলিক শিক্ষাটি ‘সফটওয়্যার আপডেট’-এর চক্করে পথ হারিয়েছে।

নস্টালজিয়ার দাপট ও খাপ খাওয়ানোর ব্যর্থতা

নব্বই দশকের সন্তানদের মধ্যে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াই মাঝেমধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। ‘আমাদের সময় বাতাস শুদ্ধ ছিল’ কিংবা ‘সমাজ অটুট ছিল’- এই দাবিগুলোর আড়ালে কি আধুনিক প্রজন্মের প্রতি কোনও প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা কাজ করছে? আজকের কিশোর-কিশোরীরা আইপ্যাড নিয়ে ব্যস্ত বলে কি আমাদের মনে কোনও অদৃশ্য ঈর্ষা দানা বাঁধছে? সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত হিমসিম খাচ্ছি। আমাদের কাছে ‘ডালভাত’ ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা, আর আজকের প্রজন্মের কাছে ‘পিৎজা-পাস্তা’ হল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রুচির এই দ্বন্দ্ব আসলে নতুনত্বের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে না পারারই এক ব্যর্থ আস্ফালন মাত্র।

সামাজিকতার ক্রমিক বিচ্যুতি

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমাজকে অভূতপূর্ব গতি দিলেও মনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। ন্যানো টেকনলজি থেকে শুরু করে এআই- সবকিছুর অপব্যবহার আজ হাতের মোয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে পাড়ার মোড়ে যে জীবন্ত আড্ডা চলত, তা আজ মুখ লুকিয়ে কেবল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কাদা ছোড়াছুড়িতে পর্যবসিত হয়েছে। নব্বইয়ের সেই নির্মল ও স্বাধীন বাতাস আজ সিসিটিভির কড়া নজরদারিতে বন্দি। অদ্ভুত এক অস্থিরতা আমাদের সত্তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে- আমরা আধুনিক হতে চাই, আবার একইসঙ্গে শিকল ছিঁড়ে সেই পুরোনো আমতলার স্মৃতিতে ফিরে যেতেও মরিয়া হয়ে উঠি।

শেকড়ের টান ও উত্তরণের সেতুবন্ধন

দিনশেষে যারা ‘নাইনটিজ কিডস’, তারা আদতে এক অদ্ভুত ট্র্যাপিজ প্লেয়ার। একদিকে ফেলে আসা সেই সোনালি শৈশব আর আবেগপ্রবণ বিকেল, অন্যদিকে ঝকঝকে যান্ত্রিক ভবিষ্যৎ। আধুনিক প্রজন্মের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে না দিয়ে বরং প্রয়োজন ছিল এক নিবিড় সেতুবন্ধনের। কিন্তু আমরা কেবল তুলনার জাঁতাকলে নিজেদের পিষ্ট করতে ব্যস্ত। মনে রাখা জরুরি, স্মার্টফোনের উজ্জ্বল স্ক্রিন কখনোই মাটির সোঁদা গন্ধ আর বড়দের আশীর্বাদের বিকল্প হতে পারে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। সত্যকে লোকচক্ষুর আড়াল করা ৩। যে কিছুতেই বোঝে না ৫। অবজ্ঞা প্রকাশ বা তুচ্ছ জ্ঞান করা ৬। ছোটখাটো শাসক বা সামন্ত রাজা ৭। পুরাণে বর্ণিত তৃতীয় যুগ ৯। হঠকারী বা গোঁয়ার প্রকৃতির ব্যক্তি ১২। অবিবাহিত মেয়ে ১৩। চৈত্র মাসও হতে পারে, জৈষ্ঠ্য মাসও হতে পারে।

উপর-নীচ : ১। তোষামোদকারী বা স্তাবক ২। ধর্ম বিরোধী বা অনৈতিক কাজ ৩। এলোমেলো বা অগোছালো ৪। কলহ বা বাদানুবাদ ৫। কাঁপা বা আন্দোলিত হওয়া ৭। প্রহরী বা গেটকিপার ৮। বিষয়ের বিরুদ্ধ বর্ণনা ৯। অতি সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্রতম ১০। বনের প্রাণী শিকার ১১। দীর্ঘজীবী জলচর প্রাণী।

সমাধান ■ ৪৩৭৭

পাশাপাশি : ১। মোহন ৪। হজম ৫। দৈব ৭। কবালা ৮। তিনকুল ৯। তুরপুন ১১। বন্ধক ১৩। কণ্ঠা ১৪। বখাটে ১৫। রঙিন।

উপর-নীচ : ১। মোড়ক ২। নহলা ৩। ভীমরতি ৬। বহাল ৯। তুজুক ১০। নহবত ১১। বটের ১২। কদ্দিন।

বিন্দুবিসর্গ

রাহুলে ভরসা নেই ডিএমকে নেতৃত্বের

নবনীতা মণ্ডল

সুলতানপুরে রামচেত মুচির পরিবারের সঙ্গে রাহুল। সোমবার।

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিজেপিবিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র ভিতরে নেতৃত্বের প্রশ্নে যে অস্বস্তি এতদিন চাপা ছিল, তা এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব নিয়ে শরিকদের একাংশের আপত্তি নতুন নয়, তবে বেশ কিছু আঞ্চলিক দলের নেতাদের সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন প্রকাশ্যে তাঁর বাবা তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনকে বিরোধী জোটের সম্ভাব্য নেতা হিসেবে তুলে ধরার পর এই বিতর্ক আরও জোরদার হয়েছে।

উদয়নিধির মতে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের জাতীয় রাজনীতি ও প্রশাসনে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাতে তিনিই 'ইন্ডিয়া' জোটকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। চেন্নাইয়ের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে উদয়নিধি বলেন, 'অন্য রাজ্যের নেতারাও স্ট্যালিনকে সামনে এসে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন।'

পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে তাঁর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, 'ইন্ডিয়া' জোটের দুই বড় শরিক ডিএমকে ও কংগ্রেসের মধ্যে এখনও আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়নি। অনেকের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে একদিকে কংগ্রেসকে চাপে রাখা এবং অন্যদিকে আসন সমঝোতার আলোচনায় প্রভাব বিস্তার করার কৌশল নেওয়া হয়েছে।

নেতৃত্ব বিতর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিলনাড়ুর এমকে স্ট্যালিন, উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব বা বিহারের তেজস্বী যাদব, প্রত্যেকেই নিজেদের রাজ্যে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতীক। তাঁদের সমর্থকরা মনে করছেন, বিজেপির শক্তিশালী সংগঠনের মোকাবিলায় এমন একজন নেতার প্রয়োজন, যিনি শুধু কংগ্রেসের প্রতিনিধি নন, বরং বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠতে পারেন। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা মণিশংকর আইয়ারের মতো নেতারাও বিকল্প নেতৃত্বের সম্ভাবনার কথা বলায় বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। এর আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শক্তিশালী মুখ এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

তবে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় তাঁর পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন কংগ্রেস নেতারা। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'সর্বভারতীয় উপস্থিতি ও সাংগঠনিক কাঠামোর বিচারে কংগ্রেস এখনও বিরোধী শিবিরের কেন্দ্রবিন্দু। বিজেপির বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে ধারাবাহিক প্রচার, সংসদে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রাহুল গান্ধির সক্রিয়তা অনস্বীকার্য।'

কাঠমাণ্ডু যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ত্রিশূলী নদীতে যাত্রীবাহী বাস। সোমবার।

নেপালে নদীতে বাস, মৃত ১৯

কাঠমাণ্ডু, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ফের মৃত্যুফাঁদ নেপালের পাহাড়ি রাস্তা। সোমবার কাকভোরে পোখরা থেকে কাঠমাণ্ডু যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ত্রিশূলী নদীতে গিয়ে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বাস। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে বছর চব্বিশের এক ব্রিটিশ নাগরিকও রয়েছেন। জখম জনা পঁচিশেক। আহতদের তালিকায় চিনা ও নিউজিল্যান্ডের নাগরিকও আছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে বেণিঘাটের কাছে পৃথ্বী হাইওয়ে থেকে বাসটি ছিটকে নদীতে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল জখমদের কাঠমাণ্ডুর ট্রমা সেন্টার ও স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। বেহাল রাস্তা নাকি বাসের যান্ত্রিক ত্রুটি—ঠিক কী কারণে এই বিপর্যয়, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, চব্বিশ সালেও ঠিক এই ত্রিশূলী নদীতেই জোড়া বাস দুর্ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছিল।

মসনদে কিম-ই

পিয়ংইয়ং, ২৩ ফেব্রুয়ারি : প্রত্যাশিতভাবেই ফের উত্তর কোরিয়ার রাশ কিম জং উনের হাতে! শাসকদল ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে সর্বসম্মতভাবে পুনর্নির্বাচিত হলেন ৪২ বছর বয়সি এই রাষ্ট্রনেতা। সোমবার দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ জানিয়েছে, চার দিনের দলীয় কংগ্রেসের শেষ দিনে কিমের হাতেই ফের দলের শীর্ষনেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এই পদ ধরে রেখেছেন তিনি।

কিমের এই প্রত্যাবর্তনের দিনেই ফের শোনা গেল পরমাণু আস্ফালনের চেনা সুর। দলীয় বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে কোনও আগ্রাসন বা যুদ্ধের মোকাবিলায় কিমের নেতৃত্বে দেশের সামরিক বাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বিশ্লেষকদের মতে, আগামী পাঁচ বছর ধরে রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য কাজে লাগিয়ে আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার মতো ঘাতক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতেই জোর দেবেন কিম।

বিস্ফোরণ মামলায় রাজ্যকে সুপ্রিম ধাক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ভূপতিনগর মামলাকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াই এবার নতুন মোড় নিল। এনআইএ তদন্ত আটকাতে রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংহের বেঞ্চে রাজ্যের আবেদনের শুনানি হয়। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের নির্দেশে শুরু হওয়া তদন্ত নিয়ে আপত্তির যৌক্তিকতা রাজ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। সেই কারণে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছে।

বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, উচ্চ আদালতের নির্দেশে শুরু হওয়া প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের মতো কোনও অসঙ্গতি তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তের প্রশ্নে আপত্তি জানাতে হলে তার আইনি ভিত্তি স্পষ্ট হতে হবে। ২০২২-এর ডিসেম্বরে ভূপতিনগরে ভয়াবহ বিস্ফোরণে একাধিক প্রাণহানি ঘটে। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে বেআইনি বাজি কারবারের অভিযোগ ওঠে কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ-র মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তোলেন।

পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য মামণি জানা কলকাতা হাইকোর্টে এনআইএ তদন্ত চেয়ে আবেদন জানান। তাঁর যুক্তি, বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও প্রভাব বিচার করলে নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যাবশ্যক। গত ৯ ডিসেম্বর হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আইনি প্রক্রিয়া মেনে অভিযোগ রাজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেবে এনআইএ তদন্ত করবে কি না।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ

তদন্ত নিয়ে আপত্তির যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি রাজ্য।

এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে স্পষ্ট হল, হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও ত্রুটি নেই। ফলে ভূপতিনগর মামলায় এনআইএ তদন্তের পথ আপাতত খোলাই থাকল।

মেগা জালিয়াতি

চণ্ডীগড়, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ফের বড়সড়ো জালিয়াতির ছায়া! এবার আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের চণ্ডীগড় শাখায় ৫৯০ কোটি টাকার দুর্নীতির হদিস মিলল। জালিয়াতির খবর প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। একদিনেই ব্যাংকের শেয়ারের দাম এক ধাক্কায় ২০ শতাংশ কমে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা ডুবেছে।

জানা গিয়েছে, হরিয়ানা সরকারের সরকারি অ্যাকাউন্টের সঙ্গেই এই বিপুল জালিয়াতি করা হয়েছে। অভিযোগ, ব্যাংকের কয়েকজন অসাধু কর্মী বাইরের চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাল চেকের মাধ্যমে এই টাকা সরিয়েছে। অন্য ব্যাংকে টাকা সরাতে গিয়েই হরিয়ানা সরকারের নজরে এই বিপুল আর্থিক গরমিল ধরা পড়ে। এরপরই আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকে নিজেদের প্যানেল থেকে বাতিল করে

তারা। ইতিমধ্যেই ব্যাংকের ৪ কর্মীকে সাসপেন্ড করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুরু হয়েছে ফরেনসিক অডিট। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, আরবিআই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখলেও এখনই সাধারণ গ্রাহকদের আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কারণ নেই।

কোর ব্যাংকিংয়ে ফিরুক ব্যাংক

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : আমানত সংগ্রহ ভুলে বিমা বিক্রিতে বেশি ঝোঁক? ব্যাংকগুলিকে এবার কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ব্যাংকগুলিকে তাদের মূল কাজ অর্থাৎ 'কোর ব্যাংকিং'-এ ফিরতে হবে। পাশাপাশি, গ্রাহকদের ঘাড়ে জোর করে বিমা চাপিয়ে দেওয়ার মতো কারচুপি বা 'মিস-সেলিং' অবিলম্বে বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'গ্রাহকদের কাছে পৌঁছান, আমানত সংগ্রহ করুন এবং নিজেদের মূল কাজ থেকেই উপার্জন করুন।' বিশেষত গৃহঋণের ক্ষেত্রে জোর করে স্বাস্থ্য

ধমক নির্মলার

বা জীবন বিমা গছিয়ে দেওয়া নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। সীতারামনের সাফ কথা, 'যাঁর ইতিমধ্যেই বিমা আছে, তিনি কেন নতুন করে আবার বিমা নেবেন?' ব্যাংকগুলিকে সরকারি মূলধনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের দক্ষতায় বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহেরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আরবিআই-এর সাম্প্রতিক নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, গ্রাহক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনও কাজ আর বরদাস্ত করা হবে না।

সোনা-রুপোর দামে ওঠা-নামা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। দেশের অভ্যন্তরে মরশুমি চাহিদার কারণেই সোনা-রুপোর দাম বাড়ছে এবং পরিস্থিতি উদ্বেগজনক নয়।

'কম্বল দেওয়া হবে না মুসলিম মহিলাদের'

জয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কনকনে ঠান্ডা থেকে রেহাই পেতে দুঃস্থদের কম্বল বিলি করা হচ্ছিল রাজস্থানে। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। উদ্যোক্তা টঙ্ক-সওয়াই মাধোপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ জৌনপুরিয়া। হঠাৎ বিজেপি নেতার মাথায় এল, কম্বল গ্রহণকারীদের নাম জানাতে হবে। তাঁরা নাম বলতে দেখা গেল, অনেকেই মুসলিম। আর যায় কোথায়। জৌনপুরিয়া বললেন, 'মুসলিম মহিলাদের কম্বল দেওয়া হবে না। যাঁরা উঠতে-বসতে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেন, তাঁদের কম্বল পাওয়ার অধিকার নেই। আপনারা মনে করলেও আমার করার কিছু নেই।' সমাজমাধ্যমে ঘটনার ভাইরাল ভিডিও দেখে নেটিজেনদের মন্তব্য, 'এ মানবতার লজ্জা।' প্রতিক্রিয়া দেয়নি বিজেপি।

গুজরাটে বুলডোজার

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : গুজরাটের রাজকোট জেলার জঙ্গলেশ্বরে বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গর্জে উঠল বুলডোজার। গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ১৪০০-রও বেশি অবৈধ বাড়ি। সোমবার রাজকোট পুর নিগম অভিযান চালিয়েছে ২.৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। রাজকোট জোন-১-র ডিসিপি হেতাল প্যাটেল জানিয়েছেন, অভিযান তিনদিন চলার সম্ভাবনা রয়েছে। আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো বাড়ি ভাঙার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযান পরিচালনায় আছেন ১০০০-এরও বেশি পুরকর্মী।

বাংলাদেশের বিচার, প্রতিরক্ষায় নতুন মুখ

ইউনূস সরকার অবৈধ : রাষ্ট্রপতি

ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নেওয়ার পর আক্ষরিক অর্থে চাপমুক্ত মনে হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিনকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতির দাবি, ইউনূস তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং সংবিধানের তোয়াক্কা না করেই দেশ চালিয়েছেন।

সাহাবুদ্দিন অভিযোগ করেছেন, ইউনূস প্রশাসন তাঁকে দু-বার বিদেশ সফরে যেতে বাধা দিয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা সংবিধানের কোনও বিধান মানতেন না। তিনি ১৫ বার বিদেশ সফরে গেলেও আমাকে কখনও জানাননি, যা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা।' এমনকি আমেরিকার সঙ্গে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তির বিষয়েও তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল বলে রাষ্ট্রপতি জানান। তাঁর কথায়, 'এমন রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পর্কে আমাকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।'

২০২৪-এর ২২ অক্টোবরের ভয়াবহ স্মৃতিচারণ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সেই রাতটি ছিল আতঙ্কের। একদল উন্মত্ত জনতা বঙ্গভবন ঘেরাও করে আমার পদত্যাগ দাবি করেছিল।' প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিএনপির কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ায় তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি জানান, তারেক রহমানের সরকার তাঁকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা অসাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপতি অপসারণের পক্ষে নয়।

> প্রধান উপদেষ্টা সংবিধানের কোনও বিধান মানতেন না। তিনি ১৫ বার বিদেশ সফরে গেলেও আমাকে কখনও জানাননি।
>
> মোহম্মদ সাহাবুদ্দিন

রাষ্ট্রপতি আরও জানিয়েছেন, তিন বাহিনীর প্রধানরাও তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। সেনাপ্রধানরা তাঁকে জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতির পরাজয় মানে গোটা সশস্ত্র বাহিনীর পরাজয় এবং তাঁরা যে কোনও মূল্যে তা প্রতিহত করবেন। ইউনূসের শাসনকে 'ক্ষমতার মোহ' হিসেবে বর্ণনা করে সাহাবুদ্দিন বলেন, 'সেই সময় জারি করা অনেক অধ্যাদেশের কোনও দরকার ছিল না।'

এদিকে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের সামরিক প্রশাসন ও বিচার বিভাগে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। সেনাবাহিনীতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে নতুন চিফ প্রসিকিউটর নিয়োগ করেছে বিএনপি সরকার। ট্রাইবিউনালের চিফ প্রসিকিউটর পদ থেকে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় এসেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহম্মদ আমিনুল ইসলাম।

মার্কিন গোয়েন্দাদের জালে মেঞ্চো

মেক্সিকো সিটি ও ওয়াশিংটন, ২৩ ফেব্রুয়ারি : একসময়ের পুলিশ অফিসার থেকে মেক্সিকোর ত্রাস হয়ে ওঠা কুখ্যাত মাদক-সম্রাট নেমেসিও ওসেগুয়েরা সারভান্তেস ওরফে 'এল মেঞ্চো' অবশেষে সেনার বিশেষ অভিযানে নিহত। আর এই খবরের পরেই তাঁর সংগঠন 'জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেল' (সিজেএনজি)-এর সমর্থকদের তাণ্ডবে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে মেক্সিকো। মেঞ্চো-নিধনের নেপথ্যে মার্কিন গোয়েন্দাদের বড় ভূমিকা থাকায় উচ্ছ্বাস গোপন করেননি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'আমরা শুধু জিতেই চলেছি!' হোয়াইট হাউসও নিশ্চিত করেছে, মার্কিন গোয়েন্দাদের নিখুঁত তথ্যের ভিত্তিতেই মেক্সিকোর বাহিনী এই বড় সাফল্য পেয়েছে।

মেক্সিকোর প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার জালিস্কোর তাপালপা শহরে সেনাবাহিনীর গোপন অভিযানে দু'পক্ষের তীব্র গুলির লড়াইয়ে ৫৯ বছর বয়সি মেঞ্চো গুরুতর জখম হন। কপ্টারে করে রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে আনার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমেরিকায় পাচার হওয়া ফেন্টানিলের মতো প্রাণঘাতী মাদকের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী মেঞ্চোর মাথার দাম ছিল দেড়কোটি ডলার। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মাদক চোরাচালান রুখতে অত্যন্ত আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছেন ট্রাম্প। গত জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে বন্দি করার পর মেঞ্চোর পতন ট্রাম্পের সেই 'ছায়া অভিযান'-এরই অন্যতম বড় সাফল্য। ট্রাম্প আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, মেক্সিকো সরকার কার্টেলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আমেরিকা নিজেই ময়দানে নামবে।

তবে হাইপ্রোফাইল এই মাফিয়ার মৃত্যুতে মেক্সিকোর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এখন বড়সড়ো সংকটের মুখে। নেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সিজেএনজি গোষ্ঠীর সশস্ত্র সমর্থকরা দেশের একাধিক প্রদেশে তাণ্ডব শুরু করেছে। বিভিন্ন শহরের রাস্তায় গাড়ি ও বাসে আগুন জ্বালিয়ে, অবরোধ করে চরম আতঙ্ক তৈরি করেছে তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে জালিস্কোর গভর্নর রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জারি করে বাসিন্দাদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বাতিল করা হয়েছে বহু উড়ান। এই প্রবল অশান্তির আবহে মেক্সিকোয় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার ও নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দিয়ে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে মেক্সিকো সিটির ভারতীয় দূতাবাস।

তেজস দাবি খারিজ হ্যালের

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমান 'তেজস' ভেঙে পড়ার দাবি খারিজ করে দিয়েছে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)। সোমবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, কোনও যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েনি। একটি বিমানে 'সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি' নজরে এসেছে। যদিও সূত্রের দাবি, চলতি মাসের শুরুতে মহড়া শেষে অবতরণের সময় 'ব্রেক ফেল' করে রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়েছিল একটি তেজস। বিমানচালকের ক্ষতি না হলেও যুদ্ধবিমানের কাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।

২০২৪-এর মার্চে জয়সলমিরে প্রথম এবং গত নভেম্বরে দুবাইয়ে দ্বিতীয় দুর্ঘটনার পর এটি তেজসের তৃতীয় 'বিপত্তি'। দুর্ঘটনার পর বায়ুসেনা ৩০টি তেজস বিমানের উড়ান আপাতত স্থগিত রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হ্যাল জানিয়েছে, 'সাম্প্রতিক ঘটনাটি বায়ুসেনার সঙ্গে সমন্বয় রেখে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।' এমন সময় এই বিতর্ক দানা বেঁধেছে যখন আগামী এপ্রিলে তেজস মার্ক-১এ ভ্যারিয়েন্টের চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে বায়ুসেনা। ইঞ্জিনের জোগানে ঘাটতি থাকায় প্রকল্পটি এমনিতেই দু-বছর পিছিয়ে গিয়েছে। বায়ুসেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, রাডার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সুট এবং অস্ত্রনিক্ষেপ ব্যবস্থার সঙ্গে কোনও আপস করা হচ্ছে না।

কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালি ...

পেয়ারার বদলে পলাশের ডালে খুদে প্রাণ। সোমবার নাগপুরে।

ইরান ছাড়ার পরামর্শ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি ও তেহরান, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নতুন করে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ায় ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের অবিলম্বে দেশটি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস থেকে জারি করা এক জরুরি নির্দেশিকায় শিক্ষার্থী, পর্যটক ও ব্যবসায়ী সহ সব ভারতীয় নাগরিককে বাণিজ্যিক উড়ান বা যে কোনও যানবাহনে দ্রুত ইরান ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

শনিবার থেকে তেহরানের শরিফ বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খামেনেইপন্থী ও বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সংঘর্ষ শুরু হয়। একদিকে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, অন্যদিকে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তির আলোচনার মাঝে পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। এই অবস্থায় বাড়তি সতর্ক ভারত সরকার।

প্রশংসা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরি চলচ্চিত্র 'বুং' সম্প্রতি বাফটা পুরস্কারে সেরা শিশু ও পারিবারিক ছবির সম্মান জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিশেষ সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই জয় দেশের জন্য গর্বের মুহূর্ত, বিশেষ করে মণিপুরের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।' তিনি আরও বলেন, এই স্বীকৃতি ভারতের অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভাকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। 'জুটোপিয়া ২'-এর মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকে হারিয়ে পরিচালক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর এই ছবি সাফল্যের অনন্য সাক্ষর রেখেছে যা সত্যিই গর্বের।

কেরলে চোখ

কোচি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জিতে কেরলে ক্ষমতায় আসতে কোমর বেঁধেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। সোমবার কোচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, এই প্রথমবার তাঁরা রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছেন। রিজিজু বলেন, 'কেরলের উন্নতির জন্য বরাবর একটি সঠিক সরকারের অভাব রয়েছে। এনডিএ-ই এরাজ্যে প্রকৃত বিকল্প।'

বর্ণবিদ্বেষের শিকার তরুণীরা

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে ফের হেনস্তা হতে হল অরুণাচলপ্রদেশের তিন তরুণীকে। দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরে এসি মেরামতের সামান্য ধুলোবালিকে কেন্দ্র করে বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন উত্তরপূর্ব ভারতের বাসিন্দা ওই তরুণীরা। তাঁদের অভিযোগ, পড়শি হর্ষ সিং ও রুবি জৈন তাঁদের জাত তুলে গালি দেওয়ার পাশাপাশি নোংরা মন্তব্যও করেন। সেখানেই ক্ষান্ত না হয়ে তাঁরা তরুণীদের শ্লীলতাহানি ও শারীরিক নিগ্রহেরও হুমকি দেন। এমনকি তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'চিনা' বলে কটাক্ষ করা হয়। ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজন ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীও রয়েছেন। ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মালব্য নগর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর বিভিন্ন ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

হত ৮০ আফগান

ইসলামাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : একাধিক আত্মঘাতী হামলার পালটা জবাব দিল পাকিস্তান। আফগানিস্তানের সাতটি জায়গায় তারা বিমান হামলা চালিয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে ৮০ জনেরও বেশি মানুষের। পাকিস্তানের দাবি, নিহতরা জঙ্গি। আফগান সরকার জানিয়েছে, নিহতদের অন্তত ১৮ জন সাধারণ নাগরিক, মহিলা ও শিশু। পাক সরকারের বক্তব্য, আত্মঘাতী বোমা হামলার পালটা জবাব দিতেই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ করেছে ইসলামাবাদ।

বাদ ৭৪ লক্ষ, তবুও শান্ত তামিলনাড়ু

চেন্নাই, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রাতারাতি ভোটার তালিকা থেকে ৭৪ লক্ষ নাম বাদ! এই ঘটনা যদি বাংলায় ঘটত, তবে এতক্ষণে রাজনৈতিক তর্জা, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত এবং রাস্তায় নেমে বিক্ষোভের চেনা ছবি দেখতে পেত গোটা দেশ। কিন্তু সম্পূর্ণ নীরবে এবং কোনও রাজনৈতিক বাদানুবাদ ছাড়াই এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম ছেঁটে ফেলল দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ু। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু—দুটিই অবিজেপি শাসিত রাজ্য। অথচ, নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর মতো একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গির এই আকাশপাতাল ফারাক ফের একবার প্রমাণ করে দিল দাক্ষিণাত্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিণতবোধ।

গত ২৭ অক্টোবর শুরু হওয়া এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার পর তামিলনাড়ুর ভোটার তালিকায় এক বিরাট রদবদল ঘটেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অর্চনা পট্টনায়ক আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, ৬.৪১ কোটি থেকে একধাক্কায় ১১.৫ শতাংশ কমে রাজ্যের বর্তমান ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫.৬৭ কোটিতে। শুধুমাত্র গত ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকাতেই ৯৭.৩৪ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা দাবি ও আপত্তি জানানোর প্রক্রিয়ার শেষে আরও ২৭.৫৩ লক্ষ নতুন ভোটার যুক্ত হন এবং ৪.২৩ লক্ষ নাম পাকাপাকিভাবে মুছে ফেলা হয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে 'ম্যাপিং ইস্যু' থাকা ১৩ লক্ষ এবং 'লজিক্যাল অসংগতি' থাকা প্রায় ১.৫৮ কোটি ভোটারের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে, সামান্য কয়েক হাজার বাদে সকলকেই চূড়ান্ত তালিকায় বহাল রাখা হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে বর্তমানে ডিএমকে সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, যারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রবল বিরোধী। এসআইআর নিয়ে তাদেরও কিছু আইনি আপত্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা গোটা প্রক্রিয়াটিকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেনি বা সাধারণ মানুষের মধ্যে অহেতুক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেনি। বরং রাজ্যের আমলারা কমিশনের সঙ্গে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরিতে সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে চিত্রটা ঠিক এর উলটো। এখানে ভোটার তালিকার সংশোধন মানেই শাসকদল ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে যুদ্ধংদেহি পরিস্থিতি, আধিকারিকদের সাসপেনশন এবং সুপ্রিম কোর্টে নিত্যনতুন মামলা। ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতে গেলেই 'ষড়যন্ত্র' বা 'এনআরসি'-র জুজু দেখিয়ে চরম আতঙ্ক তৈরি করা বাংলার রাজনীতির অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। তামিলনাড়ু গোটা দেশকে দেখিয়ে দিল, সদিচ্ছা থাকলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা যায়, যেখানে রাজ্যের রাজনৈতিক রং কোনওভাবেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

এই সমস্যা নির্মূল হোক। অবশেষে স্বীকার করলেন 'ভিরোশ'

ভক্তরা অনেক আগে থেকেই তাঁদের একটা নাম দিয়েছে 'ভিরোশ'। ভিজয়, মানে বিজয় দেবেরাকোন্ডা আর রশ্মিকা মান্দানা মিলিয়ে এই 'ভিরোশ'। এতদিন ভক্তদের কথা, উৎসাহ আর প্রশ্নগুলো পাশ কাটাতেন। কিন্তু এবার, বিয়ের মাত্র তিনদিন আগে ভক্তদের দেওয়া নামকেই স্বীকৃতি জানালেন তাঁরা।

গত বছর ৩ অক্টোবর হায়দরাবাদে চুপিচুপি আংটি বদলের পরে তাঁদের দুজনের হাতেই বাগদানের আংটি দেখা যায়। কিন্তু কেউ কোথাও মুখ খোলেননি। এবারও ফেব্রুয়ারির শুরুতেও দুজনে চুপ। এমনকী এক সপ্তাহ আগেই মুম্বই এয়ারপোর্টে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। সেখানেও সাংবাদিকদের কথা শুনে শুধু হেসে মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কোনও কথাই বলেননি রশ্মিকা। তবে এবার বললেন। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তাঁদের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে লিখলেন,

'আমাদের প্রিয় ভালোবাসার মানুষেরা। আমরা নিজেরা কিছু পরিকল্পনা করার আগেই তোমরা আমাদের একটি নাম দিয়েছিলে— 'ভিরোশ' (Virosh)। তাই আজ ভরা হৃদয়ে তোমাদের সম্মানেই আমরা আমাদের এই একসঙ্গে পথচলাকে নাম দিচ্ছি, 'দ্য ওয়েডিং অফ ভিরোশ'। আমাদের এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাত পাক ঘুরবেন বিজয়-রশ্মিকা। রাজস্থানের উদয়পুরের একটি হেরিটেজ প্যালেসে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে বসবে বিয়ের আসর। উদয়পুরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে হায়দরাবাদে ফিরে ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের জন্য একটি জমকালো রিসেপশন পার্টির আয়োজন করবেন তাঁরা।

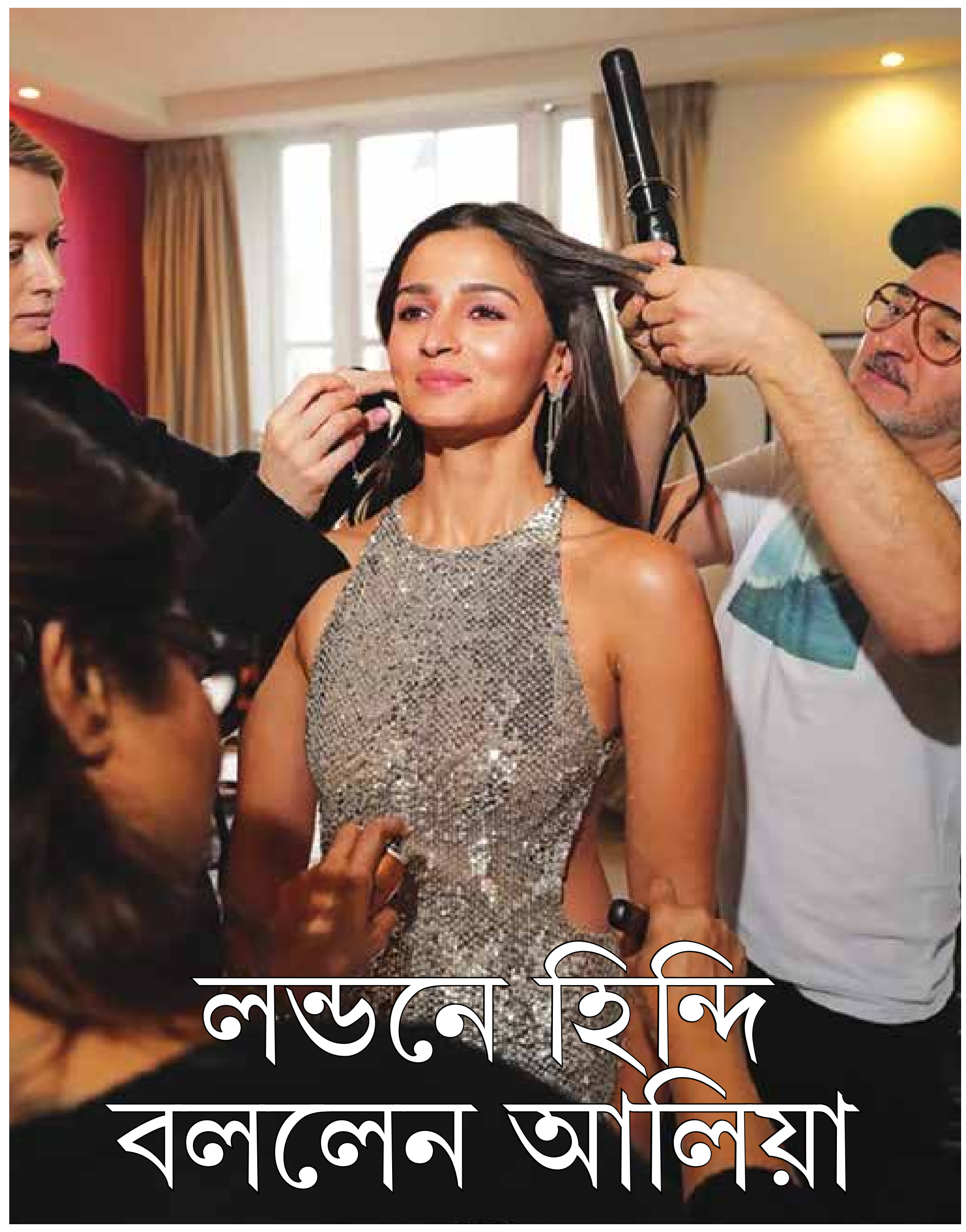

লন্ডনে হিন্দি বললেন আলিয়া

স্থান লন্ডন। অনুষ্ঠান ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড বা বাফটা, পরনে রুপোলি গাউন, কিন্তু মুখে হিন্দিতে নমস্কার—বিদেশে ভারতকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরলেন আলিয়া ভাট। রবিবার রয়্যাল ফেস্টিভ হলে অনুষ্ঠিত হয় এই রাজকীয় অনুষ্ঠান। প্রথমবার এখানে হাজির ছিলেন আলিয়া। মঞ্চে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান অ্যালান কামিং। তিনি মঞ্চে উঠে হিন্দিতে সকলকে বলেন 'নমস্কার'। উপস্থিত সকলেই তাঁর ভারতীয়ানায় মুগ্ধ। তিনি অন্য ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগের পুরস্কার তুলে দেন। এ বিভাগে নরওয়েজিয়ান ড্রামা সেন্টিমেন্টাল ভ্যাল্যু জিতেছে। এ সময় আলিয়া বলেন, 'এই পুরস্কারটি এমন একটি সিনেমার জন্য যা ইংরেজি ভাষায় নয়। এটুকু বোঝার জন্য ইংরেজি সাবটাইটেল খুঁজতে যাবেন না। মানুষের আবেগই সিনেমার আসল ভাষা। এই আবেগের জন্য কোনও অনুবাদকের দরকার নেই।' তাঁর এই হিন্দি বলা নেটমহলকে মোহিত করছে। এর আগে বিদেশে ভারতকে সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। রেড কার্পেটে আলিয়া বলেছেন, 'ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোই আমার জীবনের পরম সুযোগ। এখন আমার জীবনের সবথেকে বড় অনুপ্রেরণা আমার মেয়ে রাহা। আমার ছবির কোনও গানে ও যখন নাচে, আমি বুঝি, জীবনের আনন্দটা আসলে কোথায়।' সাফল্য, খ্যাতি, বিদেশ বা স্বদেশের মোহ যাই থাক, এক নারীর কাছে জীবনের সবথেকে বড় সাফল্য যে মাতৃত্ব, তা আলিয়া ভাটকে দেখেই বোঝা যায়।

একনজরে সেরা ৫

স্নাতকোত্তর দিতিপ্রিয়া

সমাজবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর হলেন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়। সোশ্যাল মাধ্যমে শাড়ি পরে গলায় উত্তরীয়, হাতে আই কার্ড নিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। শুটিংয়ের সময়ও বইখাতা নিয়েই তাঁকে সেটে দেখা গিয়েছে। অভিনয়ের পাশে কেরিয়ারের জন্যও কঠিন পরিশ্রম করছেন তিনি। এ তারই ফল।

এলেন জয়

১৯ বছর পর নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ছবিতে সুর করার দায়িত্ব পেয়েছেন জয় সরকার। পরিচালকজুটির প্রথম ছবি অ্যাক্সিডেন্ট-এ ২০০৯-এ সুরকার ছিলেন জয় কিন্তু সে গান মুক্তি না পাওয়ায় তাঁর অভিমান হয়। আবারও তাঁকে ডেকে শিবপ্রসাদ সে অভিমান ভেঙে দিলেন।

নাচে ইমন

উইন্ডোজ-এর ছবি সুমন ঘোষের ফ্যামিলিওয়ালাতে নিজের গানেই নাচবেন ইমন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, নাচ শিখিনি তবে কয়েক মাস শর্মিলা বিশ্বাসের কাছে ওড়িশি শিখেছি। তাই ছবিতে এই সুযোগ পেয়ে আর ভাবিনি। গানের নির্মাণ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের। ছবিতে অভিনয়ে আছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদার প্রমুখ।

পঞ্চমের বায়োপিক

নীরজ পান্ডে রাহুল দেব বর্মনের বায়োপিক বানাবেন। চিত্রনাট্য লেখা শেষ করেছেন তিনি, এখন কাজ করছেন মিউজিকের ওপর। অভিনয়ের জন্য প্রথম সারির এক অভিনেতার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে যিনি ইতিমধ্যেই বায়োপিকধর্মী ছবিতে অভিনয় করে সাফল্য পেয়েছেন, তবে তাঁর নাম জানা যায়নি। ছবিতে পঞ্চমের পেশা ও ব্যক্তিগত জীবন উঠে আসবে।

মিনি সিরিজ

বাংলায় তৈরি হচ্ছে মাইক্রো বা মিনি সিরিজ। রিলের আকারে কয়েক মিনিটে শেষ হবে প্রতিটি পর্ব। এভাবেই পুরো সিরিজ তৈরি হবে। নির্মাতারা এর নাম দিয়েছেন ভার্টিকাল সিরিজ। তেমনই একটি সিরিজ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হোমস। মুখ্য চরিত্রে প্রান্তিক বিশ্বাস ও অ্যানমেরি টম। এই রোমান্টিক কমেডি ঘরানার সিরিজের পরিচালনায় অনুরাগ পতি।

আমি তো মামা হয়েছি

এ মন্তব্য সলমন খানের। ২০১১ সালে ঐশ্বর্য রাই ও অভিষেক বচ্চনের কন্যা আরাধ্যা বচ্চনের জন্মের পর তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন। সম্প্রতি গোবিন্দা-পত্নী সুনীতা আহুজার পডকাস্টে এসে সাংবাদিক হীনা কুমায়ট জানিয়েছেন, সলমনকে দিয়ে আরাধ্যা সংক্রান্ত কোনও মন্তব্য করানোর দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয় তাঁর চ্যানেলের তরফে। সলমন তখন একটি মোবাইল ফোনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে হীনাদের চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছেন। হীনা বলেছেন, 'তখন সলমনের সঙ্গে ঐশ্বর্যর সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা মানে ঐশ্বর্যকে অমর্যাদা করা হবে বলেই আমার মনে হয়ছিল। তখন একটা প্ল্যান করি। সে সময় সলমনের ভাই সোহেলের ছেলে হয়েছে। আমি ঘুরিয়ে সলমনকে জিজ্ঞাসা করি, কাকা হয়ে কেমন লাগছে? উনি বললেন শুধু কাকা নয়, আমি তো মামাও হয়েছি। আমি চাই ওদের ১১টি সন্তান হোক।' এই কথাতেই পরিষ্কার, সলমন অভিষেক আর ঐশ্বর্যর কন্যাকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

আমিরের ছবিতে অরিজিৎ

'আর প্লেব্যাক করব না'। অরিজিৎ সিংয়ের এই সিদ্ধান্তের পর জিয়াগঞ্জে স্বয়ং আমির খান তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। জল্পনা ছিল তিনি বুঝি সিদ্ধান্ত বদলাতে বলবেন। শেষ পর্যন্ত অরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাকের আপডেট এল। আমির খান প্রোডাকশনসের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলা হয়েছে, আমিরের আগামী ছবি এক দিন-এর টাইটেল সং গেয়েছেন অরিজিৎ। ভিডিওতে সে গানের জন্মের মুহূর্ত থেকে পরিণতির প্রতিটি মুহূর্ত ধরা পড়েছে। অরিজিৎ গাইছেন, আমির একটু দূরে বসে আছেন--কখনও দুজন আলোচনা করছেন, কখনও আমির পরামর্শ দিচ্ছেন বা গল্প করছেন, কখনও বা তিনি নিছকই শ্রোতা। এছাড়াও ভিডিওতে আছে দুজনের একসঙ্গে জিয়াগঞ্জে কাটানোর দিনগুলোর খণ্ড মুহূর্ত, আড্ডা, খাওয়া, বেড়ানো---দুজনের পারস্পরিক বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব, একে অপরের প্রতি সম্মান এবং নির্ভরশীলতা সবই উঠে এসেছে ভিডিওয়। এ গানের সুর রাম সম্পথের, কথা ইরশাদ কামিলের। এ ছবির নির্মাণে অনেক দিন পর আমির আবার মনসুর খানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। কেয়ামত সে কেয়ামত তক, জো জিতা ওহি সিকান্দর-এর মতো ছবি দুজনে গাঁটছড়া বেঁধেই তৈরি করেছিলেন। এক দিন-এর পরিচালক সুনীল পান্ডে। নায়ক জুনেইদ খান, নায়িকা সাই পল্লবী।

কেরালা নিয়ে বিতর্কের আঁচে বলিউড

'কেরালা স্টোরি ২' নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্ক বেধেছে। 'সত্য ঘটনা'র ওপর আধারিত বলে প্রচার করা হচ্ছে। আর এই প্রচারের ফলাফল হচ্ছে মারাত্মক। কেরলে ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট করার চক্রান্ত বলে ছবিটাকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কেরালা স্টোরি ২ ছবিতে কেরালার তিনজন মেয়ের গল্প তুলে ধরা হয়েছে যাদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা এবং নির্যাতন করা হয়েছে। ছবির টিজার এবং ট্রেলারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে, অনেকে এটিকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক নেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতারা উভয়ই ছবিটির সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে 'প্রোপাগন্ডা সিনেমা' বলে অভিহিত করেছেন।

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক কামাখ্যা নারায়ণ সিং, যিনি কেরালা স্টোরি ২ পরিচালনা করেছেন, এএনআই-এর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানান যে, 'আমি একজন তথ্যচিত্র নির্মাতা। আমি সবসময় এমন তথ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্র তৈরি করেছি যা সামাজিক কুফল এবং সমাজের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে। এই কারণেই আমি সবসময় একটি চলচ্চিত্র বা তথ্যচিত্র মুক্তি দেওয়ার আগে সমস্যা বোঝার জন্য, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করি। একে যদি ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমি সিনেমা বানানো ছেড়ে দেব।'

প্রসঙ্গত, কেরালা ২-এর ট্রেলার প্রকাশের পর সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ছবিটির সমালোচনা করেছেন। এটিকে 'ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হুমকি' বলে অভিহিত করেছেন। যদিও নির্মাতাদের দাবি, ছবিটি কখনোই রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়। প্রযোজক বিপুল অমৃতলাল শাহ বলেছেন, 'আমরা কখনোই কেরালার পিছনে পড়িনি। কেরালা ঈশ্বরের দেশ। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই রাজ্যের সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ুক।'

৬০০ পর্ব, মেগার দিন ফেরাল তুই আমার হিরো

এখন বাংলা মেগা ধারাবাহিকের বেশ দুঃসময়—একের পর এক ধারাবাহিক শুরু হচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, মেগা সিরিয়াল কি আর চলবে এই সময়ে? এই দুশ্চিন্তার কফিনে পেরেক ঠুকল, 'তুই আমার হিরো' মেগা সিরিয়ালটি। জি বাংলার এই সিরিয়াল ৬০০ পর্ব পার হয়ে মার্চ মাসে শেষ হচ্ছে। তার সঙ্গে স্টার জলসার শুভ বিবাহও এই গৌরব অর্জন করছে। তুই আমার-এর শুটিং সদ্য শেষ হয়েছে। ধারাবাহিকের অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'গত মার্চে শুরু হয়েছে, এবারের মার্চে শেষ হচ্ছে---একেবারে এক বছর ধরে আমাদের ধারাবাহিক চলল। যেখানে দু মাস চলে না আজকের ধারাবাহিক, সেখানে এক বছর চলা খুবই আশার কথা।' নায়ক রুবেল দাস বলেছেন, 'আমার আগের সিরিয়াল নিমফুলের মধুর নায়ক সৃজনকে ভালোবেসেছেন দর্শক, এবার তুই আমার হিরোতে শাক্যকেও সেই ভালোবাসা দিয়েছেন। আট মাসে রেটিং চার্টে প্রথম, তারপর স্লট লিডার হয়েছি। মাঝে একটু বদল হয়েছিল, শেষ হবার সময় আবার সেই দিনই ফিরে এল। একটা মেগা সিরিয়ালের কাছ থেকে আর কি চাইব!' তিনি এই সাফল্যের জন্য গল্প, চিত্রনাট্যকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। সকলে আনন্দ করে চোখে জল নিয়ে হেসে, মাংস ভাত মিষ্টি দিয়ে শুটিং শেষের দিন কাটালেন। তুই আমার হিরোর গল্পে এক বিখ্যাত নায়কের জীবন উঠে এসেছে। স্টার জলসার শুভ বিবাহতে ওয়েডিং প্ল্যানার আর বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলার গল্প আছে। নায়ক হানি বাফনা, নায়িকা সোনামণি সাহা। ২০২৪ সালের জুন থেকে এই ধারাবাহিক শুরু হয়েছে, চলতি বছর মার্চে শেষ হচ্ছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি শুটিং শেষ হয়েছে।

বাফটায় সম্মানিত ধর্মেন্দ্র

২০২৬-এর বাফটা মেমোরিয়াম বিভাগে সম্মানিত হলেন ধর্মেন্দ্র। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি এই সম্মান পেলেন চলতি বছর। তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা সম্মানিত হলেন, তাঁরা হলেন, রবার্ট ডুভাল, টম স্টোপাড প্রমুখ। ২০২৬-এর বাফটায় ভারতীয় চলচ্চিত্র বিভাগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বাফটায় মণিপুরি ছবি বুং সেরা শিশু চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পরিচালিত এই ছবি এক বালককে নিয়ে, যে বুং ভাষা মণিপুরীতে অনুবাদ করে। এর সঙ্গে সে তার বাবাকে খোঁজে, এই সফরে জুড়ে যায় মণিপুর ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা। ছবির প্রযোজক ফারহান আখতার।

ছোট তারা

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির সুপ্রিয়া পাল নাচে সকলের নজর কেড়েছে।

নিষেধাজ্ঞা উঠল

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ থেকে আসা পর্যটকদের ফের হোটেল ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার এসএফ রোডের একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠকে করে একথা জানান সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষের কথায়, 'ভোটাভুটির মাধ্যমে সংগঠনগতভাবে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দীর্ঘ কয়েকমাস পর বাংলাদেশি পর্যটকদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।'

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাশ্মীর কলোনি এলাকায় অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন মহম্মদ সাকিল, সুন সরকার ও পবনকুমার সিং। রবিবার রাতে ধৃতদের পাকড়াও করে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ৩৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ বিট্টু। তিনি ডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

কোথাও দোকান বন্ধ, কোথাও শুধু নোটিশ

অভিযানে পক্ষপাত

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মাসদুয়েকের বিরতির পর খাদ্য সুরক্ষার বিশেষ টাস্ক ফোর্সের অভিযান শুরু হতেই ফের শহরের একটি নামী রেস্তোরাঁর সংরক্ষিত মাংসে পোকা মিলেছে। আর একটি মিষ্টির দোকানের কারখানায় জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী অব্যবস্থা মিলেছে। কিন্তু এরপরেও ওই রেস্তোরাঁ এবং মিষ্টির দোকানকে নোটিশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে পুরনিগম। আর এখানেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে পুরনিগমের বিরুদ্ধে। এনটিএস মোড়ের ওই রেস্তোরাঁর মালকিন শাসকদল-ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবীর নিকটাত্মীয়। এ কারণেই ওই রেস্তোরাঁকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বিরোধীরা অন্তত এমনটাই অভিযোগ তুলছেন। তাঁরা ওই রেস্তারাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবিতেও সরব হয়েছেন। তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখারও দাবি তোলা হয়েছে।

■ গত ৯ মাসে খাদ্য সুরক্ষার বিশেষ দল শহরে ৫৬০টি এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে

■ অভিযানের সময় ৮৯টি নিম্নমানের মজুত করা খাবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করা হয়েছে

■ কিন্তু এই নমুনা পরীক্ষার পর কী ফলাফল এল সেটা এখনও খোলসা করেনি পুরনিগম

> যে দোকানগুলির বিরুদ্ধে এত গুরুতর অভিযোগ উঠে এল আগে সেগুলিকে বন্ধ করতে বলার কথা। কিন্তু খাদ্য সুরক্ষার দল সেগুলি করছে না। বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে রেস্তোরাঁ এবং মিষ্টির দোকানকে।
>
> -অমিত জৈন

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন খাদ্য সুরক্ষা টিমের এই অভিযানে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'যে দোকানগুলির বিরুদ্ধে এত গুরুতর অভিযোগ উঠে এল আগে সেগুলিকে বন্ধ করতে বলার কথা। বন্ধ করে তদন্ত করে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ করা উচিত ছিল। কিন্তু খাদ্য সুরক্ষার দল সেগুলি করছে না। বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে রেস্তোরাঁ এবং মিষ্টির দোকানকে।' সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি এই অভিযোগ করেছেন। পালটা অমিতকে আগে নিজের ওয়ার্ড সামাল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'খাদ্য সুরক্ষার দল নিজের কাজ করছে। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা খেলা করি না। তবে অমিত আগে নিজের ওয়ার্ড সামলাক। ওখান থেকে রোজ আমার কাছে অভিযোগ আসে। আজও আমাদের কাছে এলাকার আবর্জনাময় নিকাশিনালার ছবি এসেছে।'

অন্যদিকে, এদিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের সাফাই গেয়েছেন দেশবন্ধুপাড়ার মিষ্টির দোকানের মালকিন। পুরনিগমের সমস্ত নির্দেশিকা তাঁরা মানবেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁদের যে ফ্রিজে মাংস রাখা ছিল সেটার সঙ্গে মিষ্টির দোকানের কোনও সম্পর্ক নেই বলেও দাবি করেছেন তাঁরা। ওই ফ্রিজ কর্মীরাই ব্যবহার করেন বলে দাবি তাঁদের। দোকানের মালকিন অন্বেষা মোদকের বক্তব্য, 'পুরনিগম আমাদের যে ভুল ধরিয়ে দিয়েছে আমরা সেগুলি শুধরে নেব। পাঁচটি বিষয় তারা আমাদের বলেছে ঠিক করতে। সেগুলি আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি।'

শনিবার এনটিএস মোড় থেকে দেশবন্ধুপাড়া পর্যন্ত এলাকায় অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষার বিশেষ দল। ওই সময় এনটিএস মোড়ের একটি রেস্তোরাঁর ফ্রিজ থেকে মেলে পোকাধরা মুরগির মাংস এবং ছাতাধরা মোমো। এর আগে যে বিরিয়ানির দোকানে এভাবে পোকাধরা মাংস মিলেছিল সেটা খাদ্য সুরক্ষার বিশেষ দল সরাসরি বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ধ না করে নোটিশ দিয়ে কারণ দর্শাতে বলেই ক্ষান্ত হয়েছে পুরনিগম। অমিতের দাবি, 'ছোট ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ দিলেও বড়দের ছেড়ে দিচ্ছে পুরনিগম।'

এদিকে গত ৯ মাসে ওই দল শহরে মোট ৫৬০টি এলাকা থেকে নুমনা সংগ্রহ করেছে। ৮৯টি নিম্নমানের মজুত করা খাবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করা হয়েছে। পুরনিগম এমনই তথ্য তুলে ধরেছে। কিন্তু এই নমুনা পরীক্ষার পর কী ফলাফল এল সেটা এখনও খোলসা করেনি পুরনিগম।

চিকিৎসককে হেনস্তার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : চোর সন্দেহে এক তরুণকে গণপিটুনির দৃশ্য দেখে জনতাকে শান্ত করে, ওই তরুণকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করতে গিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক মৈনাক মুখোপাধ্যায় উলটে জনতার রোষের মুখে পড়েন। তাঁক ও তাঁর সঙ্গীকেই হেনস্তা ও মারধর করা হয়। এদিকে, যে দোকানে ওই তরুণ চুরি করতে এসেছিল বলে অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী শেখ মিরের পালটা বক্তব্য, 'আমরা নিজেরাই পুলিশকে ফোন করে ডাক দিয়েছিলাম। দিনের পর দিন চুরি হওয়ায় আমরা বিরক্ত। তাই ওই তরুণকে একটু মারধর করা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু নয়।' যদিও চিকিৎসককে মারধরের প্রসঙ্গে শেখ মিরের যুক্তি, 'আমার ছেলের ওপরেও তো ওই চিকিৎসক চড়াও হয়েছিলেন। তাহলে আমরাও ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনি পথে যাব।'

এদিকে, মারধরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আমি বিষয়টা জানার পরেই পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।'

মৈনাক বলেছেন, 'এদিন দুপুরে আমি ওই মার্কেট কমপ্লেক্সের একটি সেলুনে গিয়েছিলাম। নামার সময় দেখি, ওই তরুণকে বেধড়ক মারধর করা হচ্ছে। এরপরই আমি এব্যাপারে সরব হই। এরপরই ওরা আমার ওপর চড়াও হয়।' মৈনাকের অভিযোগ, তাঁর চোখে আঘাত করার পাশাপাশি ঠোঁটেও মারা হয়। এমনকি পিঠে আঁচড়ও মারা হয়। এদিকে, মৈনাকের এই পরিস্থিতি দেখে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আসা তরুণও মার খান। পরে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ এসে চুরির অভিযোগে মার খাওয়া তরুণকে আটক করে নিয়ে যায়।

বেতন না পেয়ে ক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : এখনও জানুয়ারি মাসের বেতন পাননি শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রায় ১৭০০ চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী। অভিযোগ, সুডার (স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) থেকে অর্থবরাদ্দ না আসায় ওই কর্মীদের এখনও পর্যন্ত বেতন হয়নি। আর জানুয়ারি মাসের বেতন ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখ পর্যন্ত না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই অস্থায়ী পুরকর্মীরা।

এদিকে, গোটা ঘটনায় পুরনিগম এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওই সমস্ত কর্মীর বেতন না হলে পুর কমিশনার অশ্বিনী রায়ের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর আরও অভিযোগ, কমিশনার অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি আগে মেয়রের থেকে অনুমতি নিতে বলেছেন। অমিতের বক্তব্য, 'এতজন কর্মীর এখনও বেতন হয়নি। পুরনিগমের কোনও হেলদোল নেই। আমি কমিশনারের কাছে দেখা করতে চেয়ে সময় চাইলাম। কমিশনার আমাকে বললেন মেয়রের থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে।' এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'প্রতিমাসে ওই কর্মীদের একটু দেরিতেই বেতন হয়। নতুন কিছু নয়। এবার দু'তিনদিন সময় বেশি লাগছে। তবে হয়ে যাবে। উনি আদতে কিছুই জানেন না।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে সুডার মাধ্যমে এই ১৭০০ চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে নিয়োগ করা হয়। এই কর্মীরা কেউ নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ করেন, কেউ রাস্তা ঝাড়ু দেন। অনেকে আবার অন্যান্য কাজেও যুক্ত রয়েছেন। এঁদের প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে বেতন হয় বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু জানুয়ারি মাসের মাইনে এখনও পর্যন্ত অস্থায়ী কর্মীরা পাননি। অনেকেই তাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন বলে দাবি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের। কী কারণে সমস্যা হচ্ছে তা জানার জন্য পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন অমিত জৈন। কমিশনার দেখা না করায় তাই ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তিনি। এই সময়কালে কর্মীদের মাইনে না হলে কমিশনারের ঘরের সামনে অবস্থানে বসবেন বলে জানিয়েছেন। বেতন না হওয়া প্রসঙ্গে পুরনিগমের এক সাফাইকর্মীর বক্তব্য, 'প্রতি মাসে ১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে তো বেতন হয়ে যায়। এই মাসে এখনও টাকা পাইনি। এই ক'টা টাকার ওপরে ভরসা করে সংসার চলে। তাও যদি দেরিতে পাই তবে কী করে চলব'

অসমাপ্ত বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারে রংয়ের পোঁচ। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

আজ শহরে

■ মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সওয়া ৬টায় শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের স্মারক বক্তৃতা এবং নিউ আলিপুর নাট্যচর্চার নাটক 'মুখ'।

রাস্তা দখল করে পার্কিং

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি পুরনিগম চত্বরে গেলে চোখে পড়ে সদর গেটের দুই ধারে রাস্তার একাংশজুড়ে অবৈধভাবে পার্ক করা রয়েছে প্রচুর বাইক। সোমবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও পুরনিগম কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা বলেন, 'সদর গেটের দুই ধারে বাইক দাঁড় করানোর কথা নয়। তা পুরোপুরিভাবে অবৈধ। আমরা শীঘ্র সেখানে নো পার্কিং জোন লেখা সাইনবোর্ড লাগাব। তারপরও যদি সেখানে কেউ বাইক পার্ক করেন তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'পুরনিগম সংলগ্ন এলাকায় সুনির্দিষ্ট পার্কিং জোন গড়ে তোলা হবে। এর জন্য ইতিমধ্যে জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরনিগমের কাছেই এই পার্কিং জোন তৈরি হবে।'

বিভিন্ন কাজে শহরের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ শিলিগুড়ি পুরনিগমে আসেন। তাঁদের অনেকে বাইক নিয়ে আসেন। কিন্তু বাইক নিয়ে তাঁদের পুরনিগমে ঢুকতে দেওয়া হয় না। পথ আগলে দাঁড়ান নিরাপত্তারক্ষীরা। অথচ আশপাশে কোনও পার্কিং জোনও নেই। এমন পরিস্থিতিতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ রাস্তার একাংশ দখল করে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখেন। ফলে কোর্ট মোড় সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তায় মাঝেমধ্যে যানজটের সমস্যা তৈরি হয়।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এবিষয়ে বলেন, 'পুরনিগমের নতুন ভবন তৈরি করা হলেও সাধারণ মানুষের কথা ভেবে উপযুক্ত পার্কিং জোন করা হয়নি। ভিতরে জায়গাও নেই। সবটাই পরিকল্পনাহীন। ফলত সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তার একাংশ দখল করে বাইক পার্ক করছেন। এর জন্য পুরনিগম কর্তৃপক্ষ দায়ী।'

শহরের সন্তোষীনগর এলাকার বাসিন্দা রাহুল দাস এদিন পুরনিগমে ঢোকার মুখে বাঁদিকে নিজের বাইক দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'বিশেষ কাজে পুরনিগমে এসেছিলাম। কিন্তু পার্কিংয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা না থাকায় রাস্তার এক ধারে বাইক রাখতে হয়েছিল। পুরনিগমের তরফে উপযুক্ত পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত করা হলে ভালো হয়।' মিলনপল্লির বাসিন্দা তারকেশ্বর প্রসাদের অভিযোগ, 'পুরনিগমে কোনও পার্কিং জোন না থাকায় খুব সমস্যা হয়। সবাই রাস্তার একাংশ দখল করে বাইক রাখেন। তাই আমিও রেখেছিলাম।'

■ পুরনিগম চত্বরে সাধারণ মানুষের জন্য কোনও পার্কিং জোন নেই

■ বাধ্য হয়ে পুরনিগমের সদর গেটের দু'ধারে রাস্তার একাংশ দখল করে অবৈধভাবে বাইক পার্ক করতে হয়

■ এর ফলে মাঝেমধ্যে যানজটের সমস্যা তৈরি হয়

পুরনিগমের তরফে শীঘ্রই পার্কিং জোন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ততদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ তাঁদের বাইক বা গাড়িগুলি কোথায় রাখবেন সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

হাসপাতালের ভেতরে টোটো

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সোমবার বিকেলে জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড় করানো ছিল একটি টোটো। টোটোটির চালক অবশ্য বেপাত্তা। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এক নিরাপত্তারক্ষী টোটোটিকে ঠেলে একধারে নিয়ে যান। হাসপাতাল চত্বরে টিকিট কাউন্টারের উলটোদিকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল বেশ কয়েকটি টোটোকে। সেগুলিরও চালকের দেখা মেলেনি। জরুরি বিভাগ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড় করানো একটি টোটোর চালককে এখানে কেন প্রশ্ন করতেই জবাব এল, 'বাড়ির লোক নিয়ে এসেছিলাম। তাই দাঁড়িয়ে আছি। চলে যাব।'

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অন্দরমহলে টোটোর অবাধ দৌরাত্ম্য দিন-দিন বেড়েই চলেছে। জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, টিকিট কাউন্টারের উলটোদিক, সর্বত্র টোটোচালকদের অবাধ বিচরণ। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক টোটোচালক পরিমল ঘোষ বলেন, 'রোগী নিয়ে এসেছিলাম। আমাকে দাঁড়াতে বলেছে। তাই দাঁড়িয়ে আছি।' অন্যদিকে, হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক টোটোচালক বলেন, 'পেটের ভাত জোগাড় করতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তবে আমি একা না, অন্যরাও এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।'

মূলত যাত্রীদের অপেক্ষায় টোটোচালকরা নিয়মের তোয়াক্কা না করেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে মাঝেমধ্যে যানজট সৃষ্টি হয়। কখনো-কখনো অ্যাম্বুল্যান্সকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে। যদিও হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষের দাবি, 'বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পুলিশে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ আশ্বস্ত করে বললেন, 'শীঘ্রই অভিযান চালানো হবে।'

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে টোটোর দৌরাত্ম্য নতুন কোনও কথা নয়। তবে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জেলা হাসপাতালের অন্দরমহলে যেভাবে টোটোর দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তাতে কর্তৃপক্ষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। অভিযোগ, রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার অছিলায় টোটোচালকদের একাংশ ভিতরে ঢুকে পড়েন। এরপর সেখানেই পরবর্তী যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন চালকরা। সাহুডাঙ্গির বাসিন্দা সুমিত্রা রায় এদিন পুত্রবধূকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। বললেন, 'দু'দিন ধরে নিয়মিত হাসপাতালে আসতে হচ্ছে। প্রায়ই হাসপাতাল চত্বরে টোটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। আমার মনে হয়, এবিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত।' একই দাবি অ্যাম্বুল্যান্সচালকদেরও। অ্যাম্বুল্যান্সচালক দেবাশিস দাস বলেন, 'যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড়িয়ে থাকায় রোগীদের নিয়ে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদাসীন।'

> যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড়িয়ে থাকায় রোগীদের নিয়ে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদাসীন।
>
> -দেবাশিস দাস অ্যাম্বুল্যান্সচালক

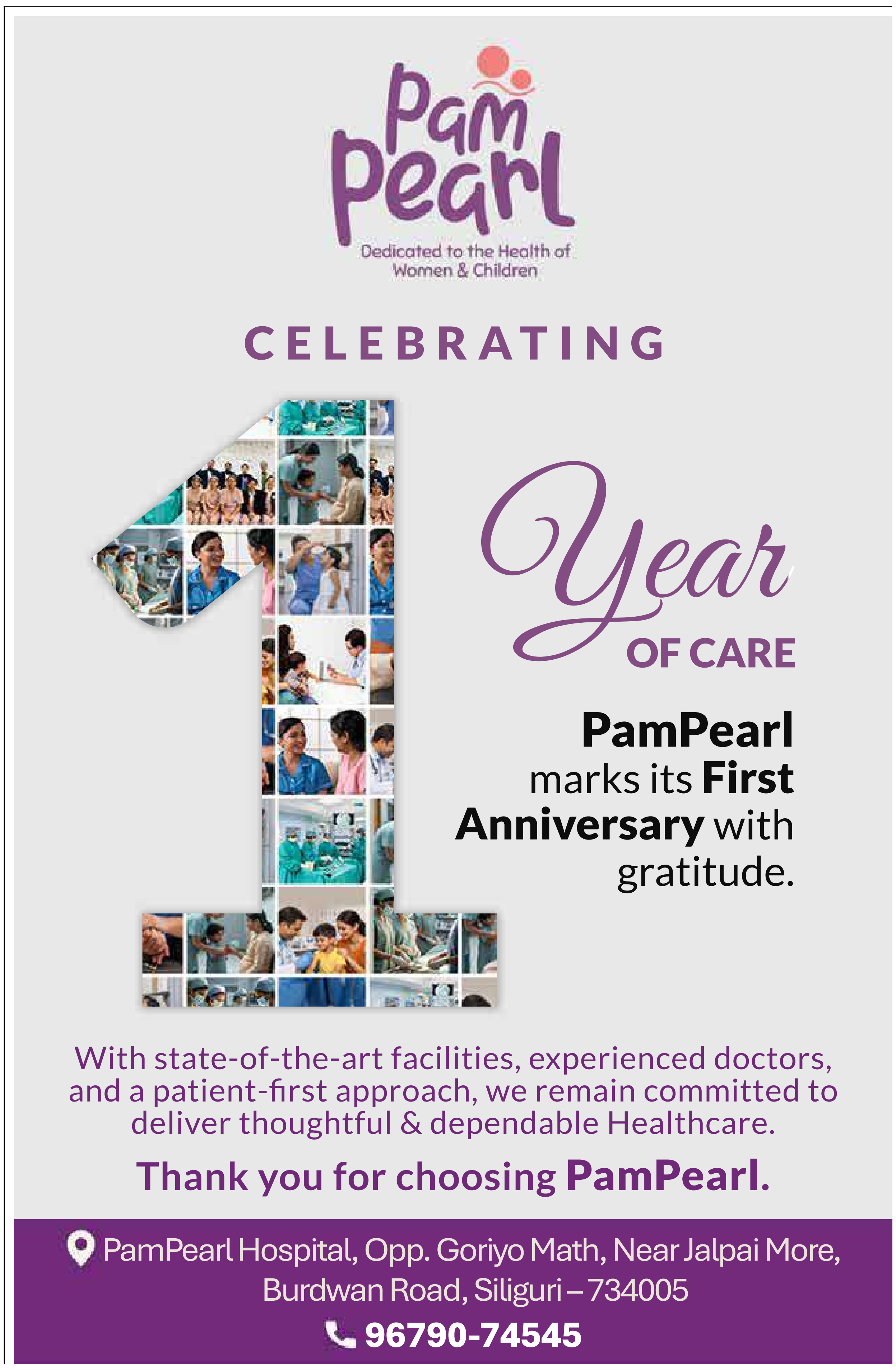

অপূর্ব... *হলুদ টিউলিপ দেখতে ব্যস্ত পড়ুয়া। নয়াদিল্লির টিউলিপ ফেস্টিভালে। সোমবার। -পিটিআই*

'আমি হাজির থাকব, কথা হয়েছিল'

বায়োপিকের শুটিং, জানেনই না করিমুল

শুভদীপ শর্মা ও অভিষেক ঘোষ

লাটাগুড়ি ও মালবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারি : 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' হিসেবে মেগাস্টার দেব যে অভিনয় করবেন তা সবারই জানা ছিল। কিন্তু তিনি যে উত্তরবঙ্গে এই সিনেমার শুটিং শুরু করে দিয়েছেন তা খোদ করিমুল হকেরই জানা ছিল না। জানতে পারার পর তাঁর মন খারাপ। পাশাপাশি, এনিয়ে ক্ষোভও উগরে দেন। এনিয়ে বিতর্কের পাশাপাশি ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। শুটিং ইউনিট বা অভিনেতা দেবের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারায় করিমুল তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন। যাতে আর কাউকে প্রিয়জন হারাতে না হয় সেজন্য তিনি সেই শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে নিজের বাইকটিকে অ্যাম্বুল্যান্সে বদলে ফেলেন। সেটিতে করেই বছরের পর বছর ধরে ডুয়ার্সের দুর্গম পথ পেরিয়ে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে তিনি অসংখ্য প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই অসামান্য অবদানের জন্যই তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী সম্মান পান। ডুয়ার্সের মানবিকতার মুখ হিসেবে পরিচিত 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' তথা পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক করিমুল হকের জীবনকাহিনী এবার রুপোলি পর্দায় উঠে আসতে চলেছে। সেই লড়াকু মানুষের চরিত্রেই দেব অভিনয় করছেন।

সোমবার সকাল থেকে মেটেলি ব্লকের বর্তমানে বন্ধ থাকা কিলকোট চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় এই ছবির শুটিং শুরু হয়। বাগানের ১০ নম্বর লাইনে দেব যখন কখনও রোগীকে উদ্ধার করার দৃশ্য আবার কখনও অ্যাকশন মুডে ব্যস্ত ছিলেন, তখন নিজের বাড়িতে বসে করিমুল বাইক পরিষ্কারে ব্যস্ত। তাঁর গ্রাম ধওলাগুড়ি থেকে শুটিংয়ের এই জায়গাটি মাত্র ৩৯ কিলোমিটার দূরে। ছবির কিছু অংশের শুটিং আগেই কলকাতায় সম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁর ব্যবহৃত বাইক অ্যাম্বুল্যান্সটিও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে করিমুল জানান। কয়েকদিন আগে চিকিৎসার প্রয়োজনে কলকাতায় থাকাকালীন অভিনেতার সঙ্গে তাঁর হাসপাতালেই দেখা হয়েছিল।

সেই কথোপকথন স্মরণ করে করিমুল বললেন, 'এখানে যখন শুটিং হবে সেখানে আমি হাজির থাকব বলে কথা হয়েছিল।' কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, রবিবার দেব ডুয়ার্সে এসে এদিন থেকে শুটিং শুরু করলেও করিমুলকে কিছুই জানানো হয়নি। রবিবার রাতেই এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে করিমুল দেবের আসার খবর পান। শুটিংয়ে হয়তো তাঁকে ডাকা হবে বলে এরপর তাঁর মনে আশা জাগলেও এদিন শুটিং শুরু হলেও ইউনিটের তরফে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। ম্লান মুখে করিমুলের মন্তব্য, 'এমনটা আশা করিনি।' অন্যদিকে, এদিন দিনভর কিলকোট চা বাগানে শুটিং চললেও সাধারণ মানুষের ভিড় তেমন চোখে পড়েনি। লোকেশনে দেবের সঙ্গে অভিনেতা পার্থসারথি চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। শুটিং নির্বিঘ্ন করতে দেবের নিজস্ব দেহরক্ষী ছাড়াও মেটেলি থানার পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। মঙ্গলবার মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও রাঙ্গামাটি চা বাগানে পরবর্তী শুটিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, বন্ধ চা বাগানে শুটিং চলায় শ্রমিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। যেখানে বাগান বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে সিনেমার শুটিংয়ের সার্থকতা কোথায় বলে সাধারণ শ্রমিকরা প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রমিক নেতা রামচন্দ্র পোর্জা বলেন, 'দেব শাসকদলের সাংসদ। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমরা তাঁকে আমাদের বাগানের অচলাবস্থা মেটানোর কথা বলব।'

বাড়িতে বাইক পরিষ্কারে ব্যস্ত করিমুল হক। সোমবার।

> **এখানে যখন শুটিং হবে সেখানে আমি হাজির থাকব বলে কথা হয়েছিল।**
> **-করিমুল হক**

৪৬ জনকে উদ্ধার সেনাবাহিনীর

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু, নাথু লায় বেড়াতে গিয়ে রবিবার বিকালে ভারী তুষারপাতের জেরে প্রচুর পর্যটক আটকে পড়েন। খবর পেয়ে সোমবার উদ্ধারকার্যে হাত লাগায় সেনাবাহিনী। সেনা সূত্রে খবর, আচমকা তীব্র তুষারপাতের জেরে পর্যটকদের নিয়ে বেশ কিছু যানবাহন আটকে গিয়েছিল। দ্রুত সেখানে পৌঁছে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করার পাশাপাশি তাঁদের সেনাছাউনিতে নিয়ে গিয়ে পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র, খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়।

মোট ৪৬ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করার পাশাপাশি নিকটতম সেনাছাউনিতে এনে রাখা হয়েছে বলে খবর। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া সব পর্যটকই শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত সেখান থেকে গ্যাংটকে ফেরত পাঠানো হবে।

এর পাশাপাশি পর্যটকদের ১৫০টিরও বেশি যানবাহনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল তথা জনসংযোগ আধিকারিক মহেন্দ্র রাওয়াত প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনা সবসময় সাধারণের সুরক্ষা নিয়ে সচেতন রয়েছে। পূর্ব সিকিমে এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সেনাবাহিনী সমস্ত ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে মানুষের সহায়তায় সবসময় কাজ করে চলেছে।

তুষারপাতে আটক গাড়ির লম্বা লাইন। সোমবার।

মার খাচ্ছে গ্রীষ্মের সবজি চাষ

টানা চার মাস অনাবৃষ্টির জের

শুভাশিস বসাক ও শুভদীপ শর্মা

ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : অক্টোবর থেকে বৃষ্টি নেই। আলুর ফলন তাতে ভালো হলেও ক্রান্তি-ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ির সবজি বলয়জুড়ে গরমের জলদি সবজিতে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। পটল, ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, লংকার মতো সবজিখেত জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু জায়গায় আবার ঢ্যাঁড়শখেতে জলের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার সবজিচাষিরা। বাধ্য হয়ে সব জমিতেই কৃত্রিম জলসেচের বন্দোবস্ত করে জলের জোগান দিতে হচ্ছে। ফলে বেড়েছে ডিজেল ও বিদ্যুতের খরচ। শুকনো ও গরম আবহাওয়ায় বেড়েছে পোকামাকড়ের উপদ্রবও। তার দমনে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামীদিনে সবজির দাম বাড়বে বলেই আশঙ্কা কৃষি মহলের।

জেলার অন্যতম কৃষি বলয় হিসেবে পরিচিত ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ক্রান্তি ব্লক। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শীতকাল ও পরবর্তী সময়েও ব্যাপক হারে চাষ হয় ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, পুঁইশাক, শসা, টমেটো, উচ্ছে ও লংকা। কিন্তু এবার চার মাসেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টির অভাবে জমিতে আর্দ্রতা না থাকায় সেচের মাধ্যমে চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। পাশাপাশি হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বেড়েছে পোকামাকড়ের আক্রমণ।

ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি এলাকার কৃষক ভজন রায় জানান, তিনি প্রায় আধা বিঘা জমিতে ঝিঙের চাষ করেছেন। বৃষ্টির অভাব এবং হঠাৎ গরম পড়ায় ঝিঙেখেতে পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। সেচের জন্য বাড়তি খরচ তো রয়েছেই, তার ওপর নিয়মিত ওষুধ স্প্রে করতে হচ্ছে। একই কথা বলছেন ধূপগুড়ির কৃষক ধ্রুব রায়। তাঁর কথায়, 'জমিতে ঢ্যাঁড়শ চাষ করা হয়েছে। কিন্তু গরম বাড়ছে, তাতে পোকার আক্রমণ হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের মাধ্যমে জমির শুষ্ক ভাব কমাতে হচ্ছে।'

এদিকে কৃত্রিম জলসেচের খরচ বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদিত ফসলের দামের ওপর প্রভাব পড়ছে। ক্রান্তি ব্লকের চেংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের আপালচাঁদ বনবস্তির কৃষক দয়াল সরকার জানান, বর্তমানে বাজারে সবজির ভালো দাম থাকলেও আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব গাছে ব্যাপক ক্ষতি করছে। ফলে উৎপাদন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী বিপ্লব দাস বলেন, 'প্রতিবছর শীতকালে নিম্নচাপের জেরে অন্তত একবার বৃষ্টি হয়। কিন্তু গত অক্টোবরের পর থেকে জেলায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়নি। এর ফলে লংকা সহ বিভিন্ন ফসলে পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। পাশাপাশি হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধিও সবজি চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। কৃষকদের বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

চাষিরা মনে করছেন, ক'দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে মার খাবে উৎপাদন। আর তার জেরে বাজারে সবজির দাম আরও বাড়তে পারে।

> **জমিতে ঢ্যাঁড়শ চাষ করা হয়েছে। কিন্তু গরম বাড়ছে, তাতে পোকার আক্রমণ হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের মাধ্যমে জমির শুষ্ক ভাব কমাতে হচ্ছে।**
> **-ধ্রুব রায়** কৃষক

নিরাপত্তায় জোর

কিশনগঞ্জ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বুধবার বিহার সফরে আসছেন। ওইদিন সন্ধ্যায় তিনি প্রথমে কিশনগঞ্জ আসবেন। স্থানীয় বেসরকারি এমজিএম মেডিকেল কলেজের অতিথিশালায় রাতে থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জের জেলা প্রশাসনের অডিটোরিয়ামে তিনি জেলা প্রশাসনের বড় কর্তা, সামরিক, আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক ও বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করবেন। বৈঠকে চিকেন নেকের নিরাপত্তা স্বার্থে বিশেষ আলোচনা ও নীল নকশা তৈরি করা হবে সূত্রের খবর। তাঁর সফর উপলক্ষ্যে জেলার ইন্দো-নেপাল ও অদূরের বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

পিষে মারায়

প্রথম পাতার পর

সেই রাতের ঘটনায় সরাসরি পুলিশি-প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। শংকর অভিযোগ করেন যে, রাতের শহরে যত্রতত্র পাব ও বার খোলা থাকায় নিরাপত্তার চূড়ান্ত অভাব দেখা দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন। রাতের শহরে নজরদারি আরও বৃদ্ধি করা হবে বলে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং আশ্বাস দিয়েছেন।

ছড়াচ্ছে শিক্ষার আলো

প্রথম পাতার পর

দুই বোন আর আমি জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। তবে আমি পড়াশোনা করতে চাইতাম। সংসারে আর্থিক বাধাকে উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে কোচবিহারে নীলকুঠি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ওই দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর ব্রেইল পদ্ধতিতে কোচবিহার টাউন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি।' স্কুলের শিক্ষকদের আর্থিক সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্নাতক হন সঞ্জয়। ২০০৯ সালে টেটে বসেছিলেন তিনি। উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডাক পড়ে ইন্টারভিউয়ে। সেখানেও উত্তীর্ণ হন তিনি। তবে সঞ্জয় তো চোখে দেখতে পান না। তাহলে পাঠদান করবেন কী করে!

তাই শিক্ষকতার চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয় তাঁকে। পরবর্তীতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সঞ্জয়। অবশেষে ২০১২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান তিনি।

প্রতিদিন বাড়ি থেকে হেঁটেই স্কুলে যাতায়াত করেন। স্কুলে যাতায়াতে তাঁর ভরসা খুদে ছাত্রছাত্রীরাই। স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯০। শিক্ষক পাঁচজন। প্রধান শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য বলেন, 'সঞ্জয়ের পাঠদান সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি চোখে দেখতে না পেলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্দান্ত। তাই স্কুলের রিটার্ন, বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা দায়িত্ব তাঁর উপরেই থাকে।'

মার তিন সিটি অটোচালককে

প্রথম পাতার পর

সেখানেও ওই তরুণ লোহার রড নিয়ে চলে গিয়েছিল।' পরে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ সন্ত সাহা নামক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। রাজীবের আরও দাবি, 'মারধর করার সময় ওই তরুণ নিজেকে পুলিশের গাড়ির চালক হিসেবে পরিচয় দিচ্ছিলেন।' এই বিষয়ে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'ওই অভিযুক্ত আমাদের গাড়ি চালক কি না, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। যে অন্যায় করবে, তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় কালভার্টে ওভারটেক করা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজীবের অভিযোগ অনুযায়ী, ওভারটেক করতে না পেরে একটি গাড়িতে থাকা ওই তরুণ তাঁকে ক্রমাগত গালিগালাজ করছিলেন। পোস্ট অফিসের সামনে রাজীব গাড়ি থেকে নামতেই ওই তরুণ তাঁর ওপর চড়াও হন এবং গাড়ির চাবি দিয়েই তাঁর মাথায় আঘাত করেন। আশপাশে থাকা অন্য চালকরাও সেই মুহূর্তে এগিয়ে আসেননি। রাজীব অবশ্য বলেন, 'সকলের গাড়িতেই যাত্রী থাকার কারণে তাঁরা হয়তো এগিয়ে আসতে পারেননি। তবে অন্য সিটি অটোচালকরা ওই তরুণকে থামার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।'

মাটিগাড়ার ঘটনায় পরিমল বসাক জানান যে, বিশ্বাস কলোনির মোড়ে যাত্রী নামানোর সময় এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি এসে ঝগড়া শুরু করেন। পরিমলের অভিযোগ, 'হাত দেখানো সত্ত্বেও আমি নাকি সিটি অটো থামাইনি বলে অভিযোগ জানিয়ে ওই ব্যক্তি তর্কাতর্কি শুরু করেন। তারপর হঠাৎ করে ওই ব্যক্তি পাথর দিয়ে আমার গাড়ির কাচ ভেঙে দেন।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যানজট তৈরি হলে স্থানীয় কিছু তরুণ চালকদের ওপর চড়াও হন। রবীন্দ্রনাথ বর্মন জানান, 'পরিমলকে ওভাবে মার খেতে দেখে আমি নেমে যাই। পরিমলকে বাঁচাতে গেলে ওরা আমার ওপরও চড়াও হয়।' এই ঘটনায় রাজীব দাস নামক এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'প্রকাশ্যে এভাবে মারধর, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

দৃষ্টান্ত স্টার হাসপাতালের

শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল স্টার হাসপাতাল। জয়গাঁর বাসিন্দা রীতা প্রসাদের জরায়ুর জটিল সমস্যা সফলভাবে সমাধান করা হয় ল্যাপারোস্কোপি পদ্ধতিতে। স্টার হাসপাতালের ডাক্তার তমামী চৌধুরি ও তাঁর টিম নিখুঁতভাবে অপারেশন করেন। অপারেশনের মাত্র দুদিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ চিকিৎসক দল এবং মানবিক পরিষেবাই স্টার হাসপাতালের মূল শক্তি।

প্রয়াত সংগীত শিল্পী

বাগডোগরা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার শিবমন্দির চৈতন্যপুরের বাসিন্দা সংগীত শিল্পী সমরেন্দ্র দত্ত প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। আকাশবানী ও দূরদর্শনে প্রায় ৩৬ বছর সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের ছাত্র ছিলেন সমরেন্দ্র। বেশ কয়েকটি সিডি রয়েছে তাঁর।

জঙ্গি-যোগ

প্রথম পাতার পর

'আমার স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিনরাজ্যে কাজ করে।' কথা বলে জানা গেল, ভিনরাজ্যে উমর ঠিক কী কাজ করে, সেটা বাড়ির কেউ জানেন না। তবে সংসারে যখনই টাকার দরকার পড়ে, উমরকে ফোনে জানালেই টাকা চলে আসে। সিমির কথায়, 'প্রতি মাসে সংসার খরচ বাবদ টাকা পাঠাত ও। তবে নির্দিষ্ট কোনও টাকা নয়। কোনও মাসে ৫ হাজার, আবার কোনও মাসে ১০ হাজার টাকাও পাঠিয়েছে।'

একই সুরে উমরের মা রহিমা বিবি ও বাবা আতামান শেখও সন্তানকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তাঁদের দাবি, গত ৫ বছর ধরে মুম্বই, চেন্নাই ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালাতেন উমর। অথচ পুলিশের দাবি, ফারুক দেশবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত!

এদিকে, এই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে জেলায় শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। রাজ্য সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'শুধু একজন উমর ফারুক নয়, উমর ফারুকের মতো হাজারো জঙ্গির আঁতুড় এই বাংলা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মদতে তৈরি হচ্ছে জঙ্গি।' পালটা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মালদা জেলাতৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আশিস সিনহা বলেন, 'দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। হয়তো এই গ্রেপ্তারিও সেরকমই কোনও ঘটনার ফলশ্রুতি।' সঠিক তদন্তের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সব মিলিয়ে শান্ত গ্রাম আশিনটোলার শান্তি একটা খবরেই যেন তছনছ হয়ে গিয়েছে। পাড়ায় শান্ত ছেলে বলে পরিচিত উমর কি সত্যিই দেশদ্রোহী? নাকি পরিস্থিতির শিকার? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানিকচক।

ঝাড়খণ্ডে দুর্ঘটনায় এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স

রাঁচি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিগামী একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলার কর্মাটান্ড গ্রামের নিকটবর্তী একটি জঙ্গলে ভেঙে পড়ে। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সটিতে ৭ জন ছিলেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় সঞ্জয় কুমার (৪১) নামে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এছাড়াও অ্যাম্বুল্যান্সটিতে ছিলেন একজন চিকিৎসক, একজন টেকনিসিয়ান, দুজন অ্যাটেনডেন্ট, একজন পাইলট-ইন-কমান্ড ও একজন কো-পাইলট।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল জানিয়েছে, অ্যাম্বুল্যান্সটি সন্ধ্যা ৭টা বেজে ১১ মিনিটে রাঁচি থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরপর সেটি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। কিন্তু বেনারসের কাছে এসে অ্যাম্বুল্যান্সটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের।

জেলা প্রশাসনের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং উদ্ধারকাজ চলছে। তদন্তের জন্য এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-এর একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হচ্ছে।

প্রার্থীপদ রুখতে চিঠি

প্রথম পাতার পর

বুথ সভাপতি বিশ্বনাথ বর্মন এই চিঠিতে সই করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের এলাকায় রাজবংশী ভূমিপুত্র প্রার্থী চাই। তা না হলে বিরোধ হবেই।' তাঁর সংযোজন, 'অনেক আগেই শংকর মালাকারের জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে আমরা বাগডোগরার এক তৃণমূল নেতার সঙ্গে মিলে আপত্তি তুলেছিলাম। তাঁর জাতিগত শংসাপত্র জালিয়াতি করেই তৈরি হয়েছে। এখন দলে এসেছেন বলে আমরা তাঁর সঙ্গে থাকব এটা হতে পারে না।' তাঁর বক্তব্য, 'মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এক বিজেপি নেতার নেতৃত্বে আমরা এই স্বাক্ষর করে চিঠি দিয়েছি। আমরা চাই না রাজবংশী ছাড়া অন্য কেউ প্রার্থী হোক। এবার অন্য কেউ হলে আমরা তা মানব না।'

চিঠিতে সই করা মাটিগাড়া ব্লকের শিবমন্দিরের বাসিন্দা আনন্দ সরকার বলেন, 'আমরা সক্রিয়ভাবে দল করি না। তবে তৃণমূলের সমর্থক। আমাদের দাবি, এই আসনে স্থানীয় ভূমিপুত্র রাজবংশীকে প্রার্থী করা হোক।' তাঁর বক্তব্য, 'শংকর মালাকার এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত নন। তাঁর শংসাপত্র নিয়েও মামলা চলছে। তিনি এই বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাও নন। এখানে রাজবংশী ভোটারের সংখ্যা বেশি। রাজবংশী প্রার্থী দেওয়া হলে ভোটের ফল ভালো হবে।' তিনি বলেছেন, 'এর আগে শংকর দু'বার এখান থেকে জিতে বিধায়ক হওয়ার পরে আর ফিরে তাকাননি। তাই রাজবংশী প্রার্থী চেয়ে আমরা নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি।' ওই বিজেপি নেতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে, বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেছেন, 'আমাদের দলের নেতা তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে কেন মাথা ঘামাবেন? বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নেব।'

সূত্রের খবর, শিবমন্দিরের ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে শিসাবাড়ি সহ আশপাশে প্রচুর সরকারি জমি নয়ছয়ের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, রীতিমতো প্লট করে প্রচুর সরকারি জমি তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। চাপে পড়ে তিনি তৃণমূলে এসে পিঠ বাঁচাতে চাইছেন। এইজন্য তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন।

সিকিমে জোড়ার ইচ্ছে

প্রথম পাতার পর

তাঁর অনুগামীরা মনে করেন, সিকিমের সঙ্গে সংযুক্তি কালিম্পংয়ের উন্নয়নের একমাত্র পথ। ভোট নিয়ে তাই চর্চাই নেই কালিম্পংয়ে। ডেলোর রাস্তায় এক চায়ের আড্ডায় এলাকার তরুণ রাজেশ ছেত্রী বললেন, 'ভোট-টোট নিয়ে আমরা ভাবি না। আমাদের তো কোনও উন্নতি হবে না। শের কভি নিরামিষ নেহি খাতা। যো শের বনেগা, ওহি লুটপুটকে খায়েগা।'

গ্রামগুলির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সেভাবে তৈরি হয়নি। জল জীবন মিশন, জলস্বপ্ন, আম্রুত নামে প্রচুর জলের প্রকল্প রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তৃষ্ণা মেটাতে ভরসা সেই ঝোরা বা ঝরনার জল। এই না পাওয়ার কষ্ট কালিম্পংয়ের ভোট অঙ্ককে এবার জটিল করে তুলছে। কোনও এক প্রার্থীর আর ঢালাও ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই 'ল্যান্ড অফ অর্কিড'-এ।

ডম্বর চকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সামনের ক্যাফেটেরিয়ায় কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী পেনজো ভুটিয়া সাফ বললেন, 'এবার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) জয় সহজ হবে না।' তাঁর ব্যাখ্যায়, 'বিজিপিএম-এর মাটি শক্ত নয় বুঝেই কালিম্পংয়ে পুরভোট না করিয়ে প্রশাসক বসিয়ে রেখেছে।'

কালিম্পংয়ের চোরা বাটোতে পেনজোর কথারই প্রতিধ্বনি যেন। স্থানীয় বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা আপাদমস্তক ব্যবসায়ী। দুর্গম গ্রাম সিংজির বাসিন্দা রাজনীতিতে আনকোরা রুদেনকে ২০২১ সালে অনীত থাপা প্রার্থী করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি সেবার রুদেনকে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি কিছু করেছেন বলে তাঁর গ্রামের মানুষও বলতে পারেন না।

আম্রুত-২ প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে বলে রুদেন দাবি করলেও নেহরু রোডে স্থানীয় ব্যবসায়ী রমেন কার্কি শোনালেন ভয়াবহ পরিস্থিতি। তাঁর কথায়, 'সপ্তাহে দু'-তিনদিন পাইপলাইনে জল আসে। সেজন্য সরকারি কর্মীদের মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা দিতে হয়। মাঝেমধ্যে জলের গতি কমিয়ে বাড়তি টাকা চাওয়া হয়। সবাই সবকিছু জানে, কিন্তু কেউ ব্যবস্থা নেয় না।'

বিজিপিএম-এর ওপরে যেমন মানুষের ক্ষোভ রয়েছে, তেমনই বিজেপির ওপর সন্তুষ্ট নয়। রুদেনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনীত তাঁকে ফের প্রার্থী করবেন বলে খবর ভাসছে। বিজেপি দলীয় প্রতীকে প্রার্থী দেবে, নাকি আঞ্চলিক দলকে সমর্থন করবে, তা এখনও অনিশ্চিত। বিজেপির সহযোগী দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা কালিম্পং আসনটি দাবি করছে।

ডম্বরচকে দাঁড়িয়ে ইউসুক সিমিক বলছিলেন, মোর্চা নেতা সোনম ইয়াকা প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। আবার অজয় এডওয়ার্ডও (আইজিজেএফ) প্রার্থী দেবেন জানিয়েছেন। অজয়ের দলের নেতারা চাইছেন প্রাক্তন বিধায়ক হরকাবারাদুর আইজিজেএফ-এর হয়ে লড়ুন। হরকার সঙ্গে নাকি কথাবার্তা এগিয়েছে।

কালিম্পংয়ে হরকাবাহাদুরের কিছু প্রভাব এখনও আছে। তিনি প্রার্থী হলে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে অবশ্য রুদেন সুবিধা পেয়ে যাবেন। শেষপর্যন্ত যারই জয় হোক, কালিম্পংয়ের উন্নয়নের মুক্তির পথ স্থানীয়দের অজানাই।

এত সহজে বাঙালি হওয়া যায় নাকি!

প্রথম পাতার পর

বাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ হওয়ার পরামর্শ কার কে জানে! তবু সেপর্যন্ত হলে নাহয় চলত, মুখ খুলে 'চোলায় চোলায় বাজবে জয়ের ভেড়ি' বলে বাজার মাটি করে ফেললেন যে।

বলতে গেলে এমন কাণ্ডের বিরাম নেই। সংসদে তাঁর 'বঙ্কিমদা' বলা চমকে দিয়েছে বাঙালিকে। কেউ কি মোদিজিকে বোঝায়নি, বাঙালির কোথায় কাকে দাদা বলা যায়? রামকৃষ্ণ যে ঠাকুর- স্বামী নন, তাই বা কে বোঝাবে তাঁকে। এমন অনেক মণিমুক্তো ছড়িয়ে আর যাই হোক, বাঙালি মন জয় করা যায় না। বরং আরও বেশি করে তাঁর, তাঁদের অবাঙালি পরিচয়টা সামনে আসছে বারবার।

যেমন, বিজেপির এক বর্ষীয়ান সাংসদ মাতঙ্গিনী হাজরার নাম নিয়ে কুস্তি করে শেষে জানালেন তিনি একজন মুসলিম ছিলেন। বোঝো কাণ্ড! জ্যাঠামশাই বেঁচে থাকলে নির্ঘাত বলতেন, ফাইজলামি! দেশের মন্ত্রীসভার দুই নম্বর মানুষটি রবীন্দ্রনাথের পদবি ঠাকুর নয়, বেমালুম সানিয়াল বলে গেলেন ভরা সভায়।

বিজেপির আগের সভাপতি বিশ্বভারতীতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্ম শান্তিনিকেতনে। আর এখনকার সভাপতির কথা সত্যি হলে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নয়, নোবেল পেয়েছিলেন শান্তিতে। এসব কাণ্ড একবার, দু'বার হলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু বারবার হতে থাকলে তাকে কি নিছক মুখ ফসকানো কথা বলা যায়? নাকি পুরোদস্তুর অজ্ঞতা!

যখন সিধো কানহোর সঙ্গে ডহরবাবুর কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনও বিস্তর হাসি হয় বৈকি। তিনি বারবার একই কথা বললে তা আর মুখ ফসকে বলা থাকে কি? মোদির বঙ্গ অভিযানের আগে কে বা কারা তাঁর জন্য বক্তৃতার বয়ান তৈরি করেন, জানতে ইচ্ছে করে। তিনি কি বাঙালি? কতখানি বাঙালি? তিনি কি বাঙালির আবেগ বোঝেন? আর খামোকা মোদিকে বাঙালি হতেই বা কে বলল কে জানে!

কে জানাল, বাঙালি হলেই ভোট উপচে পড়বে! দাড়ি বাড়ালেই যে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, 'বিশ্বগুরু'-কে কে বোঝাবে। বরং বাঙালি সাজতে গিয়ে উলটে দিল্লির পদ্ম নেতারা যে হাসির খোরাক হচ্ছেন, সে বোধও নেই? আসলে চাইলেই যে বাঙালি হওয়া যায় না- কথাটা কবে যে বুঝবেন তাঁরা, কে জানে!

দলের প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালি বলে আত্মশ্লাঘায় চিঁড়ে ভেজে না। শ্যামাপ্রসাদকেই বা এখনকার বাঙালি কতটুকু চেনে। তাঁর দলে বঙ্গবাসী বাঙালি কেউ এখন দিল্লির নেতৃত্বে নেই। ফলে এখন যাঁদের বঙ্গে বিজেপির ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তাঁরা না বোঝেন বাংলা, না চেনেন বাংলাকে। এনিয়ে রাজ্য বিজেপির মধ্যে অসন্তোষ পুরোমাত্রায়। সেকথা মাঝেমধ্যে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

হিন্দি ভাষাকে, নিরামিষ খাওয়াকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা কি ঠাহর করতে পারেন না তাঁরা? বিভিন্ন গেরুয়া রাজ্যে দিনের পর দিন বাংলা বলার জন্য মার খেয়ে পালিয়ে আসা পরিযায়ীদের পরিবার কী ভাবছে, তা কি তাঁরা টের পান না? শুধু দু'লাইন ভুলভাল বাংলা বলে কি ক্ষত ঢাকা যাবে? পুরো বন্দে মাতরম গাইতে হবে বলে যাঁরা ফরমান দিচ্ছেন, তাঁরা একবারও হোঁচট না খেয়ে উচ্চারণ করুন তো- দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে।

আড়াইশো বছর দেশ শাসন চালানোর সময় যত্ন করে বাংলা শেখার, বাঙালিকে বোঝার চেষ্টা করে গিয়েছেন সাদা চামড়ার সাহেবরা। এখন কালো চামড়ার গুজরাটি সাহেবরা অত সহজে ফাঁকতালে বাঙালি হয়ে যাবেন! ফাইজলামি!

সেমিফাইনাল এখন বহুদূর

হারের চেয়েও বড় কাঁটা ব্যবধান

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাতের মোতেরা। লক্ষাধিক দর্শকের গর্জন তো দূর, একটা সময় মনে হচ্ছিল যেন কোনও নিস্তব্ধ লাইব্রেরিতে বসে ক্রিকেট দেখছি! গত সপ্তাহে ইডেন গার্ডেন্সে ৪২ হাজার দর্শকের সামনে খেলে স্কটল্যান্ডের ব্র্যাড কুরি বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে যেন নাইট ক্লাবে ক্রিকেট খেলছি।' আর রবিবার রাতে আহমেদাবাদের ৮২ হাজার দর্শক যেন চোখের সামনে একটা 'হরর ফিল্ম' দেখে আক্ষরিক অর্থেই পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে ভারতের ব্যাটিং-ধস শুরু হতেই স্টেডিয়ামে নেমে আসে শ্মশানের নীরবতা। ১৫তম ওভারে হার্দিক পান্ডিয়া আউট হতেই গ্যালারি ছাড়ার যে নীল স্রোত শুরু হল, তাতেই লেখা হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার হতাশার গল্প।

কিন্তু মোতেরার প্রেস বক্সে বসে সুপার এইটের পয়েন্ট টেবিল আর অঙ্কের দিকে তাকালে বোঝা যাচ্ছে, এই হারের চেয়েও ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হারের 'মার্জিন'। টি২০ ক্রিকেটে ৭৬ রানে হার মানে একটা বিশাল ব্যবধান। সুপার এইটের এই গ্রুপটা যাকে বলে 'গ্রুপ অফ ডেথ', যেখানে চারটে দলই নিজেদের গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে। ফলে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতেই পারে, যেখানে তিনটি দলের পয়েন্ট সমান (২টি করে জয়) হয়ে গেল। তখন সেমিফাইনালের টিকিট নির্ধারণ হবে নেট রান রেটের ওপর ভিত্তি করে। আর ঠিক এই জায়গাতেই ভারতের এই ৭৬ রানের বিশাল হার সুপার এইটের বাকি দুটো ম্যাচে তাদের তাড়া করে বেড়াবে। আগামী দুটো ম্যাচ (যা কোনওমতেই সহজ হবে না) জিতলেও, শুধু এই একটা বিশ্রী হারের মার্জিনের জন্য সেমিফাইনালের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে সূর্যকুমার যাদবদের জন্য।

দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ—ভারতের ব্যাটিং ইউনিটের তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া। এই বিশ্বকাপের ঠিক আগে নিজেদের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারত আগে ব্যাট করে ২৩১, ২৩৮ এবং ২৭১ রানের পাহাড় গড়েছিল। রান তাড়া করতে নেমেও ২৮ বল বাকি থাকতে ২০৯ এবং ৬০ বল বাকি থাকতে ১৫৪ রান তুলে নিয়েছিল তারা। সেই সময় মনে হচ্ছিল, টি২০-তে রান তোলার সংজ্ঞাই বুঝি বদলে দিচ্ছে ভারত।

কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্টের পিচ যে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বা দ্বিপাক্ষিক সিরিজের মতো পাটা হয় না, সেটা ভারতীয় থিংকট্যাংকের বোঝা উচিত ছিল। হার্দিক নামিবিয়া ম্যাচের পর আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমরা একটু বেশি পাটা উইকেট পছন্দ করি।' রবিবার মোতেরার মন্থর পিচে রান তাড়া করতে নেমেও ভারতীয় ব্যাটারদের সেই 'একমুখী' আগ্রাসনটাই কাল হল।

আগে থেকেই আলোচনা ছিল যে, বাঁহাতি ঈশান কিষান এবং অভিষেক শর্মার সামনে আইডেন মার্করামের অফস্পিন বড় কাঁটা হবে। অন্তত একটা ওভার দেখে খেলার মতো পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু ঈশান চার বলের মাথায় অহেতুক আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ক্যাচ তুললেন। পরপর তিন ম্যাচে শূন্য করা অভিষেকও কাগিসো রাবাদার বিরুদ্ধে বড় শট খেলতে গিয়ে ১২ বলে ৭টা 'ফলস শট' খেলে আউট হলেন। মার্কো জানসেনের প্রথম বলেই উইকেট ছুড়ে দিয়ে এলেন তিন নম্বরে নামা তিলক ভার্মাও। টানা তিনটে ম্যাচে ভারতীয় ওপেনাররা প্রথম ওভারেই অফস্পিনারের শিকার হলেন!

ম্যাচ শেষে ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট স্বীকার করে নেন, 'পরপর উইকেট পড়ায় তিলক এবং সূর্যকুমারের মতো 'লিংক প্লেয়ার'-দের ওপর চাপ বাড়ছে।' আসল সত্যিটা হল, গত দুই বছর ধরে ভারতীয় ব্যাটাররা এমন সব পিচে খেলে অভ্যস্ত হয়েছেন, যেখানে ২০০ রানও জলভাত, যেখানে স্পিনারদের সহজেই ওড়ানো যায়। কিন্তু বিশ্বকাপের এই মন্থর পিচগুলো তাঁদের সেই কমফোর্ট জোন থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এনেছে। আয়োজক দেশ হয়েও ভারত যেন নিজেদের মাটিতেই 'হোম অ্যাডভান্টেজ' পাচ্ছে না।

সুপার এইটের বাকি দুটো ম্যাচ এখন ভারতের জন্য আক্ষরিক অর্থেই 'মাস্ট-উইন'। কিন্তু অঙ্ক বলছে, শুধু জিতলেই হবে না, মোতেরার এই ৭৬ রানের হারের ধাক্কা সামলাতে রান রেটের পাহাড়ও ডিঙোতে হবে স্কাইদের।

ঘরের মাঠেও কেন 'অচেনা' পিচ?

যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পিচ তৈরি হয় আয়োজক বোর্ড বা ফ্র্যাঞ্চাইজির নির্দেশ অনুযায়ী। বিসিসিআই সবসময় চেষ্টা করে ভারতীয় দলের শক্তি (যেমন স্পিন বা ব্যাটিং-সহায়ক পাটা উইকেট) অনুযায়ী পিচ বানাতে। কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্টে নিজস্ব সুবিধার এই 'হোম অ্যাডভান্টেজ'-এর জায়গাটি পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়।

বলের আঘাত পাওয়ার পর সূর্যকুমার যাদবের এই ছবিটাই ভারতীয় দলের বর্তমান অবস্থা বোঝাতে প্রতীকী হয়ে উঠেছে।

কেন এই নিরপেক্ষতা জরুরি?

বিশ্বকাপ হল বিশ্বসেরা দল খোঁজার মঞ্চ, কোনও নির্দিষ্ট দেশের আবহাওয়া বা পিচের শক্তির ওপর ভর করে জেতার জায়গা নয়। সব দলকে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' দেওয়াই আইসিসি-র প্রধান লক্ষ্য। পিচ যদি শুধু ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে, তবে বোলারদের জন্য তা আক্ষরিক অর্থেই বধ্যভূমি হয়ে দাঁড়ায়, যা টি২০ ক্রিকেটকে একপেশে ও একঘেয়ে করে তোলে। ক্রিকেটের আসল সৌন্দর্যই হল ব্যাটে-বলে সমানে সমানে লড়াই। আর সেই লড়াইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতেই আইসিসি নিজেদের ইভেন্টে পিচের এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

কী এই আইসিসি-র নিয়ম?

বিশ্বকাপের মতো মেগা টুর্নামেন্ট শুরুর বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সবক'টি স্টেডিয়ামের বাইশ গজের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় আইসিসি। স্থানীয় কিউরেটররা কাজ করেন আইসিসি-র চিফ পিচ কিউরেটরের কড়া নজরদারিতে। আইসিসি-র লক্ষ্য থাকে এমন একটি 'স্পোর্টিং উইকেট' তৈরি করা, যা শুধু আয়োজক দেশ নয়, বাইরের দেশের দলগুলোর জন্যও সমান নিরপেক্ষ হবে। ব্যাটারদের স্কিল বা টেকনিকের আসল পরীক্ষা নেয় আইসিসি-র এই পিচ।

অক্ষর ব্রাত্য, আটে রিঙ্কু!

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : টি২০ ক্রিকেট মানেই প্রতি বলে চোখ বুজে আড়াআড়ি ব্যাট চালানো নয়। মন্থর পিচে দরকার সঠিক পরিকল্পনা, নিখুঁত টেকনিক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। রবিবার রাতে আহমেদাবাদের ৯১ হাজার দর্শকের সামনে ঠিক এই কাজটাই করতে চরম ব্যর্থ হয়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। আর টিম ইন্ডিয়ার এই গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের প্রথম একাদশ বাছাই নিয়েও তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে প্রথম একাদশ থেকে ছেঁটে ফেলা নিয়ে। এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো অবাক রাহানে। তাঁর যুক্তি, ওয়াশিংটন সুন্দর নিঃসন্দেহে দারুণ ক্রিকেটার, কিন্তু বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে অক্ষর বারবার নিজেকে ম্যাচ উইনার হিসেবে প্রমাণ করেছেন। সম্ভবত প্রোটিয়া শিবিরের একাধিক বাঁহাতি ব্যাটারের কথা মাথায় রেখেই অফস্পিনার সুন্দরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, 'ম্যাচ-আপ'-এর অঙ্কে যাঁকে দলে নেওয়া হল, সেই সুন্দরকে দিয়ে মাত্র ২ ওভার বল করানো হয়! অফস্পিনার হলেই যে বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে ভালো বল করবেন, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। বরং বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে খোদ কেশব মহারাজের রেকর্ডই প্রমাণ করে আসল হল স্পিনারের দক্ষতা।

রাহানের এই মন্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত পোষণ করেছেন অশ্বীন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, গত টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালেই এই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রবল চাপের মুখে বিরাট কোহলির সঙ্গে জুটি বেঁধে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন অক্ষর। রান তাড়া করতে নেমে রবিবার মোতেরায় ঠিক সেই রকমই একটা লড়াকু পার্টনারশিপের দরকার ছিল ভারতের। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও প্রথম একাদশে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন সহ অধিনায়ক।

টিম ম্যানেজমেন্টের আরও একটি 'হঠকারী' সিদ্ধান্ত হজম করতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞ ফিনিশার হিসেবে দলে থাকা রিঙ্কু সিংকে নামানো হয়েছে আট নম্বরে! অশ্বীন স্পষ্ট জানিয়েছেন, অলরাউন্ডার সুন্দরের পর রিঙ্কুকে নামানোর কোনও ক্রিকেটীয় যুক্তিই থাকতে পারে না। দলের ব্যাটিং যখন হুড়মুড়িয়ে ভাঙছে, তখন সুন্দরের আগে রিঙ্কুকেই পাঠানো উচিত ছিল। একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে পাঁচ নম্বর পজিশনই রিঙ্কুর জন্য সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। সব মিলিয়ে, অতিরিক্ত 'ম্যাচ-আপ' নির্ভরতা, ভুল ব্যাটিং অর্ডার এবং ব্যাটারদের দায়িত্বজ্ঞানহীন শট সিলেকশনই যে সুপার এইটে ভারতের পথ কঠিন করে দিল, তা একবাক্যে মেনে নিচ্ছে গোটা ক্রিকেটমহল।

সূর্যদের নিশানায় নিলেন প্রাক্তনরা

ছন্নছাড়া ব্যাটিং এবং টিম ম্যানেজমেন্টের অদ্ভুত রণকৌশল নিয়েই এবার সরব হলেন সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে আজিঙ্কা রাহানে এবং রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো তারকারা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮৭ রানের জবাবে ভারত গুটিয়ে গিয়েছে মাত্র ১১১ রানে। মার্কো জানসেনের বাড়তি বাউন্স (৪ উইকেট) এবং কেশব মহারাজের ঘূর্ণির (৩ উইকেট) সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে ভারতের তারকাসমৃদ্ধ ব্যাটিং লাইন-আপ। এই ব্যাটিং ভরাডুবির ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে কিংবদন্তি গাভাসকার সরাসরি ভারতীয় ব্যাটারদের শট সিলেকশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, ওই পিচে কীভাবে ইনিংস গড়তে হয়, তা প্রোটিয়া ব্যাটার ডিওয়াল্ড ব্রেভিস এবং ডেভিড মিলার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তাঁরা বেশিরভাগ শট খেলেছেন সোজা ব্যাটে, অর্থাৎ 'ভি'-এর মধ্যে। এই পরিপক্ক মানসিকতা ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায়নি। পিচের চরিত্র না বুঝেই প্রতি বলে মারকাটারি শট খেলতে গিয়ে কার্যত নিজেদের উইকেট প্রোটিয়া বোলারদের উপহার দিয়ে এসেছেন তাঁরা।

শুধু ব্যাটিং ব্যর্থতাই নয়, হেড কোচ

> অলরাউন্ডার সুন্দরের পর রিঙ্কুকে নামানোর কোনও ক্রিকেটীয় যুক্তিই থাকতে পারে না। দলের ব্যাটিং যখন হুড়মুড়িয়ে ভাঙছে, তখন সুন্দরের আগে রিঙ্কুকেই পাঠানো উচিত ছিল।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

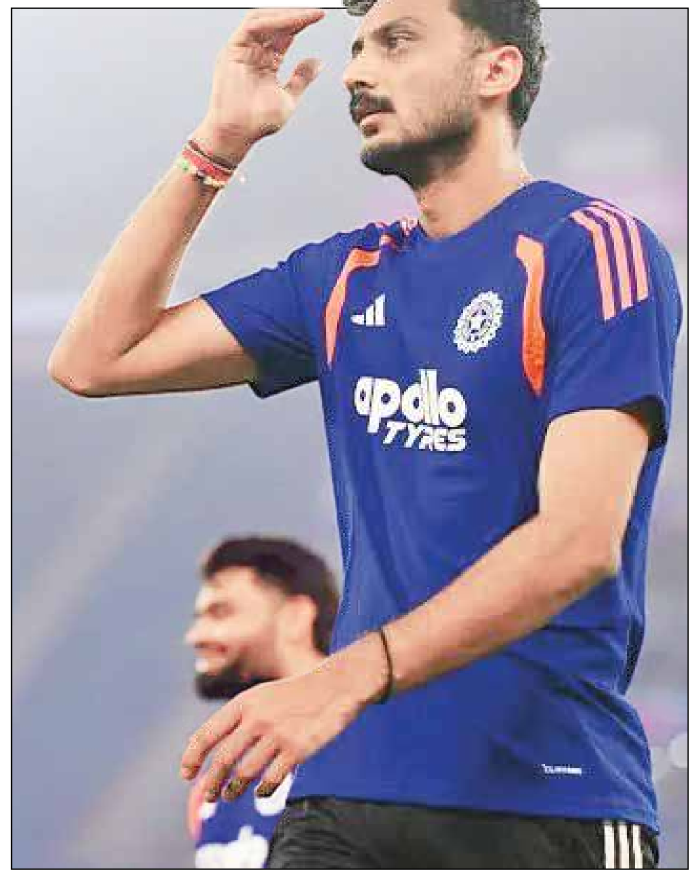

সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

ভারতের গর্ব চূর্ণ, কটাক্ষ সাকলিন-শোয়েবের

ইসলামাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : উৎসবের মেজাজে পাকিস্তান ক্রিকেট মহল।

অবশ্য নিজের দলের সাফল্যে নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে ভারতের পরাজয়ে খুশিতে ভাসছেন ওয়াঘার পাড়ের প্রতিবেশীরা! গ্রুপ লিগে ভারতের কাছে পাকিস্তানের জঘন্য হারে মুখ বন্ধ ছিল এতদিন। গতকাল প্রোটিয়া ব্রিগেড ভারতকে হারাতেই দাঁতনখ বেরিয়ে পড়েছে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারদের।

উৎসব পাক ক্রিকেটমহলে!

> মার্করামের ম্যাচ পরিকল্পনা এককথায় দুর্দান্ত। ঠিক একটা ওভারে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ও। মার্করামের সমস্ত পরিকল্পনা এদিন খেটে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে ভারতের গর্ব চুরমার করে দিয়েছে ওরা।
>
> -সাকলিন মুস্তাক

সাকলিন মুস্তাক, শোয়েব আখতাররা রীতিমতো উৎসব করেন ভারত ম্যাচের পর। দুজনের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের গর্বকে কার্যত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে ডেভিড মিলার, ডিওয়াইল্ড ব্রেভিস, কেশব মহারাজরা। দক্ষিণ আফ্রিকার দাপটের সামনে সব বিভাগেই ভারতের অসহায়তার ছবি ফুটে উঠেছে।

পাকিস্তান দলের প্রাক্তন হেডকোচ তথা তারকা অফস্পিনার সাকলিন কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে। তাঁর কথায়, 'মার্করামের ম্যাচ পরিকল্পনা এককথায় দুর্দান্ত। ঠিক একটা ওভারে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ও। মার্করামের সমস্ত পরিকল্পনা এদিন খেটে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে ভারতের গর্ব চুরমার করে দিয়েছে ওরা।'

উমর গুলের মুখে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং পরিকল্পনার কথা। মাঝের ওভারে ভারতীয় বোলিংয়ের মূল অস্ত্র বরুণ চক্রবর্তী। শুরু থেকেই মিলার সেই বরুণকে শুধু টার্গেট করেননি, মাঠে তাঁর বাস্তবায়নও ঘটিয়েছেন। গুল বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-তে অস্বস্তির মধ্যে থাকলেও মাঝের ওভারে তা পুষিয়ে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ ৩-৪ ওভারও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভালো ফিনিশ করতে। ঠিক সেটাই দেখা গিয়েছে ওদের ব্যাটাররা।'

বরুণ-প্রসঙ্গে গুলের আরও মন্তব্য, 'বরুণের চার ওভার লক্ষ্য ছিল প্রোটিয়া ব্যাটারদের। হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবেও সামাল দিতে পারেনি। ফলে পঞ্চম বোলার নিয়ে বাড়তি চাপে পড়ে যায় ভারত। বরুণকে দেখে মনে হচ্ছিল ও খুব চাপে রয়েছে। আর এটাই পরিকল্পনা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার।'

শোয়েব আখতারের মতে, গ্রুপ লিগে সব ম্যাচ জিতলেও ব্যাটিং ভারতের চিন্তার জায়গা। দক্ষিণ আফ্রিকার তৈরি চাপের মুখে ভেঙে পড়ে গতকাল। বোলিংয়েও এক হাল। পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিডস্টার বলেছেন, 'হার্দিক, শিবম এবং ভারতীয় স্পিনাররা চাপ সামলাতে ব্যর্থ। ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী দল। কিন্তু এদিন মাঝের ওভারে সেই দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি ওরা। ভারতীয় ব্যাটারদের আগ্রাসী স্টাইলও মুখ থুবড়ে পড়ে। অপরদিকে ২০তম ওভারের জন্য হার্দিক সঠিক বোলার নয়। এমনকি মাঝের ওভারেও নয়।'

কেশব মহারাজদের উচ্ছ্বাসে শামিল পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও।

নতুন ইতিহাসের সামনে জম্মু-কাশ্মীর

হুবলি (কর্ণাটক), ২৩ফেব্রুয়ারি: এক একটা করে ধাপ পেরোনো।

তার সঙ্গে নতুন ইতিহাসে পা রাখা। মঙ্গলবার শুরু রনজি ট্রফি ফাইনালে আরও বড় ইতিহাস অপেক্ষা করছে জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে। চমক বজায় রাখতে পারলে প্রথমবার রনজি জয়ের স্বাদ পাবে।

'ফাইনাল' লক্ষ্য পূরণে পরস ডোগরার নেতৃত্বাধীন দলের সামনে কর্ণাটক। ১৪ বার ফাইনালে উঠে যাঁরা আটবার রনজি জিতেছে। ১১ বছরের খরা কাটিয়ে এবার চোখ নবম খেতাবে। ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ অবশ্য আকিব নবি দার, ডোগরাদের দিকে। নকআউটে পর্বে প্রকৃত অর্থেই স্বপ্নের ক্রিকেটে তাঁরা একে একে ছিটকে দিয়েছে দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, বাংলাকে। এবার কী কর্ণাটকের পালা?

অতীত যদিও কর্ণাটকের পক্ষে। রনজিতে চারবার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। প্রত্যেকবার জিতেছে কর্ণাটক। দুইবার ইনিংসে । জম্মু-কাশ্মীর যদিও অতীতে পড়ে থাকতে নারাজ। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পরস ডোগরা। ভরসা বোলিং এবং ব্যাটং গভীরতা। আকিব চলতি রনজিতে ৫৫ উইকেট নিয়েছেন। সতীর্থ বাঁহাতি পেসার সুনীল কুমারের সংগ্রহ ২৯। বাঁহাতি স্পিনার আবিদ মুস্তাকের ঝোলায় ২৬ উইকেট।

তবে ফাইনালে আকিবদের চ্যালেঞ্জ বেশ কঠিন। সৌজন্যে কর্ণাটকের শক্তিশালী ও ফর্মে থাকা ব্যাটিং। সেমিফাইনালে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে সাতশোর ওপর রান করেছে তারা। দেবদত্ত পাডিক্কাল, করুণ নায়ার, রবিচন্দ্রন স্মরণ, লোকেশ রাহুল- কার্যত পুরো ব্যাটিং লাইন-আপ ছন্দে। তার ওপর ঘরের মাঠে (হুবলি) খেলার সুবিধা। সব হিসেব উলটে দিতে জম্মুর তুরুপের তাস তাদের বোলিং। কর্ণাটক ব্যাটিং বনাম জম্মু-কাশ্মীরের বোলিং- ম্যাচের চাবিকাঠি যে দ্বৈরথে লুকিয়ে আছে বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল।

ফের শীর্ষে বার্সা

মাদ্রিদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে লিগ শীর্ষে উঠে এল বার্সেলোনা। রবিবার লা লিগায় ঘরের মাঠে লেভান্তেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে বার্সা। শুরুতেই মার্ক বের্নালের গোলে এগিয়ে যায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ৩২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ডাচ মিডিও ফ্রেঙ্কি ডি জং। ৮১ মিনিটে লেভান্তের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ফের্মিন লোপেজ। গত শনিবার ওসাসুনার কাছে রিয়াল মাদ্রিদ হেরে বার্সেলোনাকে ফের লিগ শীর্ষে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। ২৫ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে বার্সেলোনা। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে বার্সার থেকে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে রিয়াল। লা লিগার অপর ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৪-২ গোলে বিধ্বস্ত করেছে এস্প্যানিওলকে। ২৫ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে অ্যাটলেটিকো।

সমুদ্র সৈকতে পুশ আপ করে নিচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার। তৈরি হচ্ছেন আইপিএলের জন্য।

নিষিদ্ধ মঞ্জুরুল

ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : যৌন হেনস্তার অভিযোগে এবার সব ধরনের ক্রিকেটীয় দায়িত্ব থেকে নিষিদ্ধ হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন পেসার তথা জাতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন নির্বাচক মঞ্জুরুল ইসলাম। তাঁর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক জাহানারা আলম। বিসিবি-র ভার্চুয়াল বৈঠকে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই মঞ্জুরুলকে নিষিদ্ধ করার এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পাল্লেকেলের ঘূর্ণিতে স্পিন-অস্ত্রে পাক-বধের ছকে ব্রুকরা

পাল্লেকেলে, ২৩ ফেব্রুয়ারি : স্পিনের জবাব কি স্পিনেই লুকিয়ে?

গত ম্যাচে এই পাল্লেকেলের বাইশ গজেই শ্রীলঙ্কার ঘূর্ণির সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার। আর মঙ্গলবার সেই একই স্পিন-সহায়ক মন্থর পিচে হ্যারি ব্রুকদের সামনে এবার পাকিস্তান-কাঁটা। বাবর আজম-শাহিন শা আফ্রিদিদের উত্তরসূরিদের এই দলে আবার স্পিন-বৈচিত্র্যের কোনও অভাব নেই!

সুপার এইটের শুরুটা দুই দলের জন্য দুই রকম হয়েছে। ইংল্যান্ড যেখানে জয় দিয়ে সুপার এইট অভিযান শুরু করেছে, সেখানে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে বাধ্য হওয়া সলমন আলি আঘার দলকে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হবে। ভারতের কাছে লজ্জার হারের পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুপার এইটে জায়গা করে নেওয়া হেড কোচ মাইক হেসনের দল এখন আর পিছনে তাকাতে নারাজ।

আগামীকালের ম্যাচে দুই দলের সামনেই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এই পাল্লেকেলের মন্থর বাইশ গজ। গত ম্যাচে লঙ্কান স্পিনার দুনিথ ওয়েল্লালাগে এবং মহেশ থিকসানার সামনে (৮ ওভারে ৪৭ রানে ৫ উইকেট) ইংরেজ ব্যাটারদের অসহায় আত্মসমর্পণ চোখে আঙুল দিয়ে জ্যাকব বেথেল এবং হ্যারি ব্রুকের স্পিন-দুর্বলতা বুঝিয়ে দিয়েছে। তার ওপর জস বাটলারের চূড়ান্ত অফ-ফর্ম দলের মাথাব্যথা আরও বাড়িয়েছে। টানা তিন ম্যাচে দুই অঙ্কের রানে পৌঁছাতে ব্যর্থ এই অভিজ্ঞ তারকা। তবে টপ অর্ডারে ফিল সল্ট আর মিডল অর্ডারে উইল জ্যাকস আপাতত দলের এই ভুলভ্রান্তিগুলো ঢেকে দিচ্ছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জ্যাকস শুধু ব্যাট হাতে নয়, নিজের স্পিন-জাদুতেও ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিলেন। তাই পাক স্পিনারদের সামলানোর পাশাপাশি, বল হাতে আদিল রশিদ এবং জ্যাকসের যুগলবন্দি আগামীকাল ব্রুকদের সবচেয়ে বড় ট্রাম্প কার্ড হতে চলেছে।

অন্যদিকে, পাক ব্যাটিংয়ের মরা গাঙে জোয়ার এনেছেন ফর্মে থাকা সাহিবজাদা ফারহান। তবে মঙ্গলবার নতুন বলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে জোফ্রা আর্চারের গতি আর সুইংয়ের মারাত্মক ককটেল। পেস বনাম ব্যাটের এই লড়াই নিঃসন্দেহে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। তবে মিডল ওভারে আসল খেলাটা ঘোরাবেন স্পিনাররাই। উসমান তারিকের অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন এবং স্পিন ইংরেজ ব্যাটারদের কাছে বড় চিন্তার কারণ হতে পারে। আবার মন্থর বাইশ গজে সাইম আয়ুব, ফখর জামান বা খোদ পাক অধিনায়ক সলমনও নিজেদের দিনে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অতীতে চোখ রাখলে অবশ্য পরিসংখ্যানের পাল্লা ভারী ইংল্যান্ডের দিকেই। টি২০ ফর্ম্যাটে এখনও পর্যন্ত ৩১ বার মুখোমুখি হয়েছে এই দুই দেশ, যার মধ্যে ২০ বারই জিতেছে থ্রি-লায়নরা (পাক-জয় ৯, অমীমাংসিত ২)। তবে পাল্লেকেলের স্পিন-ফাঁদে অতীত পরিসংখ্যান কতটা কাজে আসবে, আর কারা দ্রুত এই মন্থর পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে, কালকের মহারণে নজর থাকবে সেদিকেই।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা, ক্যান্ডি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

অফফর্ম কাটাতে অনুশীলনে চলেছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার।

সেরেনার প্রত্যাবর্তন?

নিউ ইয়র্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : টেনিস কোর্টে কি ফের ফিরছেন সেরেনা উইলিয়ামস? জল্পনা উসকে দিলেন তাঁর প্রাক্তন কোচ রিক ম্যাচি। ম্যাচি ইঙ্গিত দিয়েছেন, আসন্ন মায়ামি ওপেন বা ইন্ডিয়ান ওয়েলসে হয়তো ফের র‍্যাকেট হাতে দেখা যেতে পারে এই কিংবদন্তিকে।

মাফিয়া-খতমে স্থগিত ফুটবল

মেক্সিকো সিটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মেক্সিকোর কুখ্যাত ড্রাগ কার্টেল প্রধান 'এল মেনচো' সেনার এনকাউন্টারে নিহত হতেই দেশজুড়ে ব্যাপক হিংসা ও অশান্তি ছড়িয়েছে। আর এই চরম উত্তেজনার জেরে নিরাপত্তার খাতিরে মেক্সিকান ফুটবল লিগের একাধিক ম্যাচ স্থগিত করে দিল কর্তৃপক্ষ। বাতিল হয়েছে মহিলাদের লিগ ও দ্বিতীয় ডিভিশনের বেশ কয়েকটি ম্যাচও।

স্বস্তিতে মেসি

মায়ামি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ইন্টার মায়ামি বনাম এলএএফসি ম্যাচের পর 'সংরক্ষিত এলাকায়' বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠেছিল লিওনেল মেসির বিরুদ্ধে। তবে সেই বিতর্ক থেকে এবার পুরোপুরি ক্লিনচিট পেলেন এলএম টেন। মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, মেসির বিরুদ্ধে ওঠা নিয়মভঙ্গের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

২৫ গোল বাংলার

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে মহিলাদের বিভাগে তৃতীয় ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে গোলের বন্যায় ভাসালেন বাংলার মেয়েরা। সোমবার তাঁরা ২৫-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন বিরসি ওরাওঁ। পাঁচটি করে গোল করেন অনীতা ওরাওঁ ও তুলসী হেমব্রম। কবিতা মুর্মু তিনটি গোল করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম ক্লাব ব্রাগ

সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

বেয়ার লেভারকুসেন বনাম অলিম্পিয়াকোস

ইন্টার মিলান বনাম বোডো/গ্লিমট

নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম কারাবাগ এফকে

সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

জয়ী তরুণ তীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে সোমবার তরুণ তীর্থ ৪৭ রানে হারিয়েছে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবকে। টসে জিতে তরুণ ৩৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রান তোলে। নীতীশ কুমারের অবদান ৩১ রান। রোহিত দাস ৩৫ ও অভিজিৎ মজুমদার ২০ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ইউনাইটেড ৩৫.৪ ওভারে ১৪৪ রানে সব উইকেট হারায়। রুদ্রনীল দেব ৪৬ রান করেন। সমীরণ বিশ্বাস ১৯ এবং ম্যাচের সেরা প্রবীণ ছেত্রী ২০ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। মঙ্গলবার খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও এনজেপি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট।

কোচদের মন্তব্যে ফাটলের জল্পনা

কাঠগড়ায় গম্ভীরের রণকৌশল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন মধ্যরাত। মোতেরায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই অসহায় আত্মসমর্পণের পর কেটে গিয়েছে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। ভারতীয় দল তখনও মাঠ ছাড়েনি, সাজঘরে চলছে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। আর ঠিক সেই দমবন্ধ করা পরিবেশের মাঝেই পরপর নজর কাড়ল দুটো ঘটনা। এক, আচমকা ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। সঙ্গে ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক এবং বিসিসিআইয়ের প্রশাসনিক আধিকারিক আবে কুরুভিল্লা। যে পিচে ১১১ রানে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ভারতের বিশ্বজয়ী ব্যাটিং লাইন-আপ, সেই পিচের ধারেই দাঁড়িয়ে প্রায় মিনিট দশেক ধরে চলল তাঁদের গভীর ময়নাতদন্ত। আর দুই, মূল স্টেডিয়ামের গেটের ঠিক বাইরে এক স্থানীয় তরুণের হাউহাউ করে কান্না। গায়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি, প্রেমিকার কাঁধে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছেন তিনি। শত চেষ্টাতেও তাঁকে থামাতে পারছেন না ওই তরুণী। এই কান্নার কারণ বুঝতে কোনও রকেট সায়েন্স লাগে না।

কুৎসিত ব্যাটিং আর কদর্য ক্রিকেট-সব বিভাগেই প্রোটিয়াদের সামনে এক অদ্ভুত আত্মসমর্পণ। এমন ছন্নছাড়া টিম ইন্ডিয়া বড্ড অচেনা! দলের কম্বিনেশনে বিস্তর গণ্ডগোল। মন্থর পিচে দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল কেন সাজঘরে বসে থাকলেন, আর তাঁর বদলে কেন ওয়াশিংটন সুন্দর খেললেন, তা নিয়ে রীতিমতো 'সিবিআই তদন্ত' হওয়ার মতোই অবস্থা। চমকের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ৭৬ রানের ওই বিশ্রী হারের পর রাতের মোতেরায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। আর মিক্সড জোনে এসেছিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। দলের চাপ সামলানোর ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্নের মুখে দুইজন দিলেন সম্পূর্ণ দুই রকমের জবাব! কেন এই সুরের ফারাক? গম্ভীরের ডান হাত আর বাঁ হাতের মধ্যে কি তবে অলক্ষ্যেই কোনও দূরত্ব তৈরি হয়েছে? জবাব জানে না দুনিয়া। এমন এক চরম দোলাচল আর প্রশ্নের পাহাড় মাথায় নিয়েই সোমবার দুপুর একটার বিমানে আহমেদাবাদ থেকে চেন্নাই পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার বিকেলে চিপকের মাঠে অনুশীলন। খবর হল, দলের অন্দরে ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত হলেও, সমাধানের পথ এখনও বিশবাঁও জলে।

চেন্নাইয়ে টিম বাসের মধ্যেই গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক শর্মা। সোমবার।

এদিকে সঞ্জু স্যামসনকে দলে ফেরানোর চাপ ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। তিনি ফিরলে কি তবে ঈশান কিষান বা অভিষেক শর্মার কাউকে বসতে হবে? নাকি সঞ্জু বা ঈশানের মধ্যে কেউ একজন তিন নম্বরে নামবেন? কারণ তিলক ভার্মা তিন নম্বরে নেমে দলকে একেবারেই ভরসা দিতে পারছেন না। এর মধ্যেই শ্রেয়স আইয়ারের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে না থাকা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে। দলে এমন একজন ব্যাটারও নেই যিনি পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং গিয়ার বদলে অ্যাঙ্কর রোল প্লে করতে পারেন। বরং গম্ভীর জমানায় টিম ইন্ডিয়ার ওই 'অন্ধ ব্যাটিং আগ্রাসন' আর প্রতি বলে চার-ছক্কা মারার মরিয়া চেষ্টাই বারবার ডুবিয়ে দিচ্ছে দলকে।

দলের এই সার্বিক ব্যর্থতা নিয়ে অবশ্য কোনও অজুহাত দিতে রাজি নন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'চাপ বা অনভিজ্ঞতার প্রশ্নই উঠছে না। আমাদের ছেলেরা সারা বছর ক্রিকেট খেলে, সঙ্গে আইপিএল তো আছেই। ফলে চাপের কারণে হার-এমন তত্ত্ব আমি বিশ্বাস করি না। এইটুকু বলতে পারি, দিনটা আমাদের খুব খারাপ গিয়েছে।' খারাপ দিনের তত্ত্ব খাড়া করলেও, এই একটা হার টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ অভিযানের ভবিষ্যৎ নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সীতাংশু অকপটেই মেনে নিচ্ছেন, 'দলের ব্যাটিং মোটেও ভালো হচ্ছে না। গৌতম ও সূর্য এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছেন। ওরা যদি ব্যাটিং অর্ডারে কোনও বদল চায়, করতেই পারে।'

তবে অভিজ্ঞদের ফর্ম যে ভারতীয় দলের সামনে এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাকি থাকা দুই 'মাস্ট-উইন' ম্যাচে কি অভিষেকের এই সমস্যার সমাধান সম্ভব? ব্যাটিং কোচ বাস্তবটা মেনেই বলছেন, 'দুইদিনের মধ্যে খুব বেশি কিছু তো আর পালটানো যাবে না। হাতে ১৫ দিন সময় থাকলে অন্য কথা বলতাম। দেখা যাক কী হয়!' চেন্নাইয়ের চিপকে এখন সেই 'কী হয়'-এর অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছে গোটা দেশ।

ভারত অপরাজেয় নয়, হারিয়ে হুংকার মিলারের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নেই কোনও লাফালাফি। নেই কোনও বাড়াবাড়ি।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে সুপার এইটের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াকে 'উচিত শিক্ষা' দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। নিয়েছে বদলাও। ৭৬ রানে ম্যাচ জিতে

ব্রাভোর পরামর্শে ভোল বদল লুঙ্গির

সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন প্রোটিয়ারা। ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়াকে ধাক্কা দেওয়ার কাজটা অবশ্য এই প্রথম নয়, মাস কয়েক আগেও করে দেখিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

হয়তো সেদিন বোঝা যায়নি ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্য দীর্ঘমেয়াদী হতে চলেছে। টি২০ বিশ্বকাপের আসরে দুনিয়াকে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে ম্যাচ জয়ের পর হুংকার ছেড়েছেন ডেভিড মিলার। ঘোষণা করেছেন, ভারত অপরাজেয় নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা যেভাবে ভারতকে হারিয়েছে, জিম্বাবোয়ে-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দল চাইলেই সেই পথে পা ফেলতে পারবে।

২৬ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ও ১ মার্চ কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সুপার এইটের বাকি থাকা দুই ম্যাচ টিম ইন্ডিয়া ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা দেখিয়ে দিয়েছে, ভারতকে তাদের মাটিতে কীভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। টিম ইন্ডিয়াকে ধাক্কা দেওয়ার পর গতকাল রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ম্যাচের সেরা ডেভিড মিলার। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় দলকে ওদের মাঠে যে হারিয়ে দেওয়া যায়, দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছি আমরা। আশা করব, আমাদের দেখানো পথে পা ফেলতে পারলে বাকিরাও সাফল্য পাবে।' ঠিক কী পরিকল্পনা ছিল প্রোটিয়াদের? ভারত-বধের জন্য তাদের নীল নকশাটা ঠিক কেমন ছিল? সাংবাদিক সম্মেলনে জবাব দিয়েছেন মিলার। বলেছেন, 'অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টাই করিনি আমরা। ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রাখতে চেয়েছিলাম। অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিজেদের পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। সেটাই কাজে লাগিয়েছি মাঠে। এভাবেই এসেছে সাফল্য।'

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের রাস্তা গড়ে দেন ডেভিড মিলার।

প্রোটিয়াদের এই পরিকল্পনা বাস্তব করার মূল কারিগর যদি হয়ে থাকেন মিলার। তাহলে লুঙ্গি এনগিডিকেও খুব কাছে রাখতে হবে। মোদি স্টেডিয়ামে প্রথম ওভারে বল হাতে অফস্পিনের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অধিনায়ক আইডেন মার্করাম। প্রথম ওভারেই ঈশান কিষানকে দেখিয়েছিলেন প্যাভিলিয়নের পথ। বাকিটা এখন ইতিহাস। প্রোটিয়াদের সেই ইতিহাস গড়ার অন্যতম নায়ক লুঙ্গি এনগিডি। বল হাতে তিনি হয়তো মোদি স্টেডিয়ামে কোনও উইকেট পাননি। কিন্তু স্লোয়ার-কাটারের বৈচিত্র্যে ভারতীয় ব্যাটারদের নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন এনগিডি। তাঁর বোলিংয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের লুঙ্গি ডান্স দেখে ফেলেছে দুনিয়া। চার ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কঙ্কালটা সামনে আনার পর রাতের মিক্সড জোনে হাজির হয়েছিলেন লুঙ্গি। সেখানে তিনি তাঁর সাফল্যের পরামর্শ দিয়েছেন ডোয়েন ব্রাভোকে। টেনে এনেছেন আইপিএলের প্রসঙ্গ। ২০১৮ সালে লুঙ্গিকে দলে নিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি লুঙ্গি। কিন্তু সতীর্থ হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন ব্রাভোকে। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার লুঙ্গির ক্রিকেটদর্শনই বদলে দিয়েছিলেন সেই সময়। প্রোটিয়া পেসারের কথায়, 'আইপিএলের সুবাদে ভারতের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। ২০১৮ সালে সিএসকের দলে ছিলাম আমি। খুব বেশি ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়নি সেবার। কিন্তু সেই দলে পাশে পেয়েছিলাম ব্রাভোকে। ওর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনার পরই আমার ক্রিকেট দর্শন বদলে যায়। আমি এখনও সেই পথেই রয়েছি।'

কিলার মিলারের ব্যাটিং ধামাকার পাশে লুঙ্গির স্কিল, ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে অপরাজেয় তকমা ধরে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা এখন সাফল্যের সরণিতে পা ফেলতে চাইছে। সঙ্গী ভারত-বধের আত্মবিশ্বাস।

দিমির ঝলকে কুপোকাত চেন্নাই

গোলের পর দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফিরিয়ে আনলেন ঠিক এক বছর পুরোনো সেলিব্রেশনের স্মৃতি। ছবি : ডি মণ্ডল

মোহনবাগান-২ (ম্যাকলারেন ও দিমি)
চেন্নাইয়ান এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দায়িত্ব নেওয়ার দিনই সের্জিও লোবেরা হুংকার দিয়েছিলেন- তিনি নাকি মাঠে ঝোড়ো আক্রমণ তুলে একাধিক গোল করতে ভালোবাসেন। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ২-০ গোলের জয়ে সেই 'ঝড়' চোখে পড়ল কই? মেরেকেটে একে বড়জোর এক মৃদুমন্দ বাতাস বলা যেতে পারে!

চলতি আইএসএলে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মতো হেভিওয়েটদের সঙ্গে বাকি দলগুলোর শক্তির ফারাকটা এতটাই বেশি যে, মাঠে তুল্যমূল্য লড়াইটাই উধাও হয়ে গিয়েছে। চেন্নাইয়ান কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা নিজের দলের সীমাবদ্ধতা খুব ভালো করেই জানতেন। তাই তারকাখচিত বাগানের সামনে অহেতুক বীরত্ব না দেখিয়ে, নিজেদের অর্ধে নয়-দশ জনকে দাঁড় করিয়ে আস্ত 'বাস পার্কিং' করে দিলেন তিনি। ভরসা বলতে কেবল ইনিগো মার্টিন বা মহম্মদ আলি বেম্মামের লুজ বল ধরে প্রতি-আক্রমণ। এমন জমাট রক্ষণ ভাঙতে গেলে মোহনবাগানের তরফ থেকে যে বৈচিত্র্যময় ফুটবলের দরকার ছিল, সেটা গোটা ম্যাচেই সেভাবে চোখে পড়ল না। লোবেরার দল খেলে গেল একই একঘেয়ে ধাঁচে। তবে ধারে ও ভারে সবুজ-মেরুন এতটাই এগিয়ে যে, দুই অর্ধে দুটো গোল ঠিকই পকেটে পুরে নিল তারা।

চেন্নাই বক্সের ওই 'পায়ের জঙ্গল'-এ শুরুতে বল ধরারই জায়গা পাচ্ছিলেন না জেমি ম্যাকলারেন। তাঁকে রীতিমতো কড়া পাহারায় ঘিরে রেখেছিলেন প্রীতম কোটালরা। বাঁদিকে রবসন রোবিনহো কিছুটা সাহায্য করলেও, ডানদিকে লিস্টন

ম্যাকলারেনের ক্লাস

কোলাসো ছিলেন চূড়ান্ত ফ্লপ। কিন্তু আসল জাত চেনা যায় সুযোগের সদব্যবহারে। বিরতির ঠিক আগে, কাউন্টার অ্যাটাক থেকে অনিরুদ্ধ থাপার নিখুঁত থ্রু ধরে আগুয়ান গোলরক্ষক শমীক মিত্রের পাশ দিয়ে যে মাপা প্লেসিংয়ে বল জালে জড়ালেন, তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল কেন তিনি 'এ' লিগের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার!

গতবছর ২৩ ফেব্রুয়ারি ওড়িশা এফসি ম্যাচে।

লেমন ব্রেকে যাওয়ার ঠিক আগে গোল পাওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধে বাড়তি অক্সিজেন নিয়ে মাঠে নামে মোহনবাগান। ৫২ মিনিটে রবসনের বাড়ানো বল ধরে ম্যাকলারেনের ছোট্ট টার্নে নেওয়া শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে ৬৬ মিনিটে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের গোল শুধু দর্শনীয় নয়, বড্ড ইমোশনালও। কাকতালীয়ভাবে গত বছর ঠিক এই দিনেই সের্জিও লোবেরার তখনকার দল ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে গোল করে মোহনবাগানকে আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতিয়েছিলেন দিমি! এদিন শুভাশিস বসুর নিখুঁত ক্রস থেকে সেই পুরোনো মেজাজেই গোল পেলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা জমানায় ব্রাত্য থাকা, কিন্তু লোবেরার এই বর্তমান 'অটোমেটিক চয়েস'।

এদিন উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চাননি লোবেরা, প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তনও আনেননি। দিমি-ম্যাকলারেন গোল পেলেও, জেসন কামিন্সকে এদিন শুরু থেকে দেখা যায়নি। ৭০ মিনিটে দিমির ভলি বারের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বা ৮২ মিনিটে মনবীর সিংয়ের শট সাইডনেটে আছড়ে পড়া গ্যালারির হতাশা বাড়িয়েছে মাত্র। কারণ, এই জয়ে পয়েন্ট সমান হলেও, গোলের বিচারে লিগ টেবিলে এখনও বাগানের ওপরেই বসে রয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের ২৮ মিনিটে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। বাগানের মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে মাথা ফাটে চেন্নাই গোলরক্ষক মহম্মদ নওয়াজের। মেহতাবের কিছু না হলেও, রক্তারক্তি হওয়ায় নওয়াজের বদলে মাঠে নামতে হয় শমীককে।

মোহনবাগান : বিশাল, অভিষেক, মেহতাব (মনবীর), আলবার্তো, শুভাশিস (অময়), লিস্টন (সাহাল), অনিরুদ্ধ, আপুইয়া, রবসন, দিমি ও জেমি (কামিন্স)।

হেটমেয়ারের তাণ্ডবে জয় ক্যারিবিয়ানদের

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-২৫৪/৬
জিম্বাবোয়ে-১৪৭ (১৭.৪ ওভারে)

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি : চলতি টি২০ বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রাথমিক পর্বে টানা চার জয়ের পর সোমবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুপার এইটের ম্যাচে তারা ১০৭ রানে হারাল জিম্বাবোয়েকে।

টসে হেরে ক্যারিবিয়ানদের স্কোর ছিল ২৫৪/৬। টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে তারা আড়াইশোর গণ্ডি পার করে। সৌজন্যে শিমরন হেটমেয়ার (৩৪ বলে ৮৫) এবং রোভমান পাওয়েল (৩৫ বলে ৫৯) জুটি। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা স্কোরবোর্ডে ৫২ বলে ১২২ রান জোড়েন।

যদিও শুরুটা ভালো হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই তারা ২ উইকেট হারায়। তারপরই বিস্ফোরক ব্যাটিং শুরু করেন হেটমেয়ার-পাওয়েল। ১৯ বলে অর্ধশতরান করে দেশের হয়ে টি২০ বিশ্বকাপে দ্রুততম অর্ধশতরানের নজিরও গড়লেন হেটমেয়ার। শেষবেলায় শেরফানে রাদারফোর্ড (১৩ বলে ৩১), রোমারিও শেফার্ড (১০ বলে ২১) ও জেসন হোল্ডারদের (৪ বলে ১৩) ক্যামিও আড়াইশো পার করে ক্যারিবিয়ানদের।

জবাবে রান তাড়ায় নেমে শুরু থেকেই ধুঁকছিল জিম্বাবোয়ে। ২.৪ ওভারে ২০ রানেই তারা ৩ উইকেট হারায়। সেই ধাক্কা আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা ১৭.৪ ওভারে ১৪৭ রানে অল আউট হয়। গুডাকেশ মোতি ২৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

অর্ধশতরানের পর শিমরন হেটমেয়ার।

কোচ বদলেই খেলা খুলেছে : পেত্রাতোস

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : অদ্ভুত সমাপতন! যে কোচের বিপক্ষে গত মরশুমে এই দিনে গোল করেন তাঁর কোচিংয়েই এদিন অন্য দিমিত্রিস পেত্রাতোস। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সময়ে দলে ঠাঁই হত না। সোমবার গোলের পর সেটাই বেরিয়ে এল পেত্রাতোসের মুখ দিয়ে, 'মানুষের জীবনে উত্থান-পতন থাকেই। তবে গত বছরের থেকে আমি যে ভালো খেলছি, এর প্রধান কারণ কোচ বদল। সের্জিও লোবেরা আমাকে ভালো খেলতে উৎসাহ দিচ্ছেন। তার পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি।' সমর্থকদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পেরে খুশি দিমি।

ভারত-নেপাল ফুটবল শুরু

নকশালবাড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ভারত-নেপাল ফুটবল শুরু হল সোমবার। নেপালের তাইনিং স্টার ভদ্রপুর ৪ গোলে হারায় কেষ্টপুর ওয়াইএফসি-কে। রথখোলা টুকরিয়া ঝাড় ফরেস্ট গ্রাউন্ডে আয়োজিত প্রতিযোগিতাটি চলবে আগামী দুই সপ্তাহ।

কার্সিয়াংয়ে ইস্টবেঙ্গল স্কুলের ট্রায়ালে ১৮৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দুন হেরিটেজ স্কুলের হাত ধরে শিলিগুড়িতে পা রাখছে ইস্টবেঙ্গলের স্কুল অফ এক্সেলেন্স। সেই ফুটবল স্কুলের জন্য শনি ও রবিবার কার্সিয়াংয়ের গোয়েথালস মেমোরিয়ালস স্কুলে নেওয়া ট্রায়ালে ৬ থেকে ১৬ বছরের ১৮৭ জন ছেলে হাজির হয়েছিল। যার থেকে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার জিতেন রাইয়ের নেতৃত্বাধীন প্যানেল ৯২ জনকে বেছে নিয়েছে বলে দুনের ডিরেক্টর শিবম ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। একইসঙ্গে শিবমের সংযোজন, 'এই ৯২ জনকে দুনের মাঠে আরও একটা ট্রায়ালের জন্য ডাকা হবে। সেখানে নির্বাচিতদের স্কলারশিপ দেওয়া হবে। বাকিদের জন্য দেওয়া হবে দুটো অপশন দুনে ভর্তি হয়ে স্কুল অফ এক্সেলেন্সে যোগ অথবা সরাসরি ফুটবল প্রশিক্ষণ গ্রহণ।' লাল-হলুদ ক্লাব থেকে ট্রায়াল পর্যবেক্ষণের জন্য শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের অনুপ বসু, স্বরূপ সেনকে পাঠানো হয়েছিল।

জিতল পানিট্যাঙ্কি, মিশ্রা ইলেভেন

নকশালবাড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগে সোমবার পানিট্যাঙ্কি ২৮ রানে হারিয়েছে ব্রিগেড চামুন্ডাকে। পানিট্যাঙ্কি প্রথমে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৪ রান তোলে। জবাবে ব্রিগেড চামুণ্ডা ১৪৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা পানিট্যাঙ্কির র‍্যাঞ্চো জলন্ধর। পরে পাটনার মিশ্রা ইলেভেন ৮৯ রানে জিতেছে আসিফ ইলেভেনের বিরুদ্ধে। মিশ্রা প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তোলে। জবাবে আসিফ ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ৬৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা সুপ্রিম যাদব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন কাটিহারের আলিয়াঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের প্রীতি কুমারী।

জয়ী ডুয়ার্স, আলিয়াঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপ সোমবার জয় পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও কাটিহারের আলিয়াঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফি দিনের প্রথম খেলায় ডুয়ার্স ৮ উইকেটে জিতেছে সুদীপচন্দ্র স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। টসে জিতে সুদীপ ৭ উইকেটে ৮৮ রান করে। তাদের সর্বাধিক ৩৫ রান জানভি থাপার। পূজা কীর্তনিয়া ৯ ও পিয়ালি রায় ২০ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে ডুয়ার্স ১০.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৮৯ রান তুলে নেয়।

আলিয়াঞ্জ ৯ উইকেটে অসমের হোজাই গার্লস ক্রিকেট টিমকে হারিয়েছে। টসে জিতে হোজাই ১৯.৪ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে আলিয়াঞ্জ ১১.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৮০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রীতি কুমারী ৪৬ রানে থাকেন।